আকালের দেশ

[কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় অভিনব সামাজিক পালা]

অসংখ্য পালা রচয়িতা

লোকনাট্যগুরু পালাসম্রাট

ডঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত

ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

মূল্য:- দশ টাকা

জনপ্রিয় নাটকের তালিকা

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

ঘুম নেই [সামাজিক]
মা-মাটি-মানুষ „
ময়লা কাগজ „
জানোয়ার „
কান্না-ঘাম-রক্ত „
রক্তে রোয়া ধান „
পদধ্বনি „
মাটির কেল্লা [ঐতিহাসিক]
বেগম আশমান তারা „

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

সূর্য সেন (মাষ্টারদা) [সামাজিক]
ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [পৌরাণিক]
সীতার বনবাস „
চণ্ড মুকুল [ঐতিহাসিক]

নির্মল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিতাপুত্র [সামাজিক]
কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী „
মা হলো বন্দী „

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী প্রণীত

রাধার নিয়তি [সামাজিক]

শম্ভুনাথ বাগ প্রণীত

শুধু বিষে দুই [সামাজিক]
জ্বালা „

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

কবরের নীচে [ঐতিহাসিক]
অভিশপ্ত হারেম „

গৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত

পরস্ত্রী [সামাজিক]

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রঘু ডাকাত [সামাজিক]

প্রকাশক—এস, এস, ধর
ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ—সত্য চক্রবর্তী

* * *

—থিয়েটারের নাটক—

ডাঃ অরুণ দে প্রণীত

স্ত্রীর ভূমিকায় [১টি স্ত্রী]
সূর্যস্নান „
ছেঁড়া কাগজ [স্ত্রী বর্জিত]
ফোকাস „
কুয়াশা [পুরুষ বর্জিত]

মৃণালকান্তি সিংহরায় প্রণীত

বিবর্ণ সিঁদুর [১টি স্ত্রী]
সঙের মিছিল „
নিহত গোলাপ [স্ত্রী বর্জিত]

অগ্রদূত প্রণীত

অভিশপ্ত খুনী [১টি স্ত্রী]
নেই শুধু একজন „
আঁধারে আলো „
বেকারের জ্বালা [স্ত্রী বর্জিত]

রাজদূত প্রণীত

একটি ফুলের মৃত্যু [১টি স্ত্রী]
ওয়াগন ব্রেকার „
ওরা রাতচোরা [স্ত্রী বর্জিত]
চালবাজ „
কুমারী মা [পুরুষ বর্জিত]

* * *

মুদ্রক—শ্রীঅজিতকুমার মেটা
কে এন মুদ্রণ
৩৮, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৪

অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের ঋষি,

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব

মহাত্মা গান্ধীর

চরণ স্মরণে—

—গ্রন্থকার
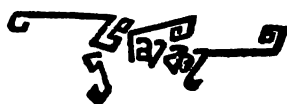
এ পালা যখন রচিত হয়, তখন পালাসম্রাট যুবক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় এক মজুতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। দুর্ভিক্ষ কারা—কেন সৃষ্টি করে, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন মরমী পালাকার। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চোখের ওপর যে শোচনীয় অবস্থা দেখেছেন, তারই বহিঃপ্রকাশ এই 'আকালের দেশ'। এ পালায় শাসকের সঙ্গে নিরন্ন মানুষের, ধনিকের সঙ্গে দরিদ্রের যে সংগ্রাম দেখানো হয়েছে, তা আজও শেষ হয়ে যায়নি। তাই বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পরে এ পালা আবার প্রকাশ করা হলো। ইতি।

তরুণকুমার দে

—পুরুষ—

ধনপতি	...	...	নন্দীপুরের রাজা।
মণিকণ্ঠ	...	...	সুবর্ণপুরের রাজা।
সুকণ্ঠ	...	...	মণিকণ্ঠের পুত্র।
নীলকণ্ঠ	...	...	সুকণ্ঠের পুত্র।
কর্ণপূর	...	...	মন্ত্রী।
অঙ্কুর	...	...	মণিকণ্ঠের জ্ঞাতি।
জনার্দন	...	...	উজানগাঁয়ের চাষী।
ভূষণ	...	...	ঐ।
মাণিক	...	...	জনার্দনের ভাই।
কর্দম	...	...	সুকণ্ঠের ভৃত্য।
বল্লভ	...	...	বাণীর পিতামহ।
সুদর্শন	...	...	সেনাপতি।
মাতঙ্গ	...	...	নাগরিক।

রক্ষী, চারণ।

—স্ত্রী—

বরুণা	...	...	নন্দীপুরের রাণী।
মন্দাকিনী	...	...	সুবর্ণপুরের রাণী।
বাণী	...	...	সুকণ্ঠের স্ত্রী।
লক্ষ্মী	...	...	ধনপতির কন্যা।

আকালের দেশ

সূচনা।

নন্দীপুর রাজপ্রাসাদ—লক্ষ্মীর কক্ষসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

ধনপতি ও বরুণার প্রবেশ।

ধন। আমি বলছি, তোমার হার।

বরুণা। আমি বলছি, তোমার।

ধন। আমি যদি হারি, তোমার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করবো।

বরুণা। আমি যদি হারি, তোমায় স্বর্ণপাদুকা গড়িয়ে দেবো।

ধন। বেশ, মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বরুণা। ঠিক আছে, কর জিজ্ঞাসা। লক্ষ্মি, লক্ষ্মি—

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কি হয়েছে মা?

বরুণা। তোমার বাবার ভীমরতি হয়েছে।

ধন। আমার না তোমার? তুই বল্ তো মা, কার কথা সত্যি? তুই অনেক শাস্ত্র পড়েছিস, যা বলবি তাই আমরা মেনে নেবো।

লক্ষ্মী। কথাটা কি?

ধন। বল না।

বরুণা। কথাটা হচ্ছে, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কে?

ধন। আমি বলছি, 'পিতা'।

বরুণা। আমি বলছি 'মা'।

লক্ষ্মী। আমার উত্তর শুনে কি সুখী হবেন বাবা?

ধন। হবো মা, নিশ্চয়ই হবো। তুই মা আমার জ্ঞানে গুণে সরস্বতী, তুই যা বলবি তাই বেদবাক্য। দে মা আমার সমস্তার সমাধান করে। বল্ মা, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কে?

লক্ষ্মী। পিতাও নয়, মাতাও নয়, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি।

উভয়ে। পতি!

ধন। তুই কি রহস্য কচ্ছিস লক্ষ্মি?

লক্ষ্মী। পিতামাতার সঙ্গে রহস্য?

বরুণা। তবে এই তোর শাস্ত্রের কথা?

লক্ষ্মী। সব শাস্ত্র এক কথা বলে না মা! এ আমার মনের শাস্ত্র।

ধন। ভেবে উত্তর দে লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। ভেবেই বলছি বাবা, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি।

বরুণা। আর মা, যে বুকের রক্ত জল করে মানুষ করেছে?

লক্ষ্মী। তিনি ধাত্রী।

বরুণা। কি বললি? আমি তোর ধাত্রী?

লক্ষ্মী। পরিচয়টা সহজ নয় মা! জগন্মাতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় জগদ্ধাত্রী নামে।

ধন। আর পিতা, যে পৃথিবীর আলোক দেখিয়েছে?

লক্ষ্মী। তিনি দুদিনের রক্ষক মাত্র।

ধন। তুই উন্মাদ হয়েছিস লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। না বাবা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়েই বলছি, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি।

বরুণা। পতি যদি কদাচারী হয়?

লক্ষ্মী। তবু তার বুকই নারীর পরম আশ্রয়। এত দাবী কারও ওপর চলে না, এত নির্ভর কাউকে করা যায় না। নারী তুমি, তুমি তো জান মা, এমন বিশ্বাসের ক্ষেত্র আর নেই।

ধন। কি আশ্চর্য! এতদিন খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি—

লক্ষ্মী। তুমি ভুল বুঝেছ বাবা, কেউ কাউকে খাওয়াতে পারে না, যে যার নিজের ভাগ্যেই খায়।

ধন। বটে! আজ যদি তোকে একটা ভিখারীর হাতে তুলে দিই, ভাগ্য তোর আহার জোগাবে?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়।

ধন। ভেবে কথা বল্ প্রগল্‌ভা বালিকা! আমায় বেশী উত্যক্ত করলে তোকে ভিক্ষুকের হাতেই তুলে দেবো।

লক্ষ্মী। অদৃষ্টে থাকলে তাই হবে, তোমার ইচ্ছায় কিছুই হবে না। ভিখারিণী হওয়াই যদি আমার বিধিলিপি হয়, তুমি অর্ধরাজ্য যৌতুক দিয়েও আমায় রাজরাণী করতে পারবে না। আর যদি রাজরাণীই আমাকে হতে হয়, তুমি আমায় ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেও রাজত্ব এসে আমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে।

ধন। উত্তম, তাহলে আজই তোর ভাগ্য নির্ণীত হোক।

বরুণা। তার অর্থ?

ধন। অর্থ? শোন রাণী, আমি এই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে যাকে প্রথম দেখবো, তার হাতেই ওকে সমর্পণ করবো।

বরুণা। তুমি কি পাগল হয়েছ রাজা? মেয়ে অবুঝ বলে আমরা তো অবুঝ হতে পারি না।

ধন। অবুঝ নয় রাণী, এ জেনেশুনে আমায় অবজ্ঞা করা।

বরুণা। লক্ষ্মি! তোর পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।

লক্ষ্মী। আমি কোন অন্যায় করিনি মা!

বরুণা। নিশ্চয়ই করেছিস। তুই আমাদের মনে আঘাত দিয়েছিস।

লক্ষ্মী। সে তোমাদের মনের দোষ, আমার দোষ নয়।

বরুণা। এখনও সংযত হ লক্ষ্মি! নইলে ওর রোষানল থেকে আমিও তোকে রক্ষা করতে পারবো না।

লক্ষ্মী। মানুষ আবার মানুষকে কবে রক্ষা করেছে? রক্ষাকর্তা ভগবান।

ধন। তবে ভগবানই তোকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

বরুণা। দূর হ—দূর হ আমার সম্মুখ থেকে, অলক্ষ্মী কোথাকার! বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে; আসুক একটা ভিখারী ধরে, তোকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে এখুনি রাজবাড়ি থেকে দূর করে দেবো। বাপ-মা ওর কেউ নয়, কবে কোন্ নরক থেকে একটা পতি উঠে আসবে, সেই হলো ওর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

লক্ষ্মী। কেন রাগ করছো মা? কথাটা তো হাতে-হাতেই প্রমাণ হয়ে গেল; একটা তুচ্ছ কথার জন্যে তোমরা তো অনায়াসেই আমাকে ঝেড়ে ফেলতে যাচ্ছ। তোমরা পিতামাতা বলেই এত সহজে আমার দায়িত্ব এমনি করে এড়াতে পারলে, স্বামী তো কখনো তা পারবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ধনপতি ও জনার্দনের প্রবেশ।

ধন। দাঁড়া লক্ষ্মি, গ্রহণ কর্ তোর সৌভাগ্যের ডালি।

বরুণা। রাজা, তুমি পিতা হয়ে কন্যার সর্বনাশ করতে চাও?

ধন। কন্যার কাছে যদি পিতার কোন প্রাপ্য না থাকে, পিতার কাছেও কন্যার কোন প্রাপ্য থাকতে পারে না।

জনা। মহারাজ! আমি বৈশ্য, হলকর্ষণ আমার জীবিকা। ধনু-বিদ্যাও আমি জানি। আমার দেশে বড় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা। ক্ষুধার জ্বালায় মা-বোনকে চোখের ওপর মরতে দেখেছি। বাকী আছে একটা ছোট ভাই, তারই জন্যে চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছি। যদি দয়া হয়, আমাকে দাসত্বে গ্রহণ করে আমার অভাগা ভাইটিকে বাঁচান।

ধন। দয়া আমি করবো না যুবক! তবে তোমাদের এক বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে আমি কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে পারি।

জনা। তাই দিন, তাই দিন।

ধন। প্রতিদান দিতে হবে ভিক্ষুক!

জনা। [চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল] ভিক্ষুক! [সংযত হইয়া] হ্যাঁ—তাই, আমি ভিক্ষুক। বলুন মহারাজ, কি প্রতিদান দিতে হবে?

ধন। বলছি। কি নাম তোমার?

জনা। আমার নাম জনার্দন। বলুন মহারাজ, কি প্রতিদান?

ধন। আমার এই কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর—এই প্রতিদান।

বরুণা। [আর্তস্বরে] রাজা! রাজা!

ধন। চুপ।

জনা। ভিক্ষার জন্যে যে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে একি ব্যঙ্গ রাজা?

ধন। ব্যঙ্গ নয় যুবক! এ আমার প্রতিশ্রুতি। আজ প্রভাতে প্রথম যাকে দেখবো, তার হাতেই আমি কন্যা সম্প্রদান করবো।

জনা। দুর্ভাগ্য আমার যে, আমিই প্রথম আপনার দৃষ্টিপথে এসেছি।

মহারাজ, আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নেই, চাকরীও আমি চাই না। আমি এই মুহূর্তেই চলে যাচ্ছি।

ধন। অনাহারী ভাইয়ের জন্যে অর্থ নেবে না?

জনা। না। আমার ভাইকে আমি নিজের হাতে চিতায় তুলে দিতে পারবো, কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে পারবো না।

বরুণা। [স্বগত] চমৎকার!

ধন। তুমি কি বলছো যুবক? এমন মহার্ঘ-মণি তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে?

জনা। দেবো। মণি রাখবার স্থান আমার নেই রাজা!

ধন। তুমি নির্বোধ।

জনা। সত্য মহারাজ! কিন্তু যিনি খেয়ালের বশে কন্যার এমন সর্বনাশ করতে চান, তিনি আমার চেয়েও নির্বোধ।

ধন। বাচালতা রাখ বৈশ্য!

জনা। বৈশ্য আপনার গৃহ-ভৃত্য নয় রাজা! আপনার রক্তচক্ষু তাদের দেখাবেন, যারা আপনার অনুগ্রহে জীবনধারণ করে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বরুণা। দাঁড়াও বাবা, এসো আমার সঙ্গে, কত অর্থ চাও তুমি? আমি তোমায় দেবো।

জনা। আপনার দয়াটাই মাথায় করে নিলাম মা, অর্থে আর প্রয়োজন নেই। [প্রস্থানোদ্যোগ]

লক্ষ্মী। শোন।

জনা। [ফিরিয়া] রাজকুমারী? আদেশ করুন।

লক্ষ্মী। আদেশ নয়। আমরা হিন্দুনারী, পিতামাতা আমাদের যার হাতে তুলে দেন, তাকে বরণ করাই আমাদের ধর্ম।

বরুণা। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! সর্বনাশ করিসনে।

লক্ষ্মী। বাধা দিও না মা! পিতা যখন বাগ্‌দান করেছেন, তখন—

জনা। এ আপনি কি বলছেন রাজকুমারী? আমি বৈশ্য, আমি চাষা; আর আপনি লোকললামভূতা বিদূষী রাজকন্যা। না—না, এ হতে পারে না। আপনার বরমাল্য আমি নিতে পারবো না।

লক্ষ্মী। না পার, চলে যাও। কিন্তু আমি জানি আমার কর্তব্য।

জনা। অবুঝ হবেন না রাজকুমারী! আমি নিতান্তই দরিদ্র, আমার ভাঙা ঘরে শ্রাবণের ধারা গড়িয়ে পড়ে। দিনান্তে শাকান্নও আমার জোটে না। অন্নাভাবে আমার মা-বোন শুকিয়ে মরেছে, আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারিনি। আমরা ছোটজাত, আমাদের মেয়েরা মাঠে মাঠে গরু-ছাগল চরিয়ে বেড়ায়, মল বাজিয়ে ঝরণার জল আনতে ছোটে। সে বড় দুঃখের জীবন রাজকুমারী!

লক্ষ্মী। সুখের কোলে তো অনেকদিন ছিলাম, দুঃখটা কেমন একবার দেখি।

বরুণা। দেখতে হবে না। তুই আমার সঙ্গে আয়। [জনার্দনকে] ওগো, তুমি যাও, তুমি যাও।

লক্ষ্মী। না, যেয়ো না।

জনা। ভগবান, এ কি লীলা তোমার। কিন্তু—না, না রাজকুমারি, আমি তোমায় পুজো করতে পারি, কিন্তু স্ত্রী বলে সম্ভাষণ করতে পারি না। মহারাজ! আপনার কন্যাকে বোঝান; এক মুহূর্তের ভুলে সবাই মিলে সারাজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবেন না।

ধন। আমি বাগ্‌দান করেছি, গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছা।

বরুণা। নিষ্ঠুর জল্লাদ, এই তোমার ধর্ম? পিতা হয়ে তুমি একটা খেয়ালের বশে কন্যাকে বলি দিতে চাও?

লক্ষ্মী। কেন মা তুমি দুঃখিত হচ্ছ? তুমি দেখো, এতেই আমার মঙ্গল হবে।

জনা। এরা কি সবাই উন্মাদ? না, আমিই স্বপ্ন দেখছি?

লক্ষ্মী। স্বপ্ন নয়, দিবালোকের মত সত্য। ধর, হাত ধর, ভয় কি? আমিও দুঃখ সইতে জানি। তোমার পর্ণকুটীরেই আমি স্বর্গ রচনা করবো।

জনা। করবে? আমার কুটীরে স্বর্গ রচনা করবে? বড় সুখের স্বর্গ ছিল আমার। গোলাভরা ছিল ধান, পুকুরভরা ছিল মাচ, প্রাণে ছিল শান্তি, বুকে ছিল বল। সব হারিয়েছি। কত আত্ম-পরিজন ছিল, সব গেছে। আবার কি তারা আসবে? আবার কি আমার ভাঙা ঘর কলহাস্যে মুখরিত হবে? তবে এসো—এসো, আবার আমার পাতার কুটীরে স্বর্গের মন্দাকিনী বইয়ে দাও। কিন্তু—না—না, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কে আমার আকর্ষণ কচ্ছে! ভগবান! ভগবান! আমায় ক্ষমা কর। [হাত বাড়াইয়া দিল; লক্ষ্মী তাহা ধারণ করিল]

বরুণা। একি সত্য, না স্বপ্ন! রাজার মেয়ে চাষার ঘরে চলেছে। বাপের খেয়ালে মেয়ের বলিদান। ওরে, তোরা কে আছিস, অপূর্ব মিলন দেখবি আয়, লক্ষ্মীর বর দেখবি আয়।

লক্ষ্মী। বাবা! তোমার বিধান মাথায় নিয়েই চললাম। প্রণাম কচ্ছি, আশীর্বাদ কর বাবা।

ধন। যত অপরাধীই হ, তুই আমার কন্যা। তোদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে আমি কিছু অর্থ দেবো।

জনা। থাক্ মহারাজ, অর্থে আর প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্মী। বরং তোমার দেওয়া আভরণও আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ধন। কি বলছিস তুই?

লক্ষ্মী। বলছি এই, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার জড়িয়ে নিয়ে আমার দরিদ্র স্বামীকে আমি ব্যঙ্গ করবো না।

ধন। এ দর্প থাকবে না লক্ষ্মী! একদিন আমার কাছেই তোকে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হবে।

লক্ষ্মী। সেদিন সূর্য আর উঠবে না বাবা!

বরুণা। এ তুই কি করলি মা?

লক্ষ্মী। দুঃখ করো না মা, এতেই আমার মঙ্গল হবে। আমার আভরণগুলো খুলে নাও, এ আবর্জনা নিয়ে আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবো না।

বরুণা। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী কেঁদো না মা, কেঁদো না। দারিদ্র্য তো অভিশাপ নয়। যদি চোখ থাকে তো চেয়ে দেখ, কত ভাগ্যবতী সে নারী—যে অমন বিশাল বুকে আশ্রয় পায়। [আভরন খুলিয়া ফেলিতে লাগিল]

বরুণা। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! ওরে, আভরণ খুলিসনে। রাজা, তোমার মনে এই ছিল? সত্য-সত্যই মেয়েটাকে ভিখারিণী সাজিয়ে বিদায় দিলে?

ধন। আমি কি করবো? স্বেচ্ছায় যে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নেয়, তাকে রক্ষা করবে কে?

লক্ষ্মী। বিদায় মা, বিদায় বাবা!

জনা। আসি মহারাজ! [লক্ষ্মী ও জনার্দন রাজা-রাণীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল]

বরুণা। মহারাজ, কি করলে তুমি?

ধন। কিছুদিন অপেক্ষা কর, ও এলো বলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম পর্ব।

প্রথম দৃশ্য।

উজানগাঁ—পথ।

চাষিগণের প্রবেশ।

ভূষণ। দিলে না, এক গোটা চালও দিলে না। ভগবান! তুমি কি শুধু ধনীরই ভগবান, গরীবের কি কেউ নও?

বলাই। তাহলে এখন আমরা কি করবো ভূষণ?

ভূষণ। কি আর করবো ভাই? সবাই মিলে গলাগলি করে মরি আয়। চোখের ওপর মা-বাপ ভাই-বোন না খেয়ে মরে গেল, আর আমাদের বেঁচে কি হবে ভাই? পৃথিবীর সব ফল-শস্য ধনীর দুলালেরাই ভোগ করুক। আমাদের মুখের দিকে যখন কেউ চায় না, ভগবানও আমাদের ভগবান নয়, তখন পৃথিবীর ভোগসুখ ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে যাই চল্।

নন্দ। আঃ—ভগবান! জল—জল! [বসিয়া পড়িল]

ভূষণ। মরছিস নন্দ? যা—আমরাও পিছে আসছি।

নন্দ। জল—জল!

ভূষণ। ওরে অভাগা, ও জল আমাদের নয়। আমাদের জন্যে যে জল, তাতে তৃষ্ণা মেটে না, রোগ ডেকে আনে। পাঁচদিন অনাহার সয়েছিস, আর তৃষ্ণাটা তুই সয়ে যেতে পারবিনে? চলে যা। যদি ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করিস তাকে, সে যদি আমাদের

সৃষ্টি করে থাকে, কেন দিলে না মুখের অন্ন, পিপাসার জল? কেন? কেন? কি অপরাধ করেছি আমরা?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। অপরাধের কি সীমা আছে ভূষণ? দোষী শুধু সে নয়, যে অন্যায় করে, যে অন্যায় সয়, সেও সমান দোষী। চড় খেয়ে যখন তোরা মুখ বুজে থাকিস, তখন একটা লাথির পথ প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ভূষণ। অঙ্কুর!

অঙ্কুর। খাদ্য দিলে না ভূষণ?

ভূষণ। দিলে না। একটা নয়, দুটো নয়, সাতটা শস্যের পাহাড়, তার থেকে একমুঠো চালও আমাদের দিলে না। শত শত মানুষের আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল, তবু খাদ্য দিলে না, দোর বন্ধ করে বসে রইলো।

অঙ্কুর। আর তোমরা সব ভাল ছেলের মত পালিয়ে এলে—না?

বলাই। কি করবো বল? আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করেছি, চোখের জলে নদী বইয়ে দিয়েছি, আর আমরা কি করতে পারি ভাই?

অঙ্কুর। সিংহদ্বার ভেঙে ফেলতে পারলে না? গোলার চাল রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে পারলে না?

ভূষণ। তাহলে কি আর রক্ষে ছিল অঙ্কুর?

অঙ্কুর। মেরে ফেলতো? এখনই কি বেঁচে আছ? এর নাম বেঁচে থাকা? মা-বাপ ছেলে-মেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল, নিজেদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না। তবু প্রাণটার ওপর এত মায়া?

বলাই। মায়া নয়, মায়া নয়। প্রাণ দিলেই যদি প্রাণ পাওয়া যেতো, একবার কেন, দশবার দিতে পারতুম।

ভূষণ। অঙ্কুর!

অঙ্কুর। আঘাত করবার শক্তি নেই জানি; কিন্তু ফোঁস করতেও তো পারিস! উজানগাঁয়ের দশ হাজার চাষী তোরা, একবার হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দে—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত

মানুষ হয়ে মেষের মত আর কতকাল সইবি ওরে?
চোখ মেলে দেখ, যা কিছু তোর লুটে নিলে সিঁধেল চোরে।

অঙ্কুর। শুনেছিস?

চারণ।—

পূর্ব-গীতাংশ

মুখ বুজে তুই সইবি যত,
আঘাত ওরা হানবে তত,
উপড়ে নেবে নয়ন দুটো, ভাসিস যদি আঁখি-লোরে।

ভূষণ। সত্য।

চারণ।—

পূর্ব-গীতাংশ

অনেক দিন তো ঘুমিয়েছিলি,
ঘুমিয়ে সবই ডালি দিলি,
এবার সবাই আঁখি মেলে আঘাত দে না উবার দোরে।

[প্রস্থান।

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলা। ওরে, তোরা কচ্ছিস কি? ধান-পান সব তলিয়ে গেল যে।

ভূষণ। কেন? কেন?

নীলা। যুবরাজের লোকেরা নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছে।

ভূষণ। কারণ?

নীলা। কারণ আর কি? যুবরাজের ময়ূরপঙ্খী নৌকা নদীতে নামাতে পারছে না, খালের মুখে আটকা পড়েছে।

ভূষণ। সেজন্যে দশহাজার লোকের আশা-ভরসায় ছাই দেবে? এক বছর না খেয়ে মরেছি, আরও মারবার সাধ? অঙ্কুর! শুনছো অঙ্কুর? মাঠের ধান ফুলে উঠেছে, সারা মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছে। পেটে দুরন্ত ক্ষিধে নিয়েও আমরা মাঠের দিকে চেয়ে শান্তি পেয়েছি। সে আশাতেও বাদ সাধতে চায় এরা? এরা কি?

অঙ্কুর। এরা যাই হোক, তোমরা কি, তাই আমি ভাবছি।

বলাই। আমরা মানুষ, মানুষের গায়ে দাঁত বসাতে পারি না, এই কি আমাদের অপরাধ? এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি এমনি করেই আমাদের করতে হবে? [নন্দকে দেখাইয়া দিল]

নীলা। নন্দ, তুইও চলছিস ভাই?

নন্দ। জল—জল।

ভূষণ। না—না, জল নয়, আগুন খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে যা। সারাজীবন ঠাকুরপুজো করছিস না? ঠাকুর তার সুন্দর প্রতিদান দিয়েছে। নিয়ে যা নীলাম্বর! ওর সঙ্গে ওর ঠাকুরকেও চিতায় তুলে দিস। [নন্দকে লইয়া নীলাম্বরের প্রস্থান।

বলাই। ওঃ, আর কত সয়?

ভূষণ। না অঙ্কুর, আর আমরা সহ্য করবো না।

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। কি করবে?

ভূষণ। রাজত্বের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো।

সকলে। যুবরাজ!

অঙ্কুর। হ্যাঁ, যুবরাজ। জানাও তোমাদের দাবী, মুখ ফুটে একবার বল—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

সুকণ্ঠ। তুমিই বুঝি এদের ক্ষেপিয়েছ অঙ্কুর?

অঙ্কুর। যদি তাই হয়, অন্যায় কিছু করিনি।

সুকণ্ঠ। অন্যায়ের বোধ যদি তোমার থাকবে, তাহলে রাজার জ্ঞাতি তুমি, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই জঘন্য কৃষকপল্লীতে এসে বাস করবে কেন?

অঙ্কুর। তোমাদের ওই পাপের প্রাসাদের চেয়ে দরিদ্রের এই পর্ণ-কুটীরে অনেক শান্তি। যখন দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, সাধ্য থাকতেও তোমরা তার প্রতিকার করছো না, তখন ঘৃণা হলো তোমাদের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে। প্রতিবাদও করেছিলাম, পেয়েছি শুধু চাবুক। তাই এসেছি এদের মাঝখানে, এদের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে।

সুকণ্ঠ। তাহলে শোন আমার আদেশ—

অঙ্কুর। তোমার আদেশ তোমার কর্মচারীদের জন্যে, আমার জন্যে নয়।

সুকণ্ঠ। অঙ্কুর!

ভূষণ। যুবরাজ, আপনি নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছেন?

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ।

সকলে। কেন?

সুকণ্ঠ। আমার ইচ্ছা।

ভূষণ। কিন্তু আপনি কি জানেন না, নদীর জলে মাঠ তলিয়ে গেলে উজানগাঁয়ের দশ হাজার দরিদ্র চাষী এবারও অন্নাভাবে মারা যাবে?

সুকণ্ঠ। জানি। কিন্তু আমার ময়ূরপঙ্খী—

ভূষণ। গোল্লায় যাক্ তোমার ময়ূরপঙ্খী। আমরা দলে দলে ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি, তোমার এত অন্ন থাকতেও আমাদের একমুঠো দাওনি; আজ আবার আমাদের নিজেদের অর্জিত অন্ন কেড়ে নিতে এসেছ? আমরা গরীব বলে আমাদের ওপর এতই অত্যাচার? তোমার খেয়ালের জন্যে আমাদের বছরের খোরাক মাটি হবে? তা হতে পারে না। এই মুহূর্তে বাঁধ বেঁধে দাও বলছি।

সুকণ্ঠ। না, দেবো না।

ভূষণ। দেবে না? তাহলে আয় তো তোরা, আমরা ওর লাখ টাকার ময়ূরপঙ্খী কুড়ুলের ঘায়ে ছাতু করে ফেলি। আয়—আয়, ভাবছিস কি? অনুরোধ করেছি, ভিক্ষে করেছি, পায়ে ধরেছি, কিছুতেই যখন শুনলে না, তখন আর আমরা ওকে রাজবংশধরের মর্যাদা দেবো না। আমরা মানুষ হতে চেয়েছিলাম। ওরা যখন আমাদের মানুষ হতে দিলে না, তখন আমরা রাক্ষস হয়ে ওদের বুকের রক্ত চুষে খাবো।

সুকণ্ঠ। এই, খবরদার!

ভূষণ। বাধা যদি দাও, বাঁধের মুখে তোমাকেই বলি দেবো।

বলাই। বুঝিয়ে দেবো তোমাদের, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

[চাষিগণের প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। ওদের ফেরাও অঙ্কুর!

অঙ্কুর। ফেরাবো না, বরং এগিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। পতঙ্গের পক্ষ ওঠে মরিবার তরে।

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। ওরা পতঙ্গ নয় যুবরাজ!

সুকণ্ঠ। তুমি আবার কে?

জনা। ওদেরই একজন।

সুকণ্ঠ। কি বলতে চাও তুমি।

জনা। আপনি ফিরে যান যুবরাজ! ওরা আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালে আপনার আর রক্ষা নেই।

সুকণ্ঠ। আমি সবাইকে হত্যা করবো।

জনা। থাক্ যুবরাজ, ক্ষতি ওদের যথেষ্ট করেছেন, বাঁচতে চান তো পালিয়ে যান।

সুকণ্ঠ। কি, আমি যুবরাজ, পালিয়ে যাবো?

জনা। না পালালে মরতে হবে।

সুকণ্ঠ। মরবো।

জনা। সে আমরা পারি, আপনি নন। টাকায় যাদের এত লোভ, তারা এত সহজে মরতেই পারে না। আসুন, আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সুকণ্ঠ। তোমার বুঝি কোন ক্ষতি হয়নি?

জনা। ক্ষতি? যুবরাজ, ওদের তবু কিছু রক্ষা পাবে, আমার সবাই গেল। ও-বছরের দুর্ভিক্ষের মুখ থেকে যাদের টেনে রেখেছি, এবার তারাও যাবে।

সুকণ্ঠ। তবু তুমি আমাকে রক্ষা করতে এসেছ?

জনা। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, অস্ত্রাঘাতে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আমার বাবা আমাকে আর কিছুই দিয়ে যাননি, দিয়ে গেছেন শুধু একটি উপদেশ—"যে সয়, তারই জয়।"

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। তুমি মূর্খ। যে সয়, তারই বুকের ওপর দিয়ে চিরদিন অত্যাচারীর রথচক্র চলে যায়, তারই ভাই-ভগ্নী অনাহারে মরে, তারই মুখে জগৎ ঘৃণার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

জনা। জগৎ করতে পারে, কিন্তু ভগবান তো আর তা করতে পারেন না।

অঙ্কুর। ওরে অভাগা, ভগবান দুর্বলের কেউ নয়, তাঁর সব দান সবলেরই জন্যে।

জনা। চন্দ্রসূর্য কি শুধু রাজবাড়িতেই আলো দেয়, আমার ঘরে দেয় না?

অঙ্কুর। না। তারা জলে ওঠে রাজবাড়ির জন্যেই, তোমার ঘরে ঠিকরে আসে একটু অনুগ্রহের দান।

সুকণ্ঠ। এই অনুগ্রহের দান নিয়েই তোমাদের বাঁচতে হবে। মাথা তুলেছ কি মরেছ।

জনা। তোমাদের উদ্দেশ্য কি অঙ্কুর?

অঙ্কুর। উদ্দেশ্য ওই দাম্ভিক যুবরাজকে শিখিয়ে দেওয়া যে, দীন-দুঃখীরাও মানুষ।

জনা। যুবরাজ আমাদের গ্রামে অতিথি, আমি তাঁর অসম্মান করতে দেবো না।

অঙ্কুর। তোমার দেওয়া না দেওয়ায় কিছুই যায় আসে না।

জনা। বেশ। আসুন যুবরাজ আমার সঙ্গে; দেখি আমি জীবিত থাকতে কে আপনার কেশস্পর্শ করে।

সুকণ্ঠ। আমার নিজের শক্তিই আমাকে রক্ষা করবে; একটা চাষার অনুগ্রহ নিয়ে আমায় আত্মরক্ষা করতে হবে না।

[প্রস্থান।

অঙ্কুর। হলো তো? পেয়েছে উপকারের প্রতিদান?

[নেপথ্যে মার্ মার্ কলরব; যুবরাজের আর্তনাদ]

জনা। কি হলো?

অঙ্কুর। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

জনা। না, তা হবে না, আমার জীবন দিয়েও আমি তাকে রক্ষা করবো। ফাঁসি দিতে হয়, তার পর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঠশালা।

মাণিক ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

মাণিক। ও লোকটা কে বৌদি?

লক্ষ্মী। উনি আমাদের যুবরাজ।

মাণিক। যুবরাজ! যার জন্যে আমাদের ধানের ক্ষেত তলিয়ে গেছে? ও তো আমাদের শত্রু।

লক্ষ্মী। না মাণিক, উনি আমাদের অতিথি।

মাণিক। কেন তুমি ওকে অতিথি করতে গেলে?

লক্ষ্মী। তুমি তো দেখেছ মাণিক, চাষীদের আঘাতে ওঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল!

মাণিক। তখন কি আমি জানি? তাহলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিই? ওর ফাটা মাথাটা আরও ফাটিয়ে দিতাম।

লক্ষ্মী। ছিঃ দাদা, ওরা যে আমাদের রাজা।

মাণিক। কালকে না তুমি পড়িয়েছ, রাজার কাজ প্রজাকে রক্ষা করা। ওরা আমাদের কবে রক্ষা করেছে? আমরা না খেয়ে মরেছি, ওরা হি-হি করে হেসেছে। তবে কিসের রাজা ওরা? না বৌদি, তুমি ওকে এক্ষুনি তাড়িয়ে দাও, নইলে ওর জোড়া-লাগা মাথাটা আমি আবার ফাটাবো।

লক্ষ্মী। মাণিক!

মাণিক। ক্ষিধের বড় জ্বালা বৌদি! তুমি দেখনি বাবা-মার মরণ। সে ছবি আমি কোনদিন ভুলবো না। ওদের অনেক আছে, তবু

ওরা এককণা চাল আমাদের দেয়নি! ওরা গুষ্টিসুদ্ধ মুখে রক্ত উঠে মরুক।

লক্ষ্মী। না ভাই, কারও অমঙ্গল কামনা করতে নেই।

মাণিক। ধান তলিয়ে গেছে বৌদি, এবারও আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

লক্ষ্মী। ভগবানকে ডাক। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আহার তিনিই দেবেন।

মাণিক। গরীবের আবার কিসের ভগবান? ভগবান ধনীর ঘরে বাঁধা।

লক্ষ্মী। না মাণিক, তিনি সবার পিতা, সবার জন্যেই তাঁর সমান মমতা! তাঁকে বিশ্বাস কর, তাঁকে প্রণাম কর।

মাণিক। ভগবানকে দু'শো প্রণাম করার চেয়ে তোমাকে একটা প্রণাম করা অনেক ভাল। [প্রণাম]

লক্ষ্মী। এতটুকু ছেলে, এত কথা কোথায় শিখলি তুই?

মাণিক। দুঃখের পাঠশালায় শিখেছি বৌদি! আবার আকাল আসছে। আবার না খেয়ে ছটফট করতে হবে। আমাদের তবু অভ্যেস আছে। কিন্তু তুমি—

লক্ষ্মী। আমিও তো ভাই তোমাদেরই একজন।

মাণিক। না বৌদি, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও। আবার যেদিন আমাদের গোলায় ধান উঠবে, যেদিন আমরা পেটভরে খেতে পাবো, সেদিন এসো।

লক্ষ্মী। আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি মাণিক!

মাণিক। খুব কষ্ট হবে, কিন্তু আমাদের কাছে থাকলে তুমি যে মরে যাবে বৌদি!

লক্ষ্মী। মরি তো একসঙ্গেই মরবো, তোদের ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না।

মাণিক। বৌদি, আমি তো মরতেই বসেছিলাম; তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ। একদিন দেখলাম, যম এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছে; আমি ভয়ে "মা মা" বলে ডেকে উঠলাম। চোখ মেলে দেখলাম, তুমি আমায় বুকে করে শুয়ে আছ। সেইদিনই তোমায় চিনেছি।

লক্ষ্মী। কি বলে চিনেছ ভাই?

মাণিক। বলবো?

গীত

তুমি ঘনঘোর নিশার আঁধারে অমল মধুর জোছনা।
হে দেবি, তোমার চরণ-পরশে মিটেছে লক্ষ বাসনা।
মা-হারা এ ঘরে মায়ের পরশ তোমারি পরশে পেয়েছি,
যা গেছে, সকলি ভুলে গিয়ে আজ তোমারেই ভালবেসেছি,
তোমারি আলোতে ঘুচেছে আঁধার,
গেছে না-থাকার শত হাহাকার,
শতদল হয়ে উঠেছে ফুটিয়া দুঃসহ যত বেদনা।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বাবা! গরীবের ঘরে কি সুখের সংসার পেতেছি আমি, তুমি যদি একবার দেখতে!

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। ও সম্বোধন কেন যুবরাজ? ও পরিচয় তো আমি মুছে ফেলেছি। আমি চাষীর ঘরের বৌ, এই আমার একমাত্র পরিচয়।

সুকণ্ঠ। আজ আমি চলে যাচ্ছি লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। গরীবের ঘরে সেবাশুশ্রূষার অনেক ত্রুটি হয়েছে। সেজন্যে ক্ষমা করবেন যুবরাজ!

সুকণ্ঠ। একথা বলে আমায় অপরাধী করো না লক্ষ্মি! তোমাদের দয়ায় আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। তোমাদের প্রাণঢালা সেবা আমি কখনো ভুলবো না। বল, কি প্রতিদান আমি দিতে পারি?

লক্ষ্মী। প্রতিদান? না যুবরাজ, কোন প্রয়োজন নেই; প্রতিদানের আশায় আমরা আপনার সেবা করিনি।

সুকণ্ঠ। তা জানি, তবু এ আমার কর্তব্য। আমি তোমাদের কুটীর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো।

লক্ষ্মী। না—না কুমার, আমার শ্বশুরের ভিটেয় চিরদিন এমনি পাতার কুটীরই যেন থাকে, এই পর্ণকুটীরই আমার বৈকুণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। না রাজকুমারি, এ দীন-দরিদ্রের ঘরে তোমাকে মানায় না।

লক্ষ্মী। [হাসিয়া] কি করবো বলুন! অদৃষ্ট যা জুটিয়ে দিয়েছে, তাই মেনে নিতে হবে।

সুকণ্ঠ। অদৃষ্ট নয় লক্ষ্মি, এ মানুষের হাতে গড়া।

লক্ষ্মী। তাতেই বা আপনার এত দুঃখ কেন?

সুকণ্ঠ। কারণ আছে লক্ষ্মি! আমরা যখন বালক-বালিকা, তখনই তোমার পিতা আর আমার পিতা আমাদের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। হলো না শুধু আমার জন্যে। আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি এত সুন্দর। আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে পেলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়ে যেতো!

লক্ষ্মী। একথা এখন বলে লাভ?

সুকণ্ঠ। লাভালাভ বুঝি না লক্ষ্মি! আমি জানি, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চয়ই সুখী নও।

লক্ষ্মী। যদি না-ই হই, তাতেই বা আপনার কি করবার আছে?

সুকণ্ঠ। যে ভুল আমি করেছি, নিজের ওপর—তোমার ওপর যে নিদারুণ অবিচার করেছি, আজ আমি তা সংশোধন করতে চাই।

লক্ষ্মী। কেমন করে কুমার? অর্থ দিয়ে? আমার পাতার ঘর সোনায় মুড়ে দিয়ে? কুমার! সুখ বাইরে নয়, সুখ মনে।

সুকণ্ঠ। সে সুখ কি তুমি পেয়েছ লক্ষ্মি?

লক্ষ্মী। পেয়েছি—একফোঁটা নয়, অনন্ত—অফুরন্ত।

সুকণ্ঠ। আমায় কি শিশু পেয়েছ লক্ষ্মি? রাজকুমারী তুমি, একটা চাষার গলায় বরমাল্য দিয়েছ—

লক্ষ্মী। চাষা হলেও তিনি মানুষ। শুধু এই একটা জন্ম নয় কুমার, আমি যেন জন্ম জন্ম এই চাষার গলায়ই বরমাল্য দিই। ধনবান পশুর চেয়ে এই দীন-দরিদ্র মানুষের ঘর করা অনেক সুখের।

সুকণ্ঠ। রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। কি বুঝবে তুমি ধনগর্বী রাজকুমার, কত ঐশ্বর্য আমার এই পাতার ঘরে? কোথায় আছে এমন সুখের প্রাসাদ? রাজকুমারী আমি, কত রাজা দেখেছি—কত রাজপুত্র আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেছে; সবাই এক ছাঁচে ঢালা, সবাই চেনে শুধু অর্থ আর রূপ। মানুষ দেখেছি শুধু এইখানে। আমি সিংহাসনকে বিবাহ করিনি, বিবাহ করেছি মানুষকে।

সুকণ্ঠ। কিন্তু আমি তোমাকে—

লক্ষ্মী। আমাকে কিছুই দিতে হবে না যুবরাজ! আমার কোন অভাব নেই।

সুকণ্ঠ। কিন্তু—

লক্ষ্মী। কিন্তু প্রতিদান দিলেই যদি আপনার শান্তি হয়, আমার

একটা অনুরোধ—নিজের জন্যে নয়, আমার এই দুঃখী প্রতিবেশীদের জন্যে। আপনার ঘরে অনেক চাল আছে, তার দশভাগের একভাগ এদের দান করুন; এরা খেয়ে বাঁচুক।

সুকণ্ঠ। ওরা মরুক! আমি করবো ওদের সাহায্য? ওরা আমার মাথায় লাঠি চালিয়েছে—

লক্ষ্মী। আপনিও তো ওদের কম ক্ষতি করেননি।

সুকণ্ঠ। আমি যুবরাজ, আর ওরা—

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। চাষা। তাই বুঝি ওদের প্রাণ প্রাণ নয়? ওরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করবে, আর আপনি অনুগ্রহ করে তাই মাড়িয়ে যাবেন? ওরা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, আর আপনি ওদেরই উৎপন্ন শস্য কেড়ে নেবেন? রাজার সঙ্গে প্রজার এই কি সম্পর্ক কুমার?

সুকণ্ঠ। আমি তোমার উপদেশ চাইনি।

জনা। [জিভ কাটিয়া] আপনাকে উপদেশ দেবো, এমন বিদ্যে আমার কি আছে? তবে—

সুকণ্ঠ। তবের কথা থাক্। তোমরা আমার প্রাণরক্ষা করেছ, প্রতিদানে আমি তোমাদের কি উপকার করতে পারি বল।

জনা। আমাদের উপকার? কই, আমাদের তো কোন অভাব দেখছি না। স্বয়ং লক্ষ্মী যার ঘরে, তার আর অভাব কি? তবে একটা জিনিস চাইবার ছিল। যদি দয়া হয়, আমার এই দুঃখী ভাইদের জন্যে আপনার—

সুকণ্ঠ। হবে না। এরা আমার মাথায় লাঠি চালিয়েছে, আমি এদের সর্বস্বান্ত করবো।

লক্ষ্মী। দুর্ভিক্ষই এদের সর্বস্বান্ত করেছে, আপনার আর কিছু করতে হবে না।

সুকণ্ঠ। তুমি জান, কারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল?

জনা। জানি।

সুকণ্ঠ। বল তাদের নাম।

জনা। বলবো না।

সুকণ্ঠ। বলবে না?

জনা। না।

সুকণ্ঠ। জনার্দন!

জনা। রাগ করলে কি করবো যুবরাজ? আপনি মনিব, কিন্তু তারা আমার ভাই। আমি মরে গেলে ওরাই আমায় পোড়াবে, আপনি এক টুকরো কাঠ দিয়েও সাহায্য করতে আসবেন না। আরামে ব্যারামে ওরাই আমার চিরদিনের সাথী; বাঁচতে যদি হয়, ওদের নিয়েই বাঁচবো। ওরা মরণ-যন্ত্রণায় চিৎকার করবে, আর আমি আপনার দেওয়া রাজভোগ দু'হাত পুরে খাব, এমন দুর্মতি যেন কখনো না হয়।

সুকণ্ঠ। তাহলে বুঝবো, তুমিও রাজদ্রোহী।

লক্ষ্মী। আপনার বুদ্ধি খুবই প্রখর।

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। আপনাকে সেবা করেছি বলেই নাম ধরবার অধিকার দিইনি।

সুকণ্ঠ। চাষার বৌয়ের এত মান।

লক্ষ্মী। তুমি পশু, কি বুঝবে নারীর মর্যাদা।

সুকণ্ঠ। কি?

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যাও।

জনা। লক্ষ্মি, এ আমাদের অতিথি।

লক্ষ্মী। অতিথি বলেই ক্ষমা করেছি। নইলে যে মুহূর্তে ও তোমাকে রক্তচক্ষু দেখিয়েছে, সে মুহূর্তেই ওর মাথাটা তোমার পায়ে লুটিয়ে দিতাম। যাও, বেরিয়ে যাও। খবরদার, আর কখনো আমার কুটীরের ছায়া মাড়িও না।

জনা। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! কি ক'চ্ছ তুমি?

লক্ষ্মী। বের করে দাও, আমি গোবর-ছড়া দেবো।

জনা। লক্ষ্মি!

সুকণ্ঠ। থাক, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

জনা। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। ভয় কি? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

জনা। সেকথা নয়। চাষা বলে সবাই আমায় ঘৃণা করে। তুমি—তুমি ঘৃণা কর না?

লক্ষ্মী। ঘৃণা করবো তোমায়? তবে পূজা করবো কাকে? [পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল]

জনা। ভগবান! অমূল্য রত্ন দিয়েছ যদি, কেড়ে নিও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। আজও তো এলো না। মন বড় কু গাইছে। কি তুচ্ছ এই নারীর জীবন! ভগবান! নারীকে কি শুধু দুঃখ সইতেই সৃষ্টি করেছ? পুরুষের কাছে কি তার কোন প্রাপ্য নেই?

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। বৌমা! কি হলো বল দেখি? সুকণ্ঠ তো আজও এলো না।

বাণী। তাই তো!

মন্দা। তুমি তো 'তাই তো' বলে নিশ্চিন্ত হলে, কিন্তু আমি কি করি বল তো?

বাণী। সময় হলেই আসবেন। ভাবনার কি আছে মা!

মন্দা। না, তোমার আর ভাবনা কি? ভাবনাই যদি তোমার থাকবে, তাহলে কি আমার ছেলে এমন হতে পারে?

বাণী। আমি আর ক'দিন এসেছি মা? তার আগেও তো উনি খুব ভাল ছিলেন না।

মন্দা। ভাল ছিল না বলেই তোমার মত মেয়েকে ঘরে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, রূপ দেখে ভুলে যাবে। তুমি আমার সে আশায় ছাই দিয়েছ।

বাণী। বৃথাই আমার দোষ দিচ্ছ মা! আমি কোন অপরাধ করিনি।

মন্দা। আমায় কি অন্ধ পেয়েছ বাণি? তুমি যদি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে—

বাণী। বেসেছিলাম। তুমি মা, তোমাকে আর কি বলবো! বুকভরা ভালবাসা নিয়েই আমি এসেছিলাম; ঘৃণার তাত লেগে সে ভালবাসা শুকিয়ে গেছে। আমি দিয়েছি পূজা, পেয়েছি পদাঘাত; দিয়েছি প্রিয় সম্ভাষণ, পেয়েছি ঘৃণার নিষ্ঠীবন। দেখতে চাও তো দেখাতে পারি, আমার পিঠে তোমার ছেলের কত প্রহার জমা হয়ে আছে।

মন্দা। তবু পতি পরম গুরু।

বাণী। কথাটি যে বলেছিল, সে পুরুষ, মেয়েমানুষ নয়; আমার মত অহরহঃ গুরুর পদাঘাত তাকে সইতে হয়নি, তবু এও আমি সয়েছি; কিন্তু মা, স্বামীকে পরনারী নিয়ে ব্যভিচার করতে দেখলে কেউ সইতে পারে না।

মন্দা। এসব তোমায় কে বললে?

বাণী। আমার মনের দুটো চোখ আছে।

মন্দা। তুমি অন্ধ।

বাণী। আমি নই, তুমি।

মন্দা। তাহলেও এ তোমারই দোষ।

বাণী। কিসে?

মন্দা। তোমার লজ্জা করে না? এত রূপ দিয়েও স্বামীকে যে বাঁধতে পারলে না, তার মরাই মঙ্গল। কত রাজার মেয়ে আমার ছেলের পায়ে গড়াগড়ি গেছে, তবু একটা চাষার মেয়ে ঘরে এনেছিলাম কেন?

বাণী। রূপের জন্যে, না? তখন যদি একথা বলতে, তাহলে একটা নারীর জীবন এমন করে ব্যর্থ হতো না।

মন্দা। ব্যর্থ? তোমার সাতজন্মের তপস্যা ছিল, তাই তুমি রাজার ঘরে স্থান পেয়েছ।

বাণী। এমন তপস্যা আর করবো না, এমন জীবন শত্রুর জন্যেও আমি কামনা করি না। মনে মনে কি ভেবেছিলাম জান মা? ভেবেছিলাম—এ বুঝি পৃথিবীর স্বর্গ, ভেবেছিলাম—রাজবংশধর—না জানি সে কি! হাসিতে তার মুক্তো ঝরে, কান্নায় মাণিক ঠিকরে পড়ে। এখন দেখছি, পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তো এইখানে, আর এই রাজবংশধর—এর চেয়ে সহস্রগুণে ভাল অভদ্র অশিক্ষিত চাষার ছেলে।

মন্দা। কি বলছিস হতভাগী, আমার ঘর নরক?

বাণী। নরক আর কাকে বলে মা? হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে এনে পাহাড় জমিয়ে রেখেছে, ফটকের বাইরে কত মানুষ অন্নাভাবে মরছে, তবু নির্মম লোহার ফটক খুলছে না। বাইরে বুভুক্ষুর দল মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, আর ভেতরের মানুষগুলো হেসে গড়াগড়ি যায়, তারা অন্নের জন্যে মুখব্যাদন করেছে, আর তোমরা দিয়েছ নিষ্ঠীবন। একি নরকের ছবি নয়?

মন্দা। তুমি রাণী হলে বোধহয় চালগুলো বিলিয়ে দিতে?

বাণী। এক মুহূর্তে।

মন্দা। বিনামূল্যে নিশ্চয়ই?

বাণী। মূল্য তাদের আশীর্বাদ।

মন্দা। এখনই বেরিয়ে যা অলক্ষ্মী, আমি ছেলের আবার বিয়ে দেবো।

বাণী। একটা কেন, দশটা বিয়ে দাও। পরের ফুল চুরি না করে নিজের ঘরে বাগান সাজিয়ে রাখা অনেক ভাল।

মন্দা। এ যে কেউটে সাপ দেখছি।

কর্দমের প্রবেশ।

কর্দম। রাণিমা, ও রাণিমা—

মন্দা। কি হয়েছে?

কর্দম। সর্বনাশ হয়েছে রাণিমা! যুবরাজকে একেবারে—

মন্দা। তার অর্থ?

কর্দম। অর্থ আবার কি? একেবারে অনর্থ। একে তো চাল দেয়নি, প্রজারা রয়েছে ক্ষেপে, তার ওপর নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে তাদের জমির ধান তলিয়ে দিয়েছে, সেই রাগে একেবারে—

মন্দা। কি—কি করেছে?

কর্দম। একেবারে মাথায়।

মন্দা। মাথায় লাঠি মেরেছে?

কর্দম। লাঠিও কি সোজা লাঠি? একেবারে পাকা বাঁশের লাঠি। আমায় একটা মেরেছিল, আমি ঠ্যাং দিয়ে রুখেছি।

বাণী। তারপর?

কর্দম। তারপর একেবারে—

বাণী। তুমি বলছো কি কর্দম? যুবরাজ তাহলে—

মন্দা। চুপ করে রইলি যে! কথা বলছিস না কেন? হয়েছে খুলে বল্—

কর্দম। ওই যে বললাম, একেবারে।

মন্দা। বৌমা!

বাণী। স্থির হও মা! আমার মন কিছুতেই এ কথায় সায় দিচ্ছে না।

মন্দা। দিচ্ছে না? তবে—

বাণী। ভয় কি মা? ভগবানকে ডাক।

কর্দম। ভগবান ঘোড়ার ডিম করবে। ওঃ—সে কি রক্ত! একেবারে—

বাণী। যাও—যাও, তুমি যাও।

কর্দম। যাবো কি বৌরাণী, একি কম দুঃখের কথা! আমাদের এমন যুবরাজ, যার দয়ায় ঘরে বৌ-ঝি থাকতো না—

বাণী। চুপ কর।

কর্দম। চুপ করবার কি উপায় আছে বৌরাণী? দুঃখে আমার দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। হায়—হায় রে, এমন খাসা যুবরাজ—দুদিন পরে রাজা হয়ে রাজ্যসুদ্ধ মেয়েমানুষকে রাণী করে দিত, সুন্দরী বিধবাগুলোর আর কোন দুঃখ থাকতো না।

বাণী। বেরিয়ে যাও।

কর্দম। যাচ্ছি বৌরাণী! দুঃখে গলা বুজে আসছে। এক নিশ্বাসে সবটা বলে নিই।

মন্দা। ছাড বৌমা, আমি যাবো।

বাণী। না মা, তুমি কোথায় যাবে? যেতে হয়, আমি যাবো। কিন্তু—

কর্দম। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, এ একেবারে; যত বলি "থাম্—থাম্", ততই মারে।

মন্দা। আমায় ছাড় বৌমা, ছাড়।

বাণী। চল মা, ঘরে চল।

কর্দম। আহা রানিমা, সে যদি তুমি দেখতে—

বাণী। কর্দম !

কর্দম। লাঠি না খেয়ে একেবারে অষ্টমীপুজোর পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগলো গো—হায়-হায়-হায় !

বাণী। তোমার কি মনুষ্যত্ব নেই ?

কর্দম। ছিল—মনের দুঃখে খেয়ে ফেলেছি।

মন্দা। বল কর্দম, বল, আমি চরম কথাটাই শুনবো।

কর্দম। শোনবার আর আছে কি ? যুবরাজ একেবারে—

মন্দা। একেবারে কি ?

কর্দম। যমালয়ে।

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। [কর্দমকে চপেটাঘাত করিল]

কর্দম। এঁ্যা !

মন্দা। সুকণ্ঠ, সত্যই তুই এলি বাবা ?

কর্দম। তা কি করে হবে ? আমি পষ্ট দেখলাম—

মন্দা। মিথ্যাবাদী ! [চপেটাঘাত]

কর্দম। [বাণীকে লক্ষ্য করিয়া] আপনি একটা মারুন। গালের তো আর দাম নেই, যার যা খুশী করলেই হলো।

সুকণ্ঠ। বেরিয়ে যাও।

কর্দম। থামুন মশায়, অত তম্বী ভাল লাগে না—হ্যা। একে তো মরে উঠে এসে আমায় অপমান করলেন, তার ওপর জোড়া চড়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে একেবারে—

সুকণ্ঠ। কি ?

কর্দম। হাটে হাঁড়ি—

[দ্রুত প্রস্থান।

বাণী। প্রজারা নাকি তোমার মাথায় লাঠি মেরেছিল?

মন্দা। চাষাদের এত স্পর্ধা?

বাণী। স্পর্ধা হয়তো ওঁরই বেশী মা!

সুকণ্ঠ। কিসে? আমার ময়ূরপঙ্খী নদীতে নামবার জন্যে নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছি।

বাণী। একটা বছর ময়ূরপঙ্খী না চড়লেও ক্ষতি হতো না। কিন্তু নদীর বাঁধ কেটে দেওয়ায় উজানগাঁয়ের হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

মন্দা। সেজন্যে তারা রাজার কাছে অভিযোগ করতে পারতো।

বাণী। অভিযোগ বহুবার করেছে, সেদিন চালের জন্যে কত অভিযোগ করে গেছে, কোন ফল হয়নি।

মন্দা। তাই বলে যুবরাজের মাথায় লাঠি চালাবে?

বাণী। তোমার মুখের গ্রাস যদি কেউ কেড়ে নেয়, তুমি কি তাকে ক্ষমা করতে পার? মা, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এক বছর তারা খায়নি। এবার ভগবান মুখ তুলে চেয়েছিলেন। মুখের কাছে ভাতের গ্রাস তুলেছে তারা, কেড়ে নিলে ক্ষিপ্ত হবে না?

মন্দা। তুমিই বা নদীর বাঁধ কাটতে গেলে কেন?

সুকণ্ঠ। তাতে তাদের যা ক্ষতি হয়ে থাকে, তার দশগুণ আমি পূরণ করতাম। তা বলে আমায় হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করবে?

মন্দা। হত্যা!

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ। আমি তো মরেই ছিলাম; এক চাষী পরিবার আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে। কোথায় তুমি তাদের শাস্তি দেবে, না আমায়

দোষারোপ কচ্ছ? যাক, সবাই যখন আমার পর, তখন আর আমি এ সংসারেই থাকবো না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দা। সুকণ্ঠ! সুকণ্ঠ!

বাণী। যেতে দাও না মা!

মন্দা। তুই মর্ অলক্ষ্মী কোথাকার! শোন বাবা, শোন।

সুকণ্ঠ। আমি শুনবো না। আগে বল, তাদের শাস্তি দেবে কিনা?

মন্দা। শাস্তি! তা হ্যাঁ—দিতে হবে বইকি? যুবরাজকে হত্যা করতে হাত বাড়িয়েছে, শাস্তি হবে না?

বাণী। না, তারা কোন অপরাধ করেনি। বিচার যদি করতে হয়, তোমার ছেলের কর।

সুকণ্ঠ। চাষার মেয়ে তুমি, বিচারের কি বুঝবে?

বাণী। বিচার-বুদ্ধি ভগবান শুধু রাজার ঘরেই ঢেলে দেননি, চাষার ঘরেও দিয়েছেন। চাষার মেয়েকে এতই যদি ঘৃণা, কেন গিয়েছিলে তাকে বিবাহ করতে? আমার দাদু তো তোমার কাছে ভিক্ষে করতে আসেননি, তুমিই গিয়েছিলে তাঁর পায়ে ধরতে।

সুকণ্ঠ। শুনছো মা?

মন্দা। তোমার স্পর্ধা আকাশে উঠেছে বৌমা!

বাণী। সেজন্যে তোমরাই দায়ী।

সুকণ্ঠ। মা, এই অলক্ষ্মীটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

মন্দা। তা হয় না বাবা! আমার বৌকে আমি যেখানে সেখানে পাঠাতে পারবো না। যাও, যারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের ধরে আনতে লোক পাঠিয়ে দাও। মহারাজ তীর্থ থেকে ফিরে এসে বিচার করবেন। [প্রস্থান।

বাণী। দেখ, যারা তোমায় লাঠি মেরেছে, তাদের তো বিচার করবে। যারা তোমায় রক্ষা করেছে, তাদের কি পুরস্কার দিয়েছ?

সুকণ্ঠ। সে কথায় তোমার দরকার কি?

বাণী। দরকার আছে। আমি তাদের পুরস্কার পাঠিয়ে দেবো।

সুকণ্ঠ। ওসব কথা বলো না বলছি। আমার ভয় হয়, আমি হয়তো তোমায় ভালবেসে ফেলবো।

বাণী। অমন মহাপাপ করো না। ছিঃ—স্ত্রীকে কি ভালবাসতে আছে? তাকে মারতে হয় চাবুক, তাকে দিতে হয় ঘৃণার নিষ্ঠীবন।

সুকণ্ঠ। তোমার মুখে যদি একটু মধু থাকে।

বাণী। মুখেও ছিল, বুকেও ছিল। তুমি আমার জাতটাই দেখলে, মনটা দেখলে না। মনটা সত্যই চাষার নয়। একদিন এই মনের ফাঁদে তোমায় বাঁধা পড়তেই হবে; নইলে বৃথাই করেছি আশৈশব শিবপূজা।

সুকণ্ঠ। তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে যে? তুমি কাঁদছো বাণী? মোছ বলছি, মোছ চোখের জল। ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা? স্বামী হলেও আমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার।

বাণী। বল, কে আমাদের সেই বান্ধব?

সুকণ্ঠ। তার নাম জনার্দন।

বাণী। জনার্দন!

সুকণ্ঠ। আজ্ঞে। আর কিছু বলবে?

বাণী। না। দেখি তোমার মাথাটা—একটু হাত বুলিয়ে দিই। [হাত বুলাইতে লাগিল]

সুকণ্ঠ। তোমার স্পর্শ কি শীতল বাণী! দূর হ, দূর হ, কেবল ফাঁদে ফেলবার মতলব। চাষার মেয়ের আকাশস্পর্শী কল্পনা!

[প্রস্থান।

বাণী। [আঁচলে চোখ মুছিয়া] হে শিব, হে বিশ্বনাথ, আশৈশব তোমার পুজো করেছি। বর কি দেবে না? ওগো আশুতোষ, সবার কাছে তুমি শিবসুন্দর, আমার বরাতেই কি শুধু মহাকাল সেজেছ?

[প্রস্থান।

বল্লভের প্রবেশ।

বল্লভ। এতবড় বাড়ি! ও বাবা, এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাণীদের মহলে কোন্‌দিক দিয়ে যেতে হয়, তাও তো জানিনে। ডাকবো নাকি? হ্যাঁদে, ও বাণী—বাণী! দূর, কোন স্মুন্দিই কথা কয় না। হ্যাঁদে, ও বাণী—

কর্দমের পুনঃ প্রবেশ।

কর্দম। কে হে তুমি? কি চাও?

বল্লভ। হেঃ-হেঃ। দেখ, এই বাণীকে একবার—

কর্দম। কে বাণী?

বল্লভ। আহা, ওই যে, আমার নাতনী গো! চেন না? বাণীসুন্দরী দাস্যা—হেঃ-হেঃ! তা এখন তোমাদের ঘরের বৌ, এখন আবার কে বলে তাকে, তা তো আর জানিনে! রাজরাজড়ার কাণ্ড। যাকে আমরা বলি 'ফুলী'—তাকেই ওরা বলবে'খন ধর না ফুলকুমারী, বুঝলে না কথাটা?

কর্দম। তুমি বুঝি যুবরাজের দাদাশ্বশুর?

বল্লভ। চুপ—চুপ, ওসব কি এখানে বলতে আছে? রাজার ঘরের বৌ, মান কত! আর আমি হচ্ছি গিয়ে চাষাভুষো।

কর্দম। তা বলে পরিচয় দেবে না?

বল্লভ। কি দরকার। মেয়েটাকে ধর পাচজনে টিটকিরি দেবে।

কর্দম। তবে এলে কেন?

বল্লভ। মনটা বোঝে না; অনেকদিন দেখিনি কিনা! আমার ঘরে ফ্যানভাত খেয়ে থাকতো, এখন কত রাজভোগ খাচ্ছে, কত সোনাদানা গায়ে উঠেছে। দিদিকে ঠিক্ মা দুগ্‌গার মত দেখাচ্ছে, না?

কর্দম। একেবারে।

বল্লভ। ওর ঠাকুরমাও আসতে চেয়েছিল। কত কষ্টে তাকে ওই হোথা গাছের তলায় বসিয়ে রেখে এয়েছি।

কর্দম। তা বেশ করেছ। যাও, ভেতরে যাও, ভয় কি?

বল্লভ। ভয় নয়, তবে কি জান, মেয়েটার কথা ভেবে—যাক্, দরকার কি? এখান থেকেই একটু দেখে—এই জিনিস কটা দিয়ে চলে যাবো।

কর্দম। কি জিনিস এনেছ?

বল্লভ। দেখবে? এই গোটাকতক চিড়ের মোয়া আর নারকোলের লাড়ু। বড্ড ভালবাসতো। রাজার ঘরে তো এসব ছোট জিনিস হয় না। চুপি চুপি খাইয়ে যেতাম। আর এই একখানা ডুরেল শাড়ি। একবার পূজোয় বড্ড বায়না ধরেছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি। মাসে দু' আনা করে জমিয়ে তবে এই শাড়িখানা কিনেছি। দেখলে লাফিয়ে উঠবে এখন। তা বলে আগে দেখাচ্ছিনে, কি বল?

কর্দম। একেবারে।

বল্লভ। আচ্ছা, মেয়েটা খুব সুন্দরী হয়েছে—না?

কর্দম। সুন্দরী বলে সুন্দরী! একেবারে কাঁচাসোনা; ওই দেখেই তো যুবরাজ বিয়ে করলে। আমার তো সময় সময় ভূতোর মা বলে ভুল হয়ে যায়।

বল্লভ। তাহলে খুব সুখে আছে বল?

কর্দম। ভয়ানক—ভয়ানক, সুখের দাগ গায়ে মুখে লেগে আছে, দেখলেই বুঝতে পারবে—একেবারে।

বল্লভ। হেঃ-হেঃ-হেঃ! তুমি একটিবার ডেকে দাও যদি—

কর্দম। আচ্ছা, দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

বল্লভ। শাড়িখানা লুকিয়ে রাখি, আগে দেখাবো না।

বাণীর পুনঃ প্রবেশ।

বাণী। দাদু!

বল্লভ। এঁ্যা, দিদি এসেছিস? আয়—আয় দিদি, আয়! কতকাল তোকে দেখিনি, কতদিন তোর মিষ্টি কথা শুনিনি। আহা, বেঁচে থাক্, পাকা চুলে সিঁদুর পর। মুখখানা যে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে ভাই! একটা আলো নিয়ে আসে না কেউ? ভাল করে মুখখানা দেখতাম। [বাণীর মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিল] আঃ, বুড়ি যদি একবার দেখতো।

বাণী। কোথায় সে? কেমন আছে সে দাদু?

বল্লভ। থাম্—থাম্, সব বলবো, আগে তুই এই মোয়া দুটো খা দিকি, খা! [বাণী সাগ্রহে নাড়ু খাইতে লাগিল] তারপর আরও আছে। এই দেখ, কেমন ডুরেল শাড়ি।

বাণী। দাদু!

বল্লভ। হ্যাঁ রে, তোকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন? রাজভোগ খেলে কি রোগা হয়?

বাণী। ঠাকুরমাকে আনলে না কেন?

বল্লভ। না এসে কি ছেড়েছে? ফটকের বাইরে গাছতলায় বসিয়ে রেখে এয়েছি।

বাণী। কেন? তাকে নিয়ে এসো। আমার ঘরে চল। ওরে—ওরে, তোরা কে আছিস—

বল্লভ। থাক্—থাক্, ও আর একদিন তোর ঘরে যাবো, আজ থাক্।

বাণী। কেন? হলোই বা রাজবাড়ি, তা বলে আমার আত্মীয় আমার ঘরে আসবে না?

বল্লভ। সেজন্যে নয় দিদি, সেজন্যে নয়। আসবো বইকি! আজ থাক্। আচ্ছা, তুই শাড়খানা ধর দেখি, আমি যাই।

বাণী। চল, আমি দাদার সঙ্গে দেখা করে আসছি।

বল্লভ। তুই যাবি? না-না, সে যে ফটকের বাইরে! এই রাত্রিকালে—

বাণী। তা বলে আমি দাদাকে দেখবো না? সে যদি না আসে, আমাকেই যেতে হবে। চল।

বল্লভ। কাজটা কি ভাল হবে দিদি?

বাণী। ভালমন্দ বুঝি না। দাদা এসেছে, হয় তাকে নিয়ে এসো, না হয় আমি যাবো।

বল্লভ। আরে দূর ছুঁড়ি, তুই রাজবাড়ির বৌ। না—না, সে হবে না, তোকে আমি রাস্তায় নিয়ে যেতে পারবো না।

বাণী। বেশ, তবে যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি। [মুখ ফিরাইল]

বল্লভ। না—না, মুখ ফেরাসনে, ওটা আমার সয় না! ও দিদি, দিদি ঠিক তেমনিই আছে, কিছু বদলায়নি। তা—দূরও বেশী নয়। আচ্ছা, তবে চল্।

বাণী। [হাসিয়া] চল।

বল্লভ। হ্যাঁ বাণি, তোর হাসিটা এমন শুকনো কেন? ও হাসি না কান্না? এই দেখ—একটা কথা—কিছু লজ্জাটজ্জা করিসনি। এই মানে—নাতজামাই তোকে ভালটাল বাসে তো?

বাণী। হ্যাঁ। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জনার্দনের বাটীর সম্মুখ।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে আর্তনাদ—"আগুন—আগুন।"]

ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও অগ্নিদেব! দশ হাজার মানুষের জঠরে তুমি এক বছর জ্বলেছ, দলে দলে তারা ছাই হয়ে গেছে। ওগো ধ্বংসের দেবতা, এবার তুমি শীতল হও। ক্ষুধাতুর নিরন্ন অভাগাদের ঘরে কেন তোমার এ রুদ্রলীলা দেবতা?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। দেবতার কোন দোষ নেই ভূষণ! এ মানুষের কীর্তি।

ভূষণ। মানুষের! আমরা অভাগার জাত, মধু সঞ্চয় করে কখনও মধুপান করিনি, স্বপ্নেও কারও অমঙ্গল চিন্তা করিনি, আমাদের ঘরে আগুন দেবে—এমন শত্রু কে?

অঙ্কুর। তোমাদের প্রাতঃস্মরণীয় যুবরাজ।

ভূষণ। যুবরাজ! তুমি দেখেছ?

অঙ্কুর। চোখে দেখিনি, মনে দেখেছি।

ভূষণ। তাই হবে কুমার! এমনি করেই সে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু এ কি অত্যাচার? দেনার দায়ে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পাহাড় জমিয়ে রেখেছে; আমরা ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষে চেয়েছি, আমাদের গায়ে থুৎকার দিয়েছে, নদীর বাঁধ কেটে আমাদের বছরের আশা ধূলিসাৎ করেছে। না খেয়ে পাতার ঘরে মুখ গুঁজে রয়েছি, তাও তাদের সইবে না? এর কি কোন বিচার নেই?

অঙ্কুর। বিচার চাও?

ভূষণ। হ্যাঁ, চাই।

অঙ্কুর। তবে নিয়ে এসো সেই নির্মম ঘাতককে তার সুখের বিবর থেকে। দাও তার চরম দণ্ড, ফেলে দাও তাকে ওই অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে।

ভূষণ। কিন্তু—

অঙ্কুর। কিন্তু নয়। ডাক উজানগাঁয়ের সমস্ত চাষীদের। আমি আগে আগে চলবো, তোমরা আসবে আমার পেছনে। দশ হাজার চাষী রাজবাড়ির তোরণে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দাও—"মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।" লোহার ফটক কি ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে না?

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। না কুমার, শান্তিপ্রিয় চাষীদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বালিও

না। তারা রাজা; আমরা সহস্রবার তাদের পায়ে ধরে কাঁদতে পারি, কিন্তু তাদের আঘাত করতে পারি না।

অঙ্কুর। তোমার এই দুর্বলতাই তার স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেইদিনই তার ভবলীলা শেষ হয়ে যেতো, তুমিই তাকে মারতে দিলে না।

জনা। সেজন্যে আমি একটুও অনুতপ্ত নই।

ভূষণ। তোমার তো অনুতপ্ত হবার কথা নয়। তুমি উপকারী বন্ধু, তোমার ঘর তো অক্ষতই রয়ে গেছে!

জনা। সে আমার দুর্ভাগ্য ভূষণ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে—নিজের হাতেই আমি ঘরখানা পুড়িয়ে দিই। কিন্তু আঘাতের বিনিময়ে আঘাত নিকৃষ্টের ধর্ম। সে বড় বংশমর্যাদায়, আমরা বড় হবো স্বভাবের গুণে।

ভূষণ। তোমার কথা আমরা আর শুনবো না জনার্দনদা। তোমার কথায় অনেক সয়েছি, তবু আমাদের চালে খড় জোটেনি, তবু আমাদের ভাই-বোন না খেয়ে মরেছে। এবার আমরা প্রতিশোধ নেবো।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। অর্থাৎ যারা এখনো বেঁচে আছে, তাদের মরণের মুখে ঠেলে দেবে।

অঙ্কুর। একটা জাতি গঠন করতে হলে দু'দশটা মানুষ মরবেই।

লক্ষ্মী। জাতি গঠন করা মানে? হাতের লাঙ্গল কেড়ে নিয়ে কলম তুলে দেবেন? চাষীর জাতকে কেরানীর জাতে তুলবেন?

অঙ্কুর। না। ভবিষ্যতে যাতে আর অত্যাচার না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

লক্ষ্মী। তার জন্যে অন্য উপায় আছে।

অঙ্কুর। কি?

লক্ষ্মী। হাতে না মেরে ভাতে মারুন। সব চাষী মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওদের বর্জন করুন; ধনিকের কাছে এক কণা চালও যেন কেউ বিক্রী না করে। পারবেন?

ভূষণ। অসম্ভব।

লক্ষ্মী। সম্ভব বুঝি শুধু হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা?

ভূষণ। সেসব পরের কথা পরে। আপাতত এই অগ্নিকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবো।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—প্রতিশোধ নেবো, প্রতিশোধ—]

ভূষণ। আয়—আয়, ছুটে আয় তোরা উজানগাঁয়ের দশ হাজার চাষীভাই, আমরা এ অন্যায়ের গলা টিপে ধরবো—আমরা জানিয়ে দেবো, "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

জাগো, জাগো রে ভাই চাষি।
সুমুখ পানে চোখ মেলে চা, ছিঁড়ে ফেল্ তোর গলার ফাঁসি।
থাকিসনে আর পায়ের নীচে,
বাইসনে আর বোঝা পিছে,
আঘাত পেয়ে আঘাত দে তুই, দিসনে ফিরে মুখের হাসি।
মানুষ যারা ওরা অমানুষ,
তোরাই মানুষ, তোরাই মানুষ,
ওদের তরে আছে নরক, তোরাই হবি স্বর্গবাসী।

বাঁধনে আর দিসনে ধরা,
থাকিসনে রে জ্যান্তে মরা,
তোদের শুধু মুখ ফেরালে ওরা ভোগবিলাসী।

ভূষণ। ঠিক বলেছ। চিরদিন অত্যাচার সয়েছি, সয়েছি বলেই আরও তারা আঘাত করেছে। আর সইবো না আঘাত, রইবো না পায়ের তলায়, বইবো না এ দুঃখের বোঝা! আয়—আয় তোরা দশ হাজার চাষীভাই, সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে বল্, "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

চারণ।—

গীত।

জাগাল যদি ঘুমুসনে আর সর্বহারার দল।
যা গেছে তোর লাভে-মূলে আনতে যে চাই বুকের বল।
বাঁচার মত বাঁচতে হবে, মরে বাঁচায় লাভ কি ভাই?
পরের দয়ায় বাঁচার চেয়ে হয়ে যা না ভস্ম ছাই,
রইলো ঘুমে যে অভাগা,
আঘাত দিয়ে তারে জাগা,
তবু যদি না জাগে, তায় পাঠিয়ে দে না রসাতল,
পাহাড় কেটে রাস্তা গড়ে আপনি তোরা এগিয়ে চল্।

[প্রস্থান।

অঙ্কুর। চল, এই মুহূর্তেই আমরা রাজধানীতে যাত্রা করবো।

ভূষণ। প্রতিশোধ নেবো এ অত্যাচারের।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

জনা। ভাইসব, এতদিন স্নেহের বশে আমার কথাই তোমরা বেদবাক্য বলে মেনে এসেছ। তাতে দুঃখ পেয়েছ অনেক, কিন্তু ধর্মের কাছে দায়ী হওনি। আজ আর একটিবার আমার কথা শোন ভাই!

ভূষণ। শুনবো না, কোন কথা শুনবো না। যে আমাদের বাধা দেবে, তারই মাথা উড়িয়ে দেবো।

লক্ষ্মী। তাতেও ক্ষতি নেই, তোমরা বিপথে যেয়ো না। তোমরা নিরস্ত্র, দুর্বল; রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, যে ক'জন আছ, তারাও মরবে।

ভূষণ। তবু একবার চেষ্টা করবো।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ—

লক্ষ্মী। আমরাও চাই প্রতিশোধ।

জনা। কিন্তু রক্তপাত করে নয়। এসো, আমরা সব চাষী এক হই। যারা টাকার গদীর ওপর বসে আমাদের করে ঘৃণা, আমাদেরই উৎপন্ন শস্য খেয়ে আমাদের করে নির্যাতন—তাদের মুখে আমরা এক কণা আহার্যও তুলে দেবো না। দেখি, টাকা খেয়েই তারা বেঁচে থাকে কি না।

অঙ্কুর। চলে এসো।

লক্ষ্মী। ফিরে এসো।

ভূষণ। তোমাদের ওই আগুনে পোড়া ঘরের দিকে চেয়ে শপথ কর—প্রতিশোধ নেবো।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। [লক্ষ্মী ও জনার্দন ব্যতীত সকলের প্রস্থানোদ্যোগ]

রক্ষী সহ সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। দাঁড়াও, তোমরা আমার বন্দী।

সকলে। বন্দী!

অঙ্কুর। তুমি কে?

সুদর্শন। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, আমি রাজদ্রোহের অপরাধে তোমাদের বন্দী করতে এসেছি।

লক্ষ্মী। রাজদ্রোহী কে?

সুদর্শন। তোমরা সবাই।

জনা। কিসে?

সুদর্শন। যুবরাজকে হত্যার চক্রান্ত করছিলে।

অঙ্কুর। আর যুবরাজ কি করেছিলেন, তুমি জান?

সুদর্শন। জানবার প্রয়োজন নেই, আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

ভূষণ। ভৃত্যমশায়, এই অগ্নিকাণ্ড কি তাহলে আপনারই রচনা?

সুদর্শন। হ্যাঁ।

ভূষণ। তাহলে এই আগুনে তোমাকেই আমরা আহুতি দেবো।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। মার্—মার্।

জনা। দাঁড়াও।

অঙ্কুর। ওই সঙ্গে একেও আহুতি দাও।

লক্ষ্মী। শুধু ওকে নয়, আমাকেও দাও, তবু তোমরা বিপথে যেও না।

সুদর্শন। বন্দী কর। [রক্ষী বন্দী করিতে অগ্রসর হইল]

ভূষণ ও অঙ্কুর। খবরদার—

সুদর্শন। চালাও অসি।

অঙ্কুর। চালাও লাঠি। [উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ; ভূষণ বন্দী হইল]

সুদর্শন। নিয়ে যাও রাজধানীতে—বেত্রাঘাত করতে করতে নিয়ে যাও।

অঙ্কুর। আমাকে শৃঙ্খল পরালে না?

সুদর্শন। যদি স্বেচ্ছায় না যান, পরাতেই হবে।

অঙ্কুর। অত দয়ার প্রয়োজন নেই! শৃঙ্খল পরাবে তো পরাও, নইলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

সুদর্শন। রক্ষী! পরাও শৃঙ্খল। [রক্ষী অঙ্কুরকে শৃঙ্খলিত করিল] এই ঘরভেদী বিভীষণকে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজধানীতে নিয়ে যাও।

অঙ্কুর। তবুও তোমাদের নিস্তার নেই।

[ভূষণ ও রক্ষিসহ প্রস্থান।

জনা। আপনি বুঝি সেনাপতি? বড় সুন্দর ব্যবস্থা গো আপনাদের। লাথিও মারবেন, আবার চোখও রাঙাবেন? রাজাটা কি আছে, না মরেছে?

সুদর্শন। খবরদার চাষা।

লক্ষ্মী। এই চাষার পরিচয়টা তুমি জান না বুঝি? তোমাদের যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করো।

সুদর্শন। তোমার নাম জনার্দন?

জনা। হ্যাঁ।

সুদর্শন। তুমি জান—কারা রাজদ্রোহী?

জনা। জানি। রাজদ্রোহী তোমরা।

সুদর্শন। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না।

জনা। ঔদ্ধত্য আমাদের—না তোমাদের?

সুদর্শন। স্তব্ধ হও।

লক্ষ্মী। কাকে চোখ রাঙাচ্ছ সেনাপতি? তোমার মত দশটা কুকুরকে ইচ্ছা করলে আমরা মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলতে পারি। কিন্তু সে আমাদের ধর্ম নয়। যদি ভাল চাও, ওদের মুক্ত করে দাও। বলগে তোমাদের রাজাকে, ওদের ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে একমাসের মধ্যে, ওদের পোড়া ঘর আবার তুলে দিতে হবে।

সুদর্শন। যদি না দেন?

জনা। তাহলে অন্নাভাবে আমরা আজ যেমন আর্তনাদ কচ্ছি, তোমাদেরও একদিন তেমনি আর্তনাদ করতে হবে।

সুদর্শন। এমন অঘটন ঘটাবে কে?

জনা। আমি।

লক্ষ্মী। আর আমি।

সুদর্শন। এত শক্তি?

জনা। সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।

[প্রস্থান।

সুদর্শন। শোন সুন্দরি!

লক্ষ্মী। যা, বেরিয়ে যা, বেরো—বেরো বলছি।

সুদর্শন। তোমাকে একটা কথা—

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যা।

সুদর্শন। এত তেজ থাকবে না রাজকুমারি! তুমি আমাদের যুবরাজকে সেবা করে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলে, তাকে অপমান করে তা ধুয়ে-মুছে দিয়েছ। তিনি নিজে তা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলবো না। আজ আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

লক্ষ্মী। কি করবে? আমার প্রাণটা নেবে?

সুদর্শন। প্রাণ নয়, মান।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ভগবান! মানুষকে মানুষ হতে দাও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

মণিকণ্ঠের প্রবেশ।

মণি। রাজ্যটা এমন শ্রীহীন কেন? এত হাসি-গান, উৎসব-কোলাহল কি সবই ফুরিয়ে গেল? কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

মণি। হ্যাঁ রে, তোদের মুখে হাসি নেই কেন?

রক্ষী। হাসতে আমরা ভুলে গেছি মহারাজ।

মণি। কেন? পেটে ভাত নেই?

রক্ষী। আমাদের আছে; কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজন সব দুর্ভিক্ষে মরেছে মহারাজ!

মণি। দুর্ভিক্ষে মরেছে মহারাজ। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে পেট-ভরে মদ খাও।

রক্ষী। ছ'মাস আমরা মাইনে পাইনি মহারাজ!

মণি। দূর হ মিথ্যাবাদি!

[রক্ষীর প্রস্থান।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। মহারাজ, রাজকার্যে আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে হলো।

মণি। রাখ তোমার রাজকার্য। সৈন্যদের কতদিন বেতন দাওনি?

সুদর্শন। প্রায় ছ'মাস।

মণি। [সগর্জনে] কেন?

সুদর্শন। রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল।

মণি। রাজকোষে যদি অর্থ না থাকে, রাজপ্রাসাদ বিক্রি করে তাদের বেতন দিলে না কেন? তাতেও যদি না হতো, রাণীর গায়ে অলঙ্কার ছিল। তোমাদের বেশভূষায় তো অভাবের চিহ্ন দেখছি না। যত অভাব ওদের বেলায়?

সুদর্শন। মহারাজ!

মণি। তুমি নিজে বেতন পেয়েছ?

সুদর্শন। পেয়েছি।

মণি। তা পাবে বৈকি! সামান্য বেতনভোগী ওরা, ওদের পুত্র-পরিবার না খেয়ে মরুক, তোমার বিলাসব্যসন চরিতার্থ হলেই যথেষ্ট। যাও, দূর হও সম্মুখ থেকে!

কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ।

কোষাধ্যক্ষ। [রাজার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিয়া] মহারাজ, একটা স্বাক্ষর—

মণি। [কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিল] রাজকোষে অর্থ নেই?

কোষাধ্যক্ষ। না মহারাজ!

মণি। টাকার কি পাখা গজিয়েছিল?

কোষাধ্যক্ষ। আমি তার কি করবো মহারাজ? যুবরাজ রাজকোষে এক কপর্দকও রাখেনি।

মণি। কি করেছেন তিনি এত অর্থ নিয়ে?

কোষাধ্যক্ষ। শস্য সঞ্চয় করেছেন।

মণি। আর ময়ূরপঙ্খী চড়ে বায়ু সেবন করেছেন। ডাক মন্ত্রীকে। [কোষাধ্যক্ষের প্রস্থান।] সুদর্শন! তুমিই বুঝি ছিলে তার প্রধান সহচর? মনে করেছিলে, আমি আর তীর্থ থেকে ফিরবো না, সেই অপোগণ্ডের মাথায় হাত বুলিয়ে রাজ্যটা তুমিই নিঃশেষে ভোগ করবে।

সুদর্শন। বৃথাই আমাকে দোষারোপ করছেন মহারাজ! জীবনে কখনো আমি ধর্মত্যাগ করিনি।

মণি। থাক্, ধর্মের নামটা আর কলুষিত করো না।

মন্ত্রী কর্ণপূরের প্রবেশ।

কর্ণ। মহারাজ, আমায় স্মরণ করেছেন?

মণি। তোমার ওপর নির্ভর করেই না আমি তীর্থযাত্রা করেছিলাম? তুমিই না আমার হাত থেকে গ্রহণ করেছিলে প্রজাদের সুখ-দুঃখের ভার?

কর্ণ। সত্য মহারাজ!

মণি। সে ভার বহন করেছ?

কর্ণ। মহারাজ!

মণি। কোথায় গেল আমার প্রজাদের মুখের হাসি? অর্থ দিয়ে, সেবা দিয়ে, জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে যে হাসি আমি ফুটিয়ে তুলেছিলাম, মাত্র একটা বছরের ব্যবধানে কোন্ নিষ্ঠুর তা নিভিয়ে দিলে?

কর্ণ। আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই মহারাজ!

মণি। আমি তো আর কাউকে বিশ্বাস করিনি! পুত্র, পত্নী, কারও ওপর আমি নির্ভর করিনি; করেছিলাম তোমার ওপর। বল তবে, কেন আজ এই যোজনব্যাপী হাহাকার? নারী কেন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় না, কর্মচারীরা কেন বেতন পায় না, শস্যক্ষেত্র সোনালী ধানে ভরে গেছে, তবু কেন এ দুর্ভিক্ষ?

কর্ণ। যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মণি। যুবরাজকে আমি সিংহাসনটাই দিয়ে গিয়েছিলাম,—শাসন-দণ্ড দিয়ে গেছি তোমার হাতে।

কর্ণ। আমার শাসন তিনি গ্রাহ্য করেননি।

মণি। রাণীকে বলনি কেন?

কর্ণ। মহারাণী যুবরাজেরই মা, সবার মা নন।

সুদর্শন। সাবধান মন্ত্রিমশায়, আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছেন না?

কর্ণ। খুব পারছি সুদর্শন! যাও, দশখানা করে বানিয়ে বলগে। তাতে যদি আমার ফাঁসি হয়, হোক, তবু এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা রাজার কাছে আমি উজোড় করে দেবো।

সুদর্শন। কিন্তু—

কর্ণ। আর কিন্তু নেই বাপু! আজ আমার সব কিন্তুর শেষ। এতে তোমাদের দুটি বন্ধুর বিলাসের স্রোতে বাধা পড়বে সত্য, কিন্তু নিরন্ন অসহায় প্রজারা হয়তো রক্ষা পাবে।

সুদর্শন। কিন্তু আপনি যুবরাজ আর মহারাণীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গীরণ করলে মন্ত্রী বলে ক্ষমা করবো না।

কর্ণ। কি করবে?

সুদর্শন। রসনা ছেদন করবো।

মণি। স্তব্ধ হও পশু! আমার মহামান্য মন্ত্রীকে অসম্মান করার অধিকার তোমাকে আমি দিইনি।

সুদর্শন। মহামান্য মন্ত্রী যত ইচ্ছা আমাকে অসম্মান করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। যত বিষ আমারই মুখের কথা,—এই কি মহারাজের বিচার?

মণি। শুধু এই নয়, আরও বিচার আছে। বল, যুবরাজকে নরকে নামিয়ে কত অর্থ তুমি আত্মসাৎ করেছ? প্রজাদের রক্ত শোষণ করে ক'খানা অট্টালিকা গড়ে তুলেছ?

সুদর্শন। মহারাজও যদি এমনি করেই আমার অসম্মান করেন, আমি এই দণ্ডেই পদত্যাগ করবো।

মণি। পদত্যাগ করবে?

সুদর্শন। হ্যাঁ। দাসত্বের জন্যে প্রাণ দেওয়া যায়, মন দেওয়া যায় না।

কর্ণ। সাধুপুরুষ।

সুদর্শন। মন্ত্রি!

মণি। সুদর্শন! আমায় বুঝিয়ে যেতে হবে, কত অর্থ তুমি আত্মসাৎ করেছ। ও তো অর্থ নয়, আমার প্রাণাধিক প্রজাদের রক্তবিন্দু। এক একটা রক্তবিন্দুর জন্যে আমি তোমার দশটা কশাঘাত করবো। আর তোমাদের যুবরাজকে—যাক্। মন্ত্রি, কোতোয়ালকে আমার আদেশ জানিয়ে বল, সেনাপতির গৃহ অবরোধ করতে।

সুদর্শন। আমার গৃহ অবরোধ!

মণি। হ্যাঁ, আমি দেখবো, রাজকোষের কতটা অংশ তোমার ঘরে গিয়ে উঠেছে। যাও,—ডেকে আন তোমাদের যুবরাজকে, আমি দরবারে বসবো।

কর্ণ। দরবার! আপনি যে বড় শ্রান্ত মহারাজ!

মণি। আমি শ্রান্ত, কিন্তু আমার প্রজারা উপবাসী।

কর্ণ। অনেকগুলো চাষীকে বন্দী করে আনা হয়েছে। তাদের বিচারও কি আজই হবে মহারাজ?

মণি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ?

কর্ণ। যুবরাজের বিরুদ্ধে তারা নাকি ষড়যন্ত্র করেছিল।

মণি। ডাক তাদের; বিচার আজই করবো। তোরণদ্বার খুলে দাও, যে-কেউ আমার কাছে আসুক, কেউ যেন বাধা না দেয়!

কর্ণ। মহারাজের জয় হোক। [প্রস্থান।

সুদর্শন। মহারাজ!

মণি। কোন কথা নয়। যাও, যুবরাজকে ডেকে নিয়ে এসো।

সুদর্শন। যাচ্ছি, কিন্তু—[স্বগত] যাক্, দেখি আগে বিচারটা। [প্রস্থানোদ্যত]

মণি। আর শোন, কোষাধ্যক্ষকেও আসতে বলবে।

সুদর্শন। যথাদেশ মহারাজ। [প্রস্থান।

মণি। বিচার করবো, কঠোর বিচার করবো। আমার প্রাণাধিক প্রিয় প্রজাদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে, তাদের কাউকে আমি ক্ষমা করবো না। হাজার হাজার অসহায় প্রজার কল্যাণের যূপকাষ্ঠে পুত্র, পত্নী, আত্মীয়, বন্ধু—প্রয়োজন হয়, সবাইকে আমি বলি দেবো। স্বর্ণপুর, তোমার মুখের হাসি আবার যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাহলে সিংহাসনটা ভেঙে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দেবো।

কর্ণপুর, সুকণ্ঠ, সুদর্শন ও কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজের জয় হোক।

মণি। চুপ; ওই শোন, কেমন জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

চাষীবালক সহ গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।— **গীত**

ওরে ও ধনীর ভগবান!

ভাবনা শুধু ওদের তরে, আমার ধড়ে না থাক্ প্রাণ।

খড়ের চা'লর ফাঁকে ফাঁকে
ঘরের মেঝের বান যে ডাকে,
দাঁড়িয়ে থাকি দুপুর রাতে মাথায় দিয়ে কাঁথা-খান।
ভাত তো পেটে জুটলো না রে,
ফ্যান মেগে খাই দ্বারে দ্বারে,
ধনীরা ফ্যান দেয় রে ফেলে, আমার কথায় দেয় না কান।
খায় না যাহা পশু-পাখী,
আমার তাও মিলবে না কি ?
মোর কপালে সবই ফাঁকি, জগৎ-ভরা তোমার দান॥

[প্রস্থান।

বালক। মহারাজ!

মণি। ভয় কি বাবা! আমি এসেছি। দ্বার খুলে দে, ওরে, তোরা প্রাসাদের যত দ্বার আছে খুলে দে, রাজবাড়ি আজ অন্নসত্র। মন্ত্রি, দেখছো মন্ত্রি, জলজ্যান্ত মানুষগুলো কেমন করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ? কোষাধ্যক্ষ, তুমি যাও, ভাণ্ডারে অর্থ না থাকে, রাজপরিবারের অলঙ্কার নিয়ে এসো। আমার সর্বস্ব যাক্, তবু রাজ্যের ক্ষুধা মেটাও ভাই! [নিজের অলঙ্কার খুলিয়া দিল]

কোষাধ্যক্ষ। অর্থের অভাব হবে না মহারাজ! আমরা সাতপুরুষ ধরে রাজবাড়ি থেকে যে অর্থ নিয়েছি, তার সব আমি দান করছি।

মণি। দান নয় ভাই, ঋণ। যদি দিন আসে, সুদসমেত পরিশোধ করবো।

কোষাধ্যক্ষ। এসো বালক! আগে তোমাকে বাঁচাই, তারপর—

[বালক সহ প্রস্থান।

মণি। বল মন্ত্রি, কি তোমার অভিযোগ ?

কর্ণ। মহারাজ, দুর্ভিক্ষে রাজ্যের অর্ধেক প্রজার মৃত্যু হয়েছে। যদি

এ দুর্ভিক্ষ ভগবানের সৃষ্ট হতো, ভগবানকেই আমি অভিশাপ দিতাম। কিন্তু এ মানুষের সৃষ্টি।

সুদর্শন। মিথ্যাকথা।

কর্ণ। মিথ্যাকথা বলবে তুমি, আমি নই।

মণি। কারা অপরাধী?

কর্ণ। প্রথম অপরাধী যুবরাজ সুকণ্ঠ, দ্বিতীয় তার পাপের সঙ্গী সুদর্শন, তৃতীয় মহারাণী স্বয়ং।

সুকণ্ঠ ও সুদর্শন। মন্ত্রি!

মণি। চুপ! রক্ষি!

রক্ষীর প্রবেশ।

মণি। মহারাণীকে রাজসভায় আসতে বল।

সুকণ্ঠ। মা আসবেন রাজসভায়?

সুদর্শন। মহারাজ! আপনি কি বলছেন? বিচার করতে হয়, আমাদের বিচার করুন। কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় মহারাণীকে টেনে এনে সামান্য অপরাধীর মত আপনি বিচার করতে চান?

মণি। হ্যাঁ, চাই। যাও রক্ষি! [রক্ষীর প্রস্থান।] তারপর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ?

কর্ণ। মহারাজ! এই এক বছর সুবর্ণপুর রাজ্যে কোন সুন্দরী নারী নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারেনি।

মণি। কেন?

কর্ণ। অত্যাচারের ভয়ে।

মণি। কার অত্যাচার?

কর্ণ। যুবরাজের আর ওই মহাপুরুষের।

সুকণ্ঠ। সাবধান মন্ত্রি! [তরবারি নিষ্কাসন]

সুদর্শন। জিহ্বা উৎপাটন করবো। [তরবারি নিষ্কাশন]

মণি। যে অস্ত্র তুলেছ, তা আর কোষবদ্ধ করো না। তোমরা অস্ত্রধারণের অযোগ্য। রাখ অস্ত্র।

সুকণ্ঠ। পিতা!

মণি। রাখ অস্ত্র। [উভয়ের অস্ত্রত্যাগ] যুবরাজ! তুমি পিতাকে চিনেছ, কিন্তু রাজাকে চেননি; আজ তোমায় চিনিয়ে দেবো।

সুকণ্ঠ। পিতা কি আমার বিচার করতে চান?

মণি। শুধু তোমার নয়, এই সঙ্গে সেনাপতির আর মহারাণীরও বিচার করবো।

সুকণ্ঠ। প্রকাশ্য দরবারে?

মণি। হ্যাঁ, রাজা মণিকণ্ঠের কাছে অপরাধী প্রজারও যে দাবী, রাণী আর রাজপুত্রেরও সেই দাবী। বল, তোমার কিছু বলবার আছে?

সুকণ্ঠ। আছে। আমি নির্দোষ।

মণি। [সুদর্শনের প্রতি] তুমি?

সুদর্শন। আমিও নির্দোষ।

মণি। কে আমার প্রজাদের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে? তাদের গ্রাসের অন্ন কেড়ে এনে, কে অমনি করে জমিয়ে রেখেছে?

বন্দী ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। যুবরাজ আর সেনাপতি।

সুদর্শন। চুপ কর্ চাষা!

কর্ণ। চাষা, কিন্তু তোমার মত পশু নয়।

সুদর্শন। মন্ত্রি! যদি তুমি এখনও সংযত না হও, আমি এইখানেই তোমায় বলি দেবো ; স্বয়ং মহারাজও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না।

কর্ণ। নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে। যে সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নেয়, তার মরাই মঙ্গল।

সুদর্শন। মরতে হয়, তোমাকে মেরে মরবো। [অস্ত্রগ্রহণের উদ্যোগ]

সুকণ্ঠ। থাক্!

মণি। বল সুদর্শন, এক বছরে তোমাদের হাতে কতগুলো নারীর লাঞ্ছনা হয়েছে?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। অসংখ্য।

মণি। অঙ্কুর, তুমিও বন্দী!

অঙ্কুর। না হয়ে যে উপায় ছিল না মহারাজ! আপনার মত রাজ্যের এই দীনদুঃখী প্রজাদের আমিও আপনার বলে চিনেছি। মাহরাজ, প্রজাদের দুর্দশা লোকের মুখে আর কত শুনবেন? নিজে একবার বাইরে গিয়ে দেখুন, কি লোমহর্ষণ দৃশ্য! মানুষ ও পশুতে কোন ভেদ নেই, একই খাদ্যের জন্যে মানুষে-কুকুরে কাড়াকাড়ি কচ্ছে! অনাহারে কত মানুষ মরেছে, পোড়াবার কেউ নেই।

ভূষণ। এবার সবুজ শস্যে মাঠ ভরে গিয়েছিল, যুবরাজ নদীর বাঁধ কেটে সব তলিয়ে দিয়েছেন।

মণি। কেন?

সুকণ্ঠ। আমার ময়ূরপঙ্খী নদীতে নামতে পাচ্ছিল না।

মণি। তাই তুমি ওদের মুখের আহার কেড়ে নেবে?

সুদর্শন। সেজন্যে এইসব চাষীর দল যুবরাজের মাথায় লাঠি চালিয়েছিল মহারাজ!

মণি। শুধু লাঠি চালিয়েছিল? জ্যান্ত সমাধি দিলে না কেন?

ভূষণ। তাই দিতুম, বাদী হলো উজানগাঁয়ের চাষী।

অঙ্কুর। তারই দয়ায় প্রাণ পেয়ে যুবরাজ চাষা-পল্লী পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন।

মণি। সুকণ্ঠ! বল, কি বলবার আছে তোমার।

সুকণ্ঠ। কিছুই না। আমি যা করেছি, তার জন্যে একটুও অনুতপ্ত নই। আমি এদের ধ্বংস করবো।

কর্ণ। নিজের ভাবনা ভাব দস্যু!

সুকণ্ঠ। দস্যু?

কর্ণ। দস্যুদেরও একটা ধর্ম আছে, তোমার তাও নেই।

সুদর্শন। সেকথা তুমি বলবার কে?

মণি। তুমি তাতে বাধা দেবার কে?

সুদর্শন। আমি বাধা দেবার কে? নন্দীপুর যখন প্রতিহিংসা নিতে রাজ্যটাকে ধ্বংস করতে এসেছিল, তখন বাধা দিয়েছিল কে? এই সুদর্শন। আমি যদি তখন বুক পেতে বাজের ঘা না নিতুম, কোথায় থাকতেন আপনি? আজ আমার চোখের ওপর রাজপরিবারের লাঞ্ছনা, আর আমি হয়েছি নিরস্ত্র, আজ আমি বাধা দেবার কে? বল যুবরাজ, বল, বুঝিয়ে দেবো একবার?

সুকণ্ঠ। না।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। রাজা!

সুকণ্ঠ। কেন এলে মা তুমি রাজসভায়? যাও, অন্তঃপুরে যাও।

মণি। না, দাঁড়াও।

সুকণ্ঠ। পিতা, মায়ের অপমান আমি সইবো না।

মণি। বেশ তো। মাতৃভক্ত পুত্র! তুমি রাজদ্রোহ ঘোষণা করো।

মন্দা। তুমি আমার বিচার করবে?

মণি। করবো নয়, করেছি।

মন্দা। বেশ, কর বিচার, দেখি কে মানে?

মণি। না মানলে, তারও বিচার আছে।

মন্দা। বলতে পার, তোমাদের বংশে কে কবে রাণীকে রাজসভায় টেনে এনে বিচার করেছে, রাজকুমারকে সাধারণের সমক্ষে তুচ্ছ প্রজার মত দণ্ড দিয়েছে?

অঙ্কুর। আপনি বলতে পারেন, এ বংশে কবে কোন্ রাজকুমার নারীর ধর্ম, প্রজাদের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে?

ভূষণ। বলতে পারেন, কবে কোন্ মা লম্পট পুত্রকে শাস্তি না দিয়ে এমনি করে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে? নিরন্ন ক্ষুধিত হাজার হাজার প্রজা যখন রাজবাড়ির দোরে বুক চাপড়ে কাঁদে, কোন্ রাণী তখন বাতায়নে দাঁড়িয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়?

অঙ্কুর। উত্তর দিন।

মন্দা। দেখ অঙ্কুর, তুমি যেদিন রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে মিশেছ, সেইদিনই তোমাকে আমরা ত্যাগ করেছি।

সুকণ্ঠ। সুতরাং অনধিকার চর্চা করো না।

অঙ্কুর। অনধিকার চর্চা নয় সুকণ্ঠ, আমিও রাজ্যের প্রজা।

সুদর্শন। প্রাসাদের বাইরে থেকে দাবী জানাও।

কর্ণ। প্রাসাদ আজ সবার জন্যে উন্মুক্ত।

মণি। শুধু আজ নয়, যতদিন দুর্ভিক্ষ থাকবে।

সুকণ্ঠ। বেশ, দেখি আপনার বিচার।

সুদর্শন। কি দেখবে যুবরাজ? তার চেয়ে আদেশ দাও, ওই রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দিই।

মণি। কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

মণি। এদের শৃঙ্খল খুলে দে। [রক্ষীর তথাকরণ] আর ওই শৃঙ্খল দিয়ে এই দুই পশুকে বন্দী কর্।

সুদর্শন। যুবরাজ! যুবরাজ! আদেশ দাও, আদেশ দাও।

সুকণ্ঠ। না—না, থাক্। রক্ষি! [হস্ত প্রসারণ]

মণি। বন্দী কর।

[সুকণ্ঠ ও সুদর্শনকে রক্ষী বন্দী করিল]

সুকণ্ঠ। শুনুন মহারাজ, আমার বন্দিত্বও আমি সহ্য করলাম, কিন্তু মায়ের বিচার আমি সইবো না।

কর্ণ। রাজার বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলিহেলন আমিও সইবো না।

মন্দা। রাজা! তুমি জান না, তুমি কি ক'চ্ছ।

মণি। জানি। মন্ত্রি! নগর-কোতোয়ালকে বল, এদের দুজনকে গাধার পিঠে চড়িয়ে যেন নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনে।

মন্দা। তারপর?

মণি। তারপর বলি।

সকলে। বলি!

সুদর্শন। মহারাজ! বলি দিতে হয় আমাকেই দিন, যুবরাজকে নয়।

ভূষণ। মহারাজ! যুবরাজ অপরাধী সত্য, কিন্তু তার এমন শাস্তি আমরাও কামনা করি না।

মণি। মহান্ যুবক, তোমার এ মহত্ব কেউ বুঝবে না। বিচার আমি করেছি, এর আর ব্যতিক্রম নেই। যাও, নিয়ে এস যে যেখানে আছে তোমাদের ক্ষুধিত ভাই-বোন। সঞ্চিত শস্য প্রকাশ্য রাজপথে বিনামূল্যে বিতরিত হবে।

অঙ্কুর। মহারাজের জয় হোক। [প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। পিতা!

মন্দা। চুপ কর, দেখি রাজার বিচারটা। আমার ওপর কি দণ্ড দেওয়া হলো?

মণি। তোমার দণ্ড? তুমি প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে ওই খাদ্য আঁচল ভরে বিতরণ করবে। যতদিন না দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়, ততদিন তোমার স্থান হবে দাসীদের মধ্যে।

সুকণ্ঠ। বটে! মা! আমার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখি, এ আদেশ পালন করে কে?

কর্ণ। আর কেউ না পারে, আমি করবো।

মন্দা। থাক্। রাজা! এই তোমার শেষ কথা?

মণি। হ্যাঁ।

মন্দা। আদেশ প্রত্যাহার করবে না? দেবে না চাষীদের দণ্ড? করবে না মুক্ত রাজকুমারকে?

মণি। না।

মন্দা। তাহলে শোন রাজা! তোমার বোধহয় মনে আছে, তোমার পিতা মরবার সময় সিংহাসনটা দিয়ে গেছেন তাঁর পৌত্রকে, তোমাকে নয়।

মণি। তা বটে।

মন্দা। তুমি তার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন ক'চ্ছ। এ শুধু আমি জানি, আর তুমি জান। এতদিন কাউকে বলিনি। কিন্তু তোমার স্পর্ধা যখন আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে, তখন আর না বলে উপায় নেই। হয় দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার কর, না হয় নেমে এস সিংহাসন থেকে।

মণি। অনভ্যাসে ভুল হয়েছিল রাণি! কিন্তু মণিকণ্ঠ দু'বার আদেশ দেয় না। আমি বরং সিংহাসনটাই ত্যাগ করছি। [সিংহাসন ত্যাগ] ওরে উজানগাঁয়ের চাষি, রাজকোষের অর্থ দিয়ে তোদের উপকার করতে আমি পারলুম না, কিন্তু তোদের মাঝখানে থেকে, তোদের সুখে-দুঃখে আমি কাঁদতে পারবো ভাই! [সুকণ্ঠ ও সুদর্শনকে রাণী মুক্ত করিল] বিদায়।

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান। রাজদ্রোহের সুযোগ আমি আপনাকে দেবো না। আপনাকে নজরবন্দী করলাম। প্রাসাদের বাইরে আপনি যেতে পাবেন না।

মন্দা। তুমি আবার এ কি করছ পুত্র?

সুকণ্ঠ। রাজা যখন আমি, তোমার আদেশ মানবো কেন মা?

মণি। না—না, কারো আদেশ মেনো না তুমি; আন দেশের ধ্বংস, কর প্রজাদের ওপর অত্যাচার, কংসের মত টেনে নিয়ে এস মর্তভূমিতে সেই সুদর্শনধারী সর্বদর্পহারী শ্রীমধুসূদনকে, বসো সিংহাসনে, এই নাও রাজমুকুট। ওরে, আজ পুরাতনের ধ্বংস—নতুনের অভ্যুত্থান; তোরা শঙ্খ বাজা, তোরা উলুধ্বনি দে।

[প্রস্থান।

কর্ণ। মহারাজ! মহারাজ!

সুকণ্ঠ। চুপ। যাও মন্ত্রি, তোমার স্থানও রাজারই পাশে।

কর্ণ। জয় হোক বাবা, তোমার বন্ধু নিয়ে তুমি থাক, আমার বন্ধুর কাছে আমি যাই। [প্রস্থানোদ্যোগ] মহারাণি! একটা কথা—নাঃ, তোমাকে আর বলে কি হবে?

মন্দা। কি, কি বলতে চাও তুমি বৃদ্ধ? বলবে তো এই যে, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আমি পতিভক্তি রসাতলে দিয়েছি? জানি মন্ত্রি, জানি; কিন্তু তোমরা শুধু আমার হাতে তাঁর অপমানটাই দেখবে, তাঁর হাত আমার লাঞ্ছনাটা কেউ দেখবে না?

কর্ণ। লাঞ্ছনা তোমার প্রাপ্য।

মন্দ। প্রাপ্য নিয়েই যখন কথা, আমার ছেলের প্রাপ্য আমি তাকে দিয়েছি।

কর্ণ। কিন্তু তুমি বুঝলে না, কি ছিল তোমার, আর কি হারালে। এর জন্যে একদিন তোমার অশ্রুজল বাধা মানবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুকণ্ঠ। ওহে মন্ত্রি, শোন—শোন, মার চেয়ে যার বেশী দরদ, তাকে কি বলে জান?

কর্ণ। এর উত্তর আমি দিতে পারতাম, যদি হাতে চাবুক থাকতো।

[প্রস্থান।

সুদর্শন। মহারাজ! এখানে তোমার জয়ধ্বনি দিতে কেউ নেই, সমগ্র সুবর্ণপুরের পক্ষ থেকে আমি একাই তোমার জয়ধ্বনি—

সুকণ্ঠ। থাক্—থাক্, আর জয়ধ্বনিতে কাজ নেই। তুমি যাও।

সুদর্শন। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। মা! রাজমাতা বড়, না রাজরাণী বড়? ওকি, তোমার চোখদুটো চক্‌চক্ করছে কেন? জল আসছে না কি? অমন পাপ করো না মা! বেশ করেছ তুমি, বেশ করেছ। স্বামীর সঙ্গে সীতা

বনে গিয়েছিল, স্বামীর জন্যে শৈব্যা হয়েছিল ক্রীতদাসী, তাদের মাথা খারাপ। বৃদ্ধ স্বামী আর জীর্ণ বস্ত্রে কোন ভেদ নেই।

[প্রস্থান।

মন্দা। আমার দোষ? কেন? সবাই যদি সবার প্রাপ্য বুঝে নিতে পারে, আমার ছেলের প্রাপ্য আমি বুঝে নেবো না? পিতা যদি পুত্রকে বলি দিতে চায়, পুত্র কি পিতার হস্ত থেকে শাসন-দণ্ড কেড়ে নিতে পারে না? তাতে জগত যদি থুৎকার দেয়, পদাঘাত করি জগতের মাথায়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। তাই তো, রাত্রি যে ভোর হয়ে গেল। এখনও কি দরবার শেষ হয়নি? মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেন? বিচারে কি হলো কে জানে!

কর্দম। [নেপথ্যে] বৌরাণি!

বাণী। কে, কর্দম? এসো।

কর্দমের প্রবেশ।

কর্দম। বৌরাণি!

বাণী। কি হয়েছে কর্দম?

কর্দম। একেবারে।

বাণী। কি বিচার হয়েছে বল।

কর্দম। একেবারে বলি।

বাণী। বলি! কার?

কর্দম। সেনাপতির আর যুবরাজের।

বাণী। কি—কি বললে?

কর্দম। আর বলাবলি! গাধার পিঠে নগর ঘুরিয়ে এনে একেবারে বলি।

বাণী। বল কি? কই, আমি তো একথা—কার কাছে শুনলে? কে করলে বিচার? কে দিলে বলি?

কর্দম। কে আবার দেবে?

বাণী। তবে?

কর্দম। বলি তো হয়নি, হবার কথা ছিল; কিন্তু হলো না।

বাণী। মহারাজ তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করলেন?

কর্দম। তা কি হয়?

বাণী। তবে কি—খুলে বল। যুবরাজের কি প্রাণদণ্ড হয়েছে?

কর্দম। হয়েছে তো। কিন্তু—

বাণী। কিন্তু কি?

কর্দম। একেবারে।

বাণী। দূর হও অপদার্থ!

কর্দম। অপদার্থ? বললেই হলো? জান, আমি যদি রাগি, একেবারে—

বাণী। বেরিয়ে যাও।

কর্দম। তুমি বেরিয়ে যাও। ওঃ—ভারী তো রাণী। রাণী হয়েছ তো কি হয়েছে?

বাণী। রাণী হয়েছি কি রকম?

কর্দম। তবে আর বলছি কি! একদিনে একেবারে রাণী—

বাণী। [বিরক্তিভাবে] আঃ—আরে কিসের রাণী, কার রাণী?

কর্দম। [সমান রাগিয়া] আমার।

বাণী। কে আছিস, চাবুক নিয়ে আয়।

কর্দম। চাবুক মারলেই হলো? পিঠের আর দাম নেই! তোমার সোয়ামী না হয় রাজাই হয়েছে, তা বলে—

বাণী। কে রাজা হয়েছে? যুবরাজ?

কর্দম। একেবারে।

বাণী। আর মহারাজ?

কর্দম। কারাগারে।

বাণী। কারাগারে! পিতা বর্তমানে পুত্র বসবে সিংহাসনে আর পিতার স্থান কারাগারে! কে করলে এ বিচার?

কর্দম। খানিকটা রাণীমা, আর খানিকটা যুবরাজ।

বাণী। কর্দম! আমাকে একবার মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে পার?

কর্দম। কারও যাবার আদেশ নেই বৌরাণি! যে যাবে, সে মরবে।

বাণী। তবু আমি যাবো, পার কোন উপায় করতে?

কর্দম। তুমি বললে পারি।

বাণী। না, থাক্।

কর্দম। আমার গর্দান যাবে বলে? গেলেই বা; ভারী তো শালার

গর্দান। তৈরি থেকো, তোমায় নিয়ে যাবো। আর দেখ, যুবরাজের রকম-সকম বড় ভাল মনে হচ্ছে না। ওই ব্যাটা সেনাপতির সঙ্গে কি যেন মতলব আঁটছে। বোধহয় আবার কোন মেয়েমানুষ ধরে আনবে।

বাণী। বল কি!

কর্দম। একেবারে। দেখ বৌরাণি, একটা কথা বলবো?

বাণী। কি?

কর্দম। এই—মানে—আমায় তো আর কেউ কোন কাজের ভার দেয় না; দিলে আমি করতে পারি। তুমি যদি বল, আমি একটা ভাল কাজ করতে পারি।

বাণী। কি?

কর্দম। ওই শালা সেনাপতিকে আমি একেবারে—

বাণী। কি?

কর্দম। ভবের পার করে দেবো। ও থাকতে তোমার শান্তি নেই।

বাণী। না—না কর্দম, ছিঃ!

কর্দম। এই রে, ছুঁড়িগুলো আসছে, আমি যাই। তবে একদিন ওকে আমি দেখে নেবো, একেবারে।

[প্রস্থান।

বাণী। ঐশ্বর্যের কি এতই মোহ যে, তার জন্যে পিতা বর্তমানে সিংহাসনে আরোহণ করতে হবে? না-না, আমি চাষার মেয়ে, রাণী হওয়ার কোন সাধ আমার নেই। ওই বন্দিনীরা অভিষেকের বরণডালা নিয়ে এদিকেই আসছে। না-না, ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমাদের অভিনন্দন। রাণীমা যেন তাঁর ছেলেরই অভিষেক করেন, আমার নয়।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। কেন বাণি?

বাণী। মা! পিতা বর্তমানে যুবরাজ সিংহাসনে বসবেন, এ তোমার বিধান?

মন্দা। না, আমার শ্বশুরের। তিনি তাঁর পৌত্রকেই সিংহাসন দিয়ে গেছেন, পুত্রকে নয়।

বাণী। কারণ?

মন্দা। তিনি জানতেন, তাঁর পুত্র বিষয়-বুদ্ধিহীন, তাঁর হাতে রাজ্যরক্ষা হবে না।

বাণী। কিন্তু এতদিন তো তিনি রাজ্যরক্ষা করে এসেছেন। রাজ্যের এক কণাও তো খসে যায়নি! কোন্ রাজ্যে কোন্ রাজার শাসনে এমন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করতো? রাজ্যটা ধ্বংস হতে বসেছে বরং তোমার পুত্রের শাসনে। এই এক বছরে রাজ্যময় যে আগুন তিনি জ্বালিয়েছেন, সে আগুনে কি প্রজাদের আরও পোড়াতে চাও?

মন্দা। কি বলছো তুমি?

বাণী। এ তো সোজা কথা মা! তুমি কি মহারাজকে তোমার শ্বশুরের চোখ দিয়ে দেখবে? নিজের চোখে যা দেখেছ, সে কি সব ভুল?

মন্দা। তুমি জান না বাণি, এ ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর আদেশ কখনো টলে না; তিনি সুকণ্ঠের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

বাণী। আমরা তাঁর পায়ে ধরে আদেশ প্রত্যাহার করতে পারতুম না মা?

মন্দা। না, প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই হতো।

বাণী। তাই যদি হয়, অপরাধীরই শাস্তি হতো। কিন্তু তোমার ছেলে যে বিনাপরাধে কত লোকের প্রাণদণ্ড দিয়েছে, সেকথা কি তুমি ভুলে গেছ? নিজের ছেলেটিকে বিপদের মুখ থেকে টেনে এনে পক্ষপুটে লুকিয়ে রাখলে, আর তোমার হাজার হাজার প্রজা যে না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, তার কি প্রতিকার করেছ মা?

মন্দা। যমে নিলে আমি কি করবো?

বাণী। যমে নেয়নি মা, তোমরা যমের মুখে তুলে দিয়েছ। মা! তোমার ছেলে আমার স্বামী, স্বামীর মৃত্যু কোন নারীরই কামনা করতে নেই। তবু আমার মনে হয়, হাজার হাজার নির্দোষের প্রাণ যাওয়ার চেয়ে একজন অপরাধীর মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল।

মন্দা। হতভাগি! রাক্ষসি! তুই বলিস কি? আমার ছেলের মাথা কাটা যাবে, আর তুই দু'হাত পুরে রাজভোগ খাবি? এমন কালসাপ আমি ঘরে এনেছি? আজ তার অভিষেক—আর তুই তার মৃত্যু কামনা করছিস?

বাণী। একবার নয়, সহস্রবার। দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ে বহুদিন প্রার্থনা করেছি, তার সংশোধন হোক। তা যখন হলো না, আজ মনে-প্রাণে প্রার্থনা কচ্ছি, তার মৃত্যু হোক।

মন্দা। চাষার মেয়ে তুমি, তোমার কাছে এর চেয়ে আর বেশী আশা করাই ভুল হয়েছিল।

বাণী। মা—

মন্দা। ইতর জন্তুরও আপন-পর জ্ঞান থাকে, তোমার তাও নেই।

বাণী। আমরা চাষার জাত, অত আপন-পর জ্ঞান যদি আমাদের থাকতো, তাহলে তোমাদের একদিনের আহারও জুটতো না।

মন্দা। খুব হয়েছে, যথেষ্ট পতিভক্তি দেখিয়েছ।

বাণী। পতিভক্তি? ও কথাটা আর তুমি উচ্চারণ করো না। অমন দেবতার মত স্বামীকে যে বিনাদোষে কারারুদ্ধ করে—

স্মুকণ্ঠের প্রবেশ।

স্মুকণ্ঠ। রাজনীতির কথায় চাষার মেয়ের প্রয়োজন কি?

বাণী। প্রয়োজন হতো না, যদি ওই রাজনীতির চাপে অসংখ্য চাষার প্রাণ না যেতো। চাষা বলে যতই আমাদের অবজ্ঞা কর, একথা সহস্রবার বলবো, চাষার মেয়েরা স্বামীকে কারাগারে ঠেলে দেয় না, চাষার ছেলেরাও পরের বৌদের নিয়ে টানাটানি করে না।

স্মুকণ্ঠ। শোন মা, এমন কালসাপ নিয়ে আমি সিংহাসনে বসবো না।

মন্দা। আমিও বসতে দেবো না।

বাণী। দিলেও আমি বসবো না। জগতে যার তুলনা নেই, তেমন পিতাকে কারারুদ্ধ করে যে সিংহাসন তুমি পেয়েছ, তার অংশ আর যেই নিক্, আমি নেবো না।

মন্দা। তাহলে আবার আমি ছেলের বিবাহ দেবো।

বাণী। ভালই হবে। দেশের মেয়েগুলো তবু একটু শান্তি পাবে।

[প্রস্থান।

মন্দা। শোন স্মুকণ্ঠ, আমি এ অবাধ্যতার ভীষণ শাস্তি দেবো।

স্মুকণ্ঠ। দেবে বইকি মা! না দিলে কি চলে? তবে ও চাষার মেয়ে, শাস্তির মর্ম কিছু বুঝবে না। ওসব গোখরো সাপের জাত, আঘাত পেলেও কামড়াবে, না পেলেও কামড়াবে।

মন্দা। বেশ, দেখাই যাক্, আমি কালই তোমার বিবাহ দেবো।

স্মুকণ্ঠ। বিবাহটা থাক্ না মা! সত্যই তো আমি লোক ভাল

নই। বাইরে থেকেই আমি মেয়েদের ভালবাসতে পারি, ঘরে এলে আর ভাল লাগে না।

মন্দা। স্তব্ধ হও নির্বোধ! তোমার লজ্জা করে না?

সুকণ্ঠ। আমার কেন লজ্জা করবে মা? আমি শৈশব থেকে তোমারই হাতে গড়া। লজ্জা হবে তোমার।

মন্দা। আমার! মহারাজকে কারারুদ্ধ করতে আমি তোমায় বলেছি?

সুকণ্ঠ। তাঁর হাত থেকে শাসনদণ্ড কেড়ে নিতে আমি বলেছি? তুমিই দিয়েছ আঘাত, আমি একটু রং চড়িয়েছি মাত্র।

মন্দা। তুমি বিবাহ করবে কি না?

সুকণ্ঠ। না দেবি, পতিদেবতার ওপর যে ভক্তি তুমি দেখিয়েছ, তাতে কারও পাণিগ্রহণের ইচ্ছা আর আমার নেই। বেঁচে থাক্ ওই চাষার মেয়ে, সে একাই আমার মুণ্ডপাত করতে পারবে।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীল। বাবা!—

সুকণ্ঠ। এইখানেই আমার পরাজয়। আমার কারও কাছেই লজ্জা নেই, শুধু মাথা হেঁট হয়ে আসে তোর কাছে।

নীল। হ্যাঁ বাবা, তুমি তোমার বাবাকে নাকি বন্দী করেছ? তাহলে আমিও বড় হলে তোমাকে বন্দী করবো?

সুকণ্ঠ। করবে বইকি মাণিক! এ বড় সৎকাজ।

নীল। বাবা! আমার একটা কথা শুনবে?

সুকণ্ঠ। না বাবা, আমার কান রাহুতে ভক্ষণ করেছে।

মন্দা। নীলকণ্ঠ, চোখদুটি ছল ছল কচ্ছে কেন? এদিকে আয়।

সুকণ্ঠ। দেখ মা, ও চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছে। ওকে তুমি স্পর্শ করো না। ওর মার হাতেই ওকে ছেড়ে দাও। তাতে ও রাজা হবে না সত্য, কিন্তু মানুষ হবে।　　　　　　　　[প্রস্থান।

মন্দা। কাঁদছিস নীলকণ্ঠ? কেন? দাদু তোর কে? জানিস, তাঁর হাতে তোর বাপের প্রাণদণ্ড হয়েছিল?

নীল। মা কি বলছিলেন জান? শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে।

মন্দা। খবরদার, তুই আর তোর মার কাছে যাসনে।

নীল। রাজী আছি, যদি তোমার ছেলে তোমার কাছে না আসে।

মন্দা। তোর মায়ের সঙ্গে আমার তুলনা? তোর মা চাষার মেয়ে।

নীল। মায়ের তো জাত নেই। মা—মা। চাষা বরং সে, যে ছেলের কাছে মায়ের নিন্দে করে।

মন্দা। এও তো দেখছি গোখরো সাপ। দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে।

নীল। বাড়ি তোমার নয়, আমার। দুদিন পরে বাবাকে তাড়িয়ে আমি সিংহাসনে বসবো।

মন্দা। নীলকণ্ঠ!

নীল। রাখ তোমার চোখরাঙানি। আর তোমাকে কিসের ভয়? তুমি তো আর রাণী নও, রাণী আমার মা! এতদিন মুখনাড়া দিয়েছ, দেখবো এবার কত মুখনাড়া সইতে পার।　　　　[প্রস্থান।

মন্দা। হুঁ, বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবো।

[প্রস্থান।

———

সপ্তম দৃশ্য।

জনার্দনের গৃহ।

জনার্দন ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

জনা। লক্ষ্মি, আজ মনটা এমন কাঁদছে কেন বলতে পার? পূজোয় বসে কিছুতেই মনটাকে স্থির করতে পারলুম না। কেবলি মনে হচ্ছিল, ঠাকুর যেন কাঁদছে।

লক্ষ্মী। ওসব মনের বিকার।

জনা। না লক্ষ্মি, ঠিক এমনি প্রাণ কেঁদেছিল আর একদিন। দূর গ্রাম থেকে ফিরে আসছিলাম, মনে হচ্ছিল, কি যেন আমার হারিয়েছে। ঘরের দোরে এসে "মা মা" বলে ডাকলাম, কেউ সাড়া দিলে না। আগল ভেঙে ঘরে এসে দেখি, মা আর বাবা দুজনেই মৃত, মাণিক জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান।

লক্ষ্মী। থাক্—থাক্, ওসব কথা আর ভেবো না।

জনা। ভাবিয়ে দেয় লক্ষ্মি! তোমার মুখের দিকে যখন চাই, তখন আবার আমায় ভাবিয়ে দেয়। একদিন ঘরে এসে হয়তো দেখবো, তুমিও তেমনি করে মরে পড়ে আছ।

লক্ষ্মী। তোমার অসাক্ষাতে আমি মরবো, এত পাপ তো করিনি। মরতে হয়, তোমার কোলে মাথা রেখেই মরবো। আর তোমাদের ফেলে মরবোই বা. কেন?

জনা। কেন? রাজার দুলালী তুমি, আমার ঘরে এসে যে কষ্ট সহ্য করছো, আমি কি তা জানি না? কোথায় সে সোনার পালঙ্ক,

কোথায় রাজভোগ, আর কোথায় ভিজে মাটিতে মলিন শয্যা, শালি-ধানের মোটা ভাত।

লক্ষ্মী। এতেই আমার স্বর্গসুখ।

জনা। জানি। কিন্তু আমার যে সয় না লক্ষ্মি! ছেঁড়া কাপড় পরে তুমি যখন উঠোন ঝাঁট দাও, আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

লক্ষ্মী। তুমি জান না, নারীর প্রাণ ঐশ্বর্যে ভরে না, ভরে ভালবাসায়।

জনা। ভালবাসা কেমন তা জানি না, আমার প্রাণে ভালবাসা আছে কি না কে জানে!

লক্ষ্মী। আছে, তাতেই আমি স্নান করেছি! ঐশ্বর্যের কথা কি বলছো? আমি যে ঐশ্বর্য পেয়েছি, রাজার ঘরেও তা মেলে না।

জনা। কি জানি, কি তুমি বলছো। কিন্তু এরা তো এখনো এলো না। অঙ্কুর, ভূষন, আরও যাদের ধরে নিয়ে গেছে, কেউ তো ফিরলো না লক্ষ্মি! আর তো আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

লক্ষ্মী। আজও যদি না আসে, কাল তোমায় যেতে হবে। কিন্তু মাণিক কোথায় গেল? সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও এলো না!

ছদ্মবেশী দূতের প্রবেশ।

দূত। আপনার নাম জনার্দন? ভালই হয়েছে। দেখুন, আমি রাজবাড়ি থেকে আসছি।

লক্ষ্মী। রাজবাড়ি থেকে? বলতে পার, এরা সব আসছে না কেন?

দূত। সেই কথাই বলছি। আর তারা আসবে না। কাল তাদের সবাইকে শ্মশানে বলি দেওয়া হবে।

জনা ও লক্ষ্মী। বলি!

দূত। আজ্ঞে। ওই যে একটি ছোকরা—ভূষণ না শাসন—কি বলে? মরার আগে সে আপনাকে একবার দেখতে চায়। যাবেন?

জনা। যাবো, বলি দেখতে নয়, বলি রোধ করতে।

লক্ষ্মী। কি করে?

জনা। একদিন যুবরাজের সেবা করেছিলাম, আজ তার প্রতিদান চাইবো।

লক্ষ্মী। উপকারের প্রতিদান?

জনা। বড় লজ্জার কথা। কিন্তু বিনাদোষে এতগুলো লোকের প্রাণ যাওয়া আরও লজ্জার কথা। আমি যাবো—আমি যাবো।

দূত। আচ্ছা, আমি বাইরে বসছি, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। যুবরাজকে তুমি চেন না।

জনা। চিনি লক্ষ্মি! হয়তো সে কোন অনুরোধ রাখবে না। যদি না রাখে, তাদের বিনিময়ে আমার প্রাণটা দিয়ে আসবো।

লক্ষ্মী। পারবে?

জনা। কেন পারবো না লক্ষ্মি? তারা যে আমার ভাই, আমার সুখ-দুঃখের সাথী।

লক্ষ্মী। তুমি জয়যুক্ত হও।

জনা। আর তো দেরী করা চলবে না। আমি আসি লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। একটু অপেক্ষা কর, তুমি এখনো অনাহারী।

জনা। তা হোক, এমন অনাহার আমাদের অনেক সইতে হয়।

লক্ষ্মী। কালই প্রাণদণ্ড হবে, না? তবে তো তোমাকে আজই যেতে হয়। কিন্তু—কেন জানি না, মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

যেন এ জন্মে আর—আর কেন এ দুর্বলতা? আচ্ছা, তুমি যাও—না একটু দাঁড়াও; ভাল করে তোমায় দেখে নিই।

জনা। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। নারী বড় দুর্বল, না? কিন্তু—আচ্ছা যাও, কিন্তু বলে যাও, বিশেষ কারণ না হলে কাউকে আঘাত করবে না!

জনা। শপথ করছি লক্ষ্মি, তোমার কথা আমি রাখবো। লক্ষ্মি! তুমি তো সবই বোঝো, যদি আমি আর না ফিরি, আমার মাণিককে তুমি দেখো, আর আমার সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিও। [প্রস্থানোদ্যোগ]

লক্ষ্মী। একটু দাঁড়াও। [প্রণাম করিল]

জনা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভৃত্যবেশী সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। আপনিই কি রাজকন্যা?

লক্ষ্মী। কোথা থেকে আসছো তুমি?

সুদর্শন। নন্দীপুর থেকে। বলুন, আপনিই কি রাজকন্যা?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ।

সুদর্শন। আর আপনি বুঝি—হাঃ-হাঃ-হাঃ। কথাটা শোনা ছিল, চোখে দেখিনি। নমস্কার। বরাতের জোর, বুঝলেন? আপনার হচ্ছে—যাকে বলে পাতা-চাপা কপাল, নইলে চাষার ঘরে এমন রূপে-গুণে—

লক্ষ্মী। কি প্রয়োজন, তাই বল।

সুদর্শন। বলছি। তা বেশ। এই বুঝি আপনার ঘর? বর্ষায় জল-টল পড়ে না তো?

লক্ষ্মী। পড়ুক বা না পড়ুক, সে কথায় তোমার দরকার কি?

সুদর্শন। না, দরকার আর কি? তবে রাণীমা আক্ষেপ করেন কিনা, আমার এমন লক্ষ্মীপ্রতিমাকে বাঁদরের হাতে দিয়েছি।

লক্ষ্মী। মা বলেছেন?

জনা। ঠিক কথাই বলেছেন; তবে যার হাতে দিয়েছেন, বাঁদর শুধু সে নয়, যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরাও তাই।

সুদর্শন। কথাটা শুনে রাজা ভারী সন্তুষ্ট হবেন।

লক্ষ্মী। আমরা তোমার রাজার প্রজাও নই, ভৃত্যও নই। তুমি এখন দূর হও।

সুদর্শন। দূর হবো কি রকম? আমি যে আপনাকে নিতে এসেছি।

লক্ষ্মী। তার অর্থ?

সুদর্শন। অর্থ আর কি? মহারাজ মৃত্যুশয্যায়।

লক্ষ্মী। মৃত্যু তাঁর এখনও হয়নি?

জনা। ছিঃ লক্ষ্মি, অবুঝ হয়ো না।

লক্ষ্মী। এই তো তোমার বক্তব্য? তাহলে এখন বিদায় হও।

সুদর্শন। আপনি আসুন।

লক্ষ্মী। কোথায় যাবো আমি? নন্দীপুর? সে আর এ জন্মে নয়।

জনা। তুমি বল কি লক্ষ্মি? তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায়—

লক্ষ্মী। আমি এখানে বসেই তাঁর সদ্গতি কামনা করবো।

জনা। না—না লক্ষ্মি, যতই অপরাধী হোন, পিতার মনে দুঃখ দিও না। মৃত্যুর সময় তিনি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, তোমার আর অভিমান সাজে না।

লক্ষ্মী। তুমি ভুল বুঝেছ। পিতা কন্যাকে ডেকে পাঠাননি, রাজা ডেকেছেন চাষী-বৌকে। কেন যাবো আমি? তার যেমন একটা রাজ্য আছে, আমারও আছে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এ রাজ্যের রাণী আমি, আমার মর্যাদা কারও চেয়ে কম নয়।

জনা। লক্ষ্মি! তুমি শুধু রূপে লক্ষ্মী নও, গুণেও লক্ষ্মী। থাক্, তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি চাষীর বৌ, রাজকন্যা বলে আর কখনও তোমায় ব্যঙ্গ করবো না। আমি জানি, সেখানে গেলে তুমি এমনি শতচ্ছিন্ন মলিন বসনেই গিয়ে তাদের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তারা তোমাকে কৃপা করবে, তোমার পাতার কুটিরকে ব্যঙ্গ করবে, তোমার স্বামীর নিন্দায় শতমুখ হয়ে উঠবে, তুমি তা সইতে পারবে না, হয়তো দক্ষযজ্ঞে সতীর মত আত্মহত্যা করবে। সে দুঃখ আমি সইতে পারবো না। ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মি, অনশনে অর্ধাশনে তুমি আমার কুঁড়েঘরে বাঁধা থাক; তুমি যেও না।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে আমার মাটির স্বর্গ, তুই আমায় এমনি করেই জড়িয়ে রাখ্!

সুদর্শন। আপনি দেরী করছেন কেন? আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি যাও, আমি দোর বন্ধ করবো।

সুদর্শন। আপনি তাহলে—

লক্ষ্মী। না—না, আমি যাবো না। যাও, যাও বলছি।

সুদর্শন। [স্বগত] আচ্ছা, রসো।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। তাই তো, মাণিক এখনো ফিরলো না কেন? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। মাণিক! মাণিক!

কৃষকবেশী দূতের প্রবেশ।

দূত। ওগো, তোমাদের মাণিককে যে রাজার লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী। সেকি! মাণিককে? কেন?

দূত। তা কি জানি! এখনো হাতে-পায়ে ধরে ঠেকাও, নইলে একদম গর্দান—

লক্ষ্মী। কই, কোথায়?

দূত। শীগগির এস।

লক্ষ্মী। মাণিক! মাণিক! ভগবান! রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় পর্ব।

প্রথম দৃশ্য।

তোরণ-সম্মুখ।

ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। আর ভয় নেই ভাইসব, আমাদের রাজা ফিরে এসেছেন। আমাদের দুঃখ তাঁর মর্ম স্পর্শ করেছে। আর আমাদের অভাব থাকবে না, আর আমাদের মা-বোনের ধর্ম কাণাকড়ির দরে বিকিয়ে যাবে না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। জয় মহারাজ মণিকণ্ঠের জয়!

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। না—না, বল, মহারাজ সুকণ্ঠের জয়।

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। মহারাজ সুকণ্ঠ!

মন্দা। হ্যাঁ, সুকণ্ঠই আজ রাজা।

ভূষণ। আর আমাদের সেই দয়ালু রাজা?

মন্দা। বন্দী।

সকলে। বন্দী!

ভূষণ। কে বন্দী করলে আমাদের প্রজাবৎসল রাজাকে?

মন্দা। তাঁর পুত্র।

অঙ্কুর। মহারাণীর ইঙ্গিতে বোধহয়? চমৎকার!

মন্দা। অনধিকার চর্চা করো না।

অঙ্কুর। আবার বলছি, চমৎকার! ঐশ্বর্যের এমনি মোহ যে, পুত্রকে ভুলিয়ে দেয় পিতৃভক্তি, পত্নীকে ভুলিয়ে দেয় সতীধর্ম! কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারো দেবি,—রাজরাণী বড়, না রাজমাতা বড? তোমারই প্ররোচনায় যে ছেলে তার পিতাকে বন্দী করেছে, সে কি একদিন তার মাকেও বন্দী করতে পারে না?

মন্দা। যাও, বেরিয়ে যাও।

ভূষণ। বেরিয়ে যাবার জন্যে আমরা আসিনি। রাজা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

মন্দা। কেন?

ভূষণ। ওই চাল আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন বলে।

মন্দা। ওই আদেশ যাঁর, তিনি আর রাজা নন।

অঙ্কুর। নতুন রাজা তাঁর আদেশ মানবেন না?

মন্দা। না।

অঙ্কুর। যোগ্য পুত্র বটে!

মন্দা। আবার? রাজনীতির কথা রাজা বুঝবে আর রাজমাতা বুঝবে; তোমরা তার মধ্যে কথা কইবার কে? যাও, বেরিয়ে যাও, রাজপ্রাসাদ উন্মাদের স্থান নয়।

অঙ্কুর। উন্মাদের স্থান যদি নয়, তবে আপনি আছেন কেন?

মন্দা। কথা বাড়িও না অঙ্কুর, আমি ভুলে যাবো যে তুমি আমাদের আত্মীয়।

অঙ্কুর। মনে এখনো আছে?

মন্দা। বেরিয়ে যাও।

ভূষণ। চাল চাই।

মন্দা। এক কণাও পাবে না।

ভূষণ। চাল না নিয়ে আমরা যাবো না। আমরা দু'দশজন আসিনি যে, তোমাদের চোখরাঙানিতেই ফিরে যাবো। আমরা এসেছি দশ হাজার! রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে উজানগাঁ ভেঙে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই এসেছে; শুধুহাতে এরা একজনও ফিরে যাবে না।

মন্দা। তাহলে সবাইকেই মরতে হবে।

ভূষণ। আর কি মরা বাকি আছে? গোলায় নেই খাবার, ভিটেয় নেই ঘর, বুকে নেই আশা, দেহে নেই বল—সব কেড়ে নিয়েছ। আজ আমরা মরিয়া হয়ে এসেছি। চাল দাও, চাল—

মন্দা। পাবে না।

ভূষণ। ভিক্ষে চেয়ে যদি না পাই, জোর করে কেড়ে নেবো। রাজা রাণী রাজমাতা, কারও কথা শুনবো না।

অঙ্কুর। সুতরাং হে দেবি, বেশী গোলমাল করো না! ভাল কথায় চাল দেবে তো দাও, নইলে সরে দাঁড়াও; মাথার খুলি উড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

মন্দা। হীন চাষার এত স্পর্ধা!

ভূষণ। স্পর্ধা তোমরাই বাড়িয়েছ। আমরা যত সয়েছি, ততই তোমরা আঘাত করেছ। আর আমরা সইবো না। আমরা খাদ্য চাই, প্রাণ চাই, তোমাদেরই মত মান চাই, আলো চাই, বাতাস চাই, পৃথিবীর বুকে তোমাদেরই মত সমান দর্পে চলতে চাই।

মন্দা। তোমাদের কথা হয়তো আমি শুনতে পারতাম; কিন্তু তোমরা যুবরাজের মাথায় লাঠি চালিয়েছ; তোমাদের কোন আবেদন আমি শুনবো না।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। কিন্তু আমি শুনবো।

মন্দা। বাণি! কেন এলে তুমি জনতার সম্মুখে?

বাণী। আমি যে চাষার মেয়ে, আমার আবার লজ্জা কি?

মন্দা। তা বলে রাজকুলবধূ এমনি করে উত্তেজিত জনতার সম্মুখে বেরিয়ে আসবে?

বাণী। আমি আসবো না তো আসবে কে? আমি ছাড়া এদের দুঃখ বুঝবে কে?

মন্দা। দুঃখ বুঝেই বা তুমি কি করবে?

বাণী। প্রায়শ্চিত্ত করবো।

মন্দা। প্রায়শ্চিত্ত!

বাণী। হ্যাঁ, স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই তো করতে হবে।

মন্দা। কিন্তু এরা কত অপরাধী তা জান? এরাই তোমার স্বামীকে আঘাত করেছিল।

বাণী। আঘাত করেছিল, মেরে তো ফেলেনি? সে দয়ার জন্যে এদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অঙ্কুর। ভূষণ! শুনছো ভূষণ, এই তোমাদের মহারাণী।

ভূষণ। সত্য? আপনি আমাদের রাণীমা? তবে বুঝি কূল পেয়েছি। অঙ্কুর! ওদের ডাক, ডাক দশ হাজার চাষীভাইকে, তারা আমাদের রাণীকে দেখে যাক্।

বাণী। রাণী আমি নই। আমি জানি, আমার শ্বশুর এখনো দেশের রাজা। তোমাদেরই মত পাতার কুটিরে জন্মেছি আমি।

তোমাদেরই মত অনশনে অর্ধাশনে আমারও দিন কেটেছে। আমি জানি উপবাসের জ্বালা, তাই তোমাদের সম্মুখে বেরিয়ে এসেছি। ভাইসব, তোমাদের শাশ্বত ক্ষুধা আমি মেটাতে পারবো না জানি, কিন্তু তোমাদের সাময়িক ক্ষুধা মেটাতে পারবো। এস আমার সঙ্গে।

মন্দা। কি করবে?

বাণী। ওই পাপের পাহাড় ধূলিসাৎ করবো।

মন্দা। সাবধান বাণি! অনধিকার চর্চা করো না বলছি।

বাণী। অনধিকার চর্চা কেন না? স্বামীর সঞ্চিত শস্যে স্ত্রীরই তো অধিকার।

মন্দা। কে দিয়েছে তোমায় অধিকার?

বাণী। শাস্ত্র।

মন্দা। মানি না আমরা শাস্ত্র। আমার মুখের কথাই এই রাজ-বাড়ির শাস্ত্র। চাষার ঘর থেকে তোমায় এনে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছি। অধিকার দিয়েছি তোমায় রাজভোগের, বসন-ভূষণের, সোনার পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার, কিন্তু রাণীর অধিকার তুমি কখনো পাবে না। আমার ছেলে রাজা হলেও তুমি যে দাসী, সেই দাসী।

অঙ্কুর। রাণীর অসম্মান আমরা সহ্য করবো না।

মন্দা। কি করবে?

ভূষণ। খুন করবো।

মন্দা। বেরিয়ে যাও কুকুরের দল!

ভূষণ। ওরে, তোরা শুনছিস? আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এরা পাহাড় জমিয়েছে, আবার আমাদেরই ওপর চোখরাঙানি—আমরা কুকুর। আমাদের বাড়িঘর গেল, বাপ-মা ম'লো, ক্ষেতের ধান তলিয়ে গেল যাদের অত্যাচারে, তারাই বলে আমাদের কুকুর।

অঙ্কুর। তবে তোরা এগিয়ে আয়। রাজপ্রাসাদের যেখানে যে আছে, সবার বুকে দাঁত ফুটিয়ে দে।

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। শান্ত হও।

ভূষণ। জনার্দন!

জনা। ছিঃ-ছিঃ! ভূষণ, তোমরা কি উন্মাদ হয়েছ? চিরদিন অপকারের বিনিময়ে আমরা মানুষের উপকারই করে এসেছি। এতেই আমাদের মহত্ব! আমাদের পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, তবু আছে গভীর ঘুম, তবু আছে পরলোকের আশা।

অঙ্কুর। পরলোকের আশায় পেট ভরে না জনার্দন।

জনা। আমার তো ভরে। ফিরে এস ভাইসব; লাঠির জোরে মাটি আমরা চাই না। দুঃখ আমাদের অনেক আছে সত্য, কিন্তু এই দুঃখই আমাদের গৌরব। এ গৌরবকে কোন প্রলোভনেই ম্লান করো না।

ভূষণ। শুনবো না, কোন কথা শুনবো না আমরা, লুট করবো।

বাণী। কিছুই করতে হবে না। যাও, আমি চালের গোলা খুলে দিচ্ছি।

অঙ্কুর ও ভূষণ। মহারাণীর জয় হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্দা। শোন। আমার ছেলের মাথায় যারা লাঠি মেরেছে, তাদের একটা দানাও যে দেবে, তাকে মশানে বলি দেবো। তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ঘৃণা হচ্ছে না? যত অপরাধই করুক সে, তার গায়ে যে কাঁটার আঁচড় দেয়, হোক সে পরমাত্মীয়, তবু সে তোমার শত্রু।

কোথায় তুমি তাদের টুঁটি কামড়ে ধরবে, না তাদের আদর করে রাজভোগ খাওয়াতে চাও? তুচ্ছ চাষীদের কাছে তার উঁচু মাথাটা হেঁট করতে চাও? খবরদার রাণি, তা'লে তোমার একদিন কি আমার একদিন!

[প্রস্থান।

জনা। আপনি কি আমাদের নতুন রাণী? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাণী। জনার্দন!

জনা। কে, রাণী? তুমি আমাদের রাণী? রাজা সুকণ্ঠ তোমাকে—তাইতো! তুমি ভাল আছ রাণি? বেশ সুখে আছ তো?

রাণী। সুখে আছি বৈকি! তোমার ঘরে গেলে অনাহারে দিন যেতো, মাথার ওপর শ্রাবণের ধারা নেমে আসতো, আর এখানে দিবানিশি ঐশ্বর্যের কোলে বসে আছি। সুখের কি অন্ত আছে? আমাকে বিবাহ না করে তুমি আমার উপকারই করেছ।

জনা। বেশ, তুমি সুখেই থাক। কিন্তু ক্ষমা কর, তোমার মুখখানা অমন বিবর্ণ কেন? কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! অমন সরল সুন্দর লক্ষ্মীর মত মুখখানা—

রাণী। চুপ কর।

জনা। ঠিক—ঠিক, কথাটা বলা ভাল হয়নি; ক্ষমা কর। আচ্ছা, তাহলে আমি আসি। [গমনোদ্যোগ]

রাণী। শোন। আমার স্বামীকে তুমি রক্ষা করেছ?

জনা। ভগবান রক্ষা করেছেন।

রাণী। তাহলেও তুমি সেবা করেছ তো?

জনা। আমি নই, লক্ষ্মী।

বাণী। লক্ষ্মী কে?

জনা। আমার স্ত্রী।

বাণী। তুমি বিবাহ করেছ? [জনার্দন তৃপ্তির হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল] স্ত্রী খুব সুন্দরী? আমার চেয়ে?

জনা। সুন্দর কি কুৎসিত, আমি লক্ষ্য করিনি। তবে সে বড় ভাল, আর আমি তাকে বড় ভালবাসি। মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে হলে বড় কষ্ট হতো। আজ মনে হচ্ছে, তোমাকে বিবাহ না করে সত্যাই আমি মঙ্গল করেছি। আজ তুমি অনেক ওপরে, আমি অনেক নীচে। তবু আশীর্বাদ করছি বোন্, আমি যেমন সুখী হয়েছি, তুমি তেমনি সুখী হও।

বাণী। ফিরিয়ে নাও আশীর্বাদ। এর নাম আশীর্বাদ নয়, আঘাতের ওপর অপমানের কশাঘাত।

জনা। বাণি! বাণি!

বাণী। [গলা হইতে হার খুলিয়া জনার্দনের হাতে দিল] তোমার স্ত্রীকে দিও, তার সেবার পুরস্কার।

[প্রস্থান।

জনা। [কিছুক্ষণ হারছড়াটি নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া ফেলিয়া দিল] ভগবান্! আমাকে যেমন সুখী করেছ, বাণীকে তেমনি সুখী কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্দীশালা—অলিন্দ।

মণিকণ্ঠ ও কর্ণপুরের প্রবেশ।

মণি। মন্ত্রি!

কর্ণ। মহারাজ!

মণি। আবার মহারাজ! মূর্খ, মহারাজ আমি নই, আমার ছেলে।

কর্ণ। আমার মহারাজ আপনি—কারাগারেই থাকুন, আর বৃক্ষতলেই থাকুন।

মণি। সংসারে অনেক মূর্খ দেখেছি, কিন্তু তোমার মত আর কাউকে দেখিনি।

কর্ণ। আমি আর একটি দেখেছি।

মণি। কে?

কর্ণ। আপনি।

মণি। কেন? এক কথায় সিংহাসনটা ত্যাগ করে এলাম বলে? যে রাজ্য আমার নয়, জোর করে তা অধিকার করে থাকলে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হতো, কিন্তু ধর্মের কাজ হতো না।

কর্ণ। অধর্ম করে না হয় নরকেই যেতেন, তবু হাজার হাজার প্রজার প্রাণরক্ষা হতো।

মণি। তা হতো বটে! আহা, আমার গরীব প্রজারা, আমার দীনদুঃখী প্রজারা না জানি কত নির্যাতিত হচ্ছে। সুকণ্ঠ হয়তো তাদের মশানে টেনে এনে বলি দেবে। তারা চোখের জলে ভাসবে, প্রতিবাদ

কেউ করবে না। মন্ত্রি, তুমি একবার বাইরে যেতে পার? গিয়ে তাদের বলবে—তোরা মুখ বুজে সব সহ্য করিসনে—অন্যায়ের গলা টিপে ধর্; সবাই একজোট হয়ে হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দে—"মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

কর্ণ। সে যে রাজদ্রোহ মহারাজ!

মণি। এর নাম রাজদ্রোহ নয়, রাজভক্তি। রাজার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করার নামই রাজদ্রোহ। পিতৃভক্ত সে নয়, যে পিতার আদেশ অন্ধভাবে পালন করে; পিতার অন্যায়কে চোখে আঙুল দিয়ে যে দেখিয়ে দেয়, তাকেই বলে পিতৃভক্ত।

কর্ণ। আপনি কি বলছেন মহারাজ? প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিলে তারা যে রাজাকেই হত্যা করবে।

মণি। হত্যা ওরা করে না মন্ত্রি! ওরা বাঁচতে চায়, মরতে চায় না। দেখ—দেখ মন্ত্রি, রাজপথে হাজার হাজার কঙ্কালসার নরনারী এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা জীবিত না মৃত? কি বলছে ওরা?

কর্ণ। বলছে, আমরা খাদ্য চাই—

মণি। আর কিছু বলছে না মন্ত্রি? বলছে না যে, পৃথিবীর ফল জল শস্যে তোমার আমার সমান অধিকার? তুমি যদি খাও, আমাকেও দিতে হবে, না দিলে জোর করে কেড়ে নেবো? বলছে না একথা?

কর্ণ। না।

মণি। বলছে, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। আমি দেখতে পাচ্ছি, অত্যাচার অবিচারে গণশক্তি জেগে উঠেছে।

কর্ণ। ওরা জাগেনি, আপনারই মাথা খারাপ হয়েছে।

মণি। মন্ত্রি, তুমি বড় নিষ্ঠুর! যদি জানতে, কত দুঃখ আমার এই অভাগাদের জন্যে—

কর্ণ। জানি মহারাজ, কিন্তু কোন উপায় নেই।

মণি। উপায় নেই, উপায় নেই, ধনীর পায়ের তলায় এমনি করেই এ গরীবের জাত নিষ্পেষিত হবে।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। বাবা!

মণি। কে? মা এসেছ? এস মা, এস। এই মুহূর্তে আমার মনটা বুঝি তোমাকেই চাইছিল।

কর্ণ। রাজপথে প্রজারা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে কেন বলতে পার? কি চায় ওরা?

বাণী। খাদ্য।

মণি। কেউ দিলে না—না?

বাণী। আমি চালের গোলা খুলে দিয়েছি।

মণি। দিয়েছ? দিয়েছ? 'ওরা সাহস করে নিচ্ছে তো? ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে তো? আমায় একবার তুই দেখাতে পারিস মা! আমি দেখবো আমার প্রজাদের প্রাণখোলা হাসি। অনেকদিন খায়নি, অনেকদিন তারা হাসেনি; আজ পেট পুরে খাবে আর মনের আনন্দে হাসবে।

কর্ণ। মহারাজ!

মণি। তুমি থাম। কি বলে তোকে আশীর্বাদ করবো মা! আমার ঘরের লক্ষ্মী, কে বলে তুই ছোটজাতের মেয়ে? যা কেউ পারেনি, তুই তাই পেরেছিস। তুই দেবী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

কর্ণ। অন্নপূর্ণার কাঁধে মাথা থাকলে হয়!

মণি। কেন?

কর্ণ। একে চালের গোলা খুলে দেওয়া, তার ওপর বন্দীশালায় প্রবেশ করা; কোনটাই কম অপরাধ নয়।

মণি। তাই তো, তুমি কেন এলে মা?

বাণী। বাপের কাছে মেয়ে আসবে না বাবা?

মণি। শুনছো মন্ত্রি, শুনছো? ছেলে আমায় বন্দী করেছে, আর এই পরের মেয়ে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমায় সম্ভাষণ করতে এসেছে।

কর্ণ। না এলেই ভাল হতো।

মণি। কোথায় তোকে লুকিয়ে রাখি, মা আমার? আমার বুকের মধ্যে আয়, আমি আমরণ তোকে আড়াল করে রাখবো।

কর্ণ। ছেড়ে দিন মহারাজ। বৌমা, তুমি চলে যাও।

বাণী। আমি যে আপনাদের নিতে এসেছি।

কর্ণ। অর্থাৎ আমাদের মুক্তি দিতে এসেছ? রাজাদেশ অমান্য করে? তাতে তোমার নিজের কি দুর্দশা হবে, ভেবে দেখেছ?

কর্ণ। তোমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে আমাদের মুক্তির রথ বড় সহজেই চলবে, নয়?

মণি। তোমার যদি আজ এই দশা হয়, তোমার ছেলের জীবনের বিনিময়ে তুমি মুক্তি নিতে পার?

বাণী। পারি, যদি বুঝি আমার জীবনে অনেকের প্রয়োজন।

মণি। তুই বেটি সত্যি চাষার মেয়ে।

বাণী। আমি আপনারই মেয়ে বাবা!

কর্ণ। অতএব আপনি চাষা।

মণি। কিন্তু আমাদের দিয়ে কার কি প্রয়োজন মিটবে মা?

বাণী। মিটবে বৈকি বাবা! সেইজন্তেই তো আপনাদের নিতে

এসেছি। আমার মন বলছে, উজানগাঁয়ের চাষীদের ওপর এইবার চরম অত্যাচার হবে।

মণি। এঁ্যা! আরও অত্যাচার হবে? বাড়ি নেই, ঘর নেই, ক্ষেতের ধান ভলিয়ে গেছে, তবু নির্যাতন ফুরুবে না? কেউ কি নেই, যে এদের চাঙ্গা করে তোলে,—এদের মুখে ভাষা দেয়,—এদের বুকে সাহস সঞ্চার করে?

কর্ণ। কেউ নেই মহারাজ!

মণি। তবে আমরা যাবো, বলবো তাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে,—"মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

কর্ণ। মহারাজ, এক কথায় যিনি সিংহাসনটা ত্যাগ করতে পারেন, রাজাদেশ অমান্য করা তাঁর সাজে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আপনি যদি বাইরে যেতে চান, আপনাকে সিংহাসনে বসতে হবে। রাজার অধীনে থেকে আইন অমান্য করা চলবে না।

মণি। সিংহাসনে আর আমি বসবো না মন্ত্রি!

কর্ণ। তবে আপনার যাওয়া হবে না।

মণি। কিন্তু আমার উজানগাঁয়ের প্রজারা—

কর্ণ। মরবে।

মণি। না—না, আমি তাদের রক্ষা করবো। দেখি, আমাকে হত্যা না করে কেমন করে সুকণ্ঠ তাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে। [প্রস্থানোদ্যত]

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান।

মণি। কে, রাজা?

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ। আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি সাধারণ

বন্দীদের সঙ্গে কারাগারে থাকতে চান, না এই নির্জন কক্ষে সসম্মানে থাকতে চান?

কর্ণ। সসম্মানে! বলতে লজ্জা হচ্ছে না? এর নাম সসম্মানে থাকা?

সুকণ্ঠ। মনে রাখবেন, আপনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন।

কর্ণ। রাজার সঙ্গে নয়, একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে।

সুকণ্ঠ। তার অর্থ?

কর্ণ। অর্থ এই, আমার রাজা তুমি নও, আমার রাজা মহারাজ মণিকণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। আপনি জানেন, এই মুহূর্তেই আমার পায়ের তলায় আপনার মাথাটা লুটিয়ে দিতে পারি?

কর্ণ। পার আমার ছিন্নমুণ্ডটা; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ এ মাথা আর কারও কাছে নত হবে না।

সুকণ্ঠ। তাহলে আপনাকে মরতেই হবে।

কর্ণ। মরার ভয় তুমি করবে, আমি নই।

সুকণ্ঠ। সংযত হও বৃদ্ধ!

কর্ণ। সংযত হবো মানুষের কাছে। তুমি কি মানুষ? পিতা বর্তমানে তার সিংহাসন যে কেড়ে নেয়, পিতাকে যে কারারুদ্ধ করতে পারে, সংযম শেখাবে সে আমাকে? তুমি এতবড় পাপী যে, তোমার মুখের দিকে চাইতেই আমার ঘৃণাবোধ হচ্ছে।

সুকণ্ঠ। তাহলে শোন মন্ত্রি!

কর্ণ। কি শুনবো তোমার কাছে? উপদেশ দিতে হয়, তোমার পিতাকে দাও, আমাকে নয়। তোমার মত নরপশু—

বাণী। মন্ত্রিমশায়!

কর্ণ। ও—হ্যাঁ, তোমার স্বামী। মনে ছিল না মা! স্বকণ্ঠ, তুমি যতই অপরাধী হও, তুমি এই মহীয়সী বালিকার স্বামী। এইজন্তেই মনটা মমতায় ভরে ওঠে।

স্বকণ্ঠ। তোমার মমতায় আমার কোন প্রযোজন নেই। কে আছ? [রক্ষীর প্রবেশ।] এই বৃদ্ধকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিয়ে যাও।

বাণী। না—না—না।

স্বকণ্ঠ। চুপ, এ ব্যবস্থা তোমারও হবে! তোমার সেই আত্মীয়-স্বজনদের তো আমি নির্মূল করবোই, তোমাকেও চরম শাস্তি দেবো। যাও, নিয়ে যাও।

মণি। রাজা! আমার একটা কথা ছিল।

স্বকণ্ঠ। নিয়ে যাও। [রক্ষী সহ কর্ণপুরের প্রস্থান।] বলুন কি আপনার কথা?

মণি। আমাকে তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর; কিন্তু আমার দীন-দুঃখী প্রজাদের তুমি শান্তিতে থাকতে দাও। আর আমার এই মা-লক্ষ্মীকে অনাদর করো না।

স্বকণ্ঠ। আমি এদের শান্তিতেই থাকতে দেবো; তবে এপারে নয়, ওপারে। ওই দেখুন তার সূচনা।

বাণী। এঁ্যা—সেকি! বাবা, এ যে যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করছে।

মণি। স্বকণ্ঠ! হত্যা করতে হয়, আমায় কর, এদের বাঁচতে দাও। আদেশ প্রত্যাহার কর; আমি পিতা হয়ে অনুরোধ করছি, ভিক্ষা চাইছি।

স্বকণ্ঠ। হবে না। চালাও হত্যা, চালাও হত্যা।

মণি। এত অত্যাচার! নিরীহ প্রজাদের ওপর এত অত্যাচার? ওরে অভাগার দল, তোরা জেগে ওঠ্, অত্যাচারীর বুকে দাঁত বসিয়ে দে। না, আমি যাবো, আমি এগিয়ে ওদের সম্মুখে দাঁড়াবো, দেখি কে আমার প্রজাদের হত্যা করে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান, আপনার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই।

মণি। শুধু একবার। তারপর সারাজীবন বন্দী থাকবো। পথ ছাড়, পথ ছাড় সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ।] শৃঙ্খলিত কর।

বাণী। বজ্রাঘাত হবে।

সুকণ্ঠ। হোক, পরাও শৃঙ্খল। [রক্ষী মণিকণ্ঠকে শৃঙ্খলিত করিল] নিয়ে যাও কারাগারে।

মণি। সুকণ্ঠ! না, এই ভাল। চল রক্ষি! [প্রস্থানোদ্যত, হঠাৎ থামিয়া] কই তুমি? তুমি যে বলেছিলে—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস—এস, হে সুদর্শনধারী, পাপের ভার বসুমতী আর বইতে পারছে না। তুমি এস, তুমি এস।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

বাণী। [সুকণ্ঠের হাত ধরিয়া] সত্যই কি তুমি এত নিষ্ঠুর?

সুকণ্ঠ। হাত ছাড বাণী, আমি ভুলে যাবো! আঃ! ছাড হাত, মা আসছেন; আমায় দুর্বল মনে করবেন। ওরে কে আছিস তোরা, শৃঙ্খল খুলে দে, ফিরিয়ে নিয়ে আয়—না—না, ঠিক হয়েছে। এইবার তোমার শাস্তি, কি শাস্তি তোমায় দেবো জান?

বাণী। না।

সুকণ্ঠ। তোমার শাস্তি—

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। নির্বাসন।

সুকণ্ঠ। মা—

মন্দা। দাও আদেশ।

সুকণ্ঠ। কিন্তু মা—

মন্দা। কিসের কিন্তু? আদেশ দাও।

সুকণ্ঠ। বিচার তো করতে হবে।

মন্দা। বিচার আমি করেছি। আদেশ দেবে তো দাও, নইলে আমি এই মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবো।

সুকণ্ঠ। তা কি হয়? তুমি গেলে আমার মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খাবে কে? প্রজাদের জন্যে কে এমন নতুন নতুন নির্যাতনের পথ আবিষ্কার করবে? স্বামীকে বঞ্চিত করে ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়েছ, রাজ-মাতার স্বর্গসুখ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ কর। যেতে হয় আমরা যাবো, তুমি থাকবে রাজপ্রাসাদ আগলে জরামরণহীন হিমালয়ের মত। শোন চাষার মেয়ে, রাজদ্রোহের অপরাধে তোমার—

মন্দা। বল।

বাণী। বল—

সুকণ্ঠ। তোমার নির্বাসন।

মন্দা। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গেই তুমি প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবে।

সুকণ্ঠ। কাল কেন মা? এখনি। হোক রাত্রি, চাষার মেয়ের আবার কিসের আলো, কিসের অন্ধকার? যাও—যাও, এখুনি যাও।

বাণী। যাচ্ছি। [মন্দাকিনীকে প্রণাম] যাবার সময় শেষ অনুরোধ

করে যাচ্ছি মা, তুমি মনে রেখো, তুমি শুধু একজনের মা নও, তুমি হাজার হাজার সন্তানের মা। [সুকণ্ঠকে প্রণাম] যাবার বেলা তোমাকেও একটা কথা বলে যাই; তুমি মনে রেখো—পাপের ভাগী কেউ নয়।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!—

মন্দা। চুপ! ও চাষার মেয়ে—অসভ্য, অভদ্র।

সুকণ্ঠ। তাই এক কথায় চলে গেল। বুকে দাঁত বসিয়ে দিলে না, অধিকারের কথা তুললে না, ঐশ্বর্যের দিকে ফিরেও চাইলে না।

মন্দা। একফোঁটা চোখের জলও পড়লো না।

সুকণ্ঠ। পড়েছিল মা, আমি দেখেছি; চোখে নয়, মনে।

মন্দা। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। মা! চাষার মেয়ে মাঝখানে ছিল, তাই তোমার মুখ ভাল করে দেখতে পাইনি। এইবার তোমাকে খুব ভাল করে দেখবো।

[প্রস্থান।

মন্দা। অনায়াসে চলে গেল, একটা নিশ্বাসও ফেললে না। একটি-বার ক্ষমাও তো চাইতে পারতো! অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে দু'ফোঁটা চোখের জল যদি ফেলতো, আমি কি ক্ষমা করতে পারতুম না? আমার নিন্দায় সবাই তোমরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ; একবার আমায় বলে দাও দেখি, দু'হাত ভরে আমি শুধু দিয়েই যাবো, পাবো না কিছুই? যাক্, কি করবো? ওর কর্মফল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জনার্দনের গৃহসম্মুখ।

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। তাই তো! মাণিক, লক্ষ্মী, এরা সব কোথায় গেল? এদের কারও কোন—না-না, নারায়ণ—নারায়ণ! গোটা পথটা এলাম, কতজনের সঙ্গে দেখা হলো, কেউ আমার সঙ্গে কথা বললে না। কারণ কি? আমার মাণিকের কিছু হয়নি তো? যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই নিশ্বাস ফেলে সরে যাচ্ছে। ডাকতেও ভয় হচ্ছে। যদি মাণিকের কিছু হয়ে থাকে, যদি আমার লক্ষ্মী মরে গিয়ে থাকে! একি! একটা ঝিনুকের দুল পড়ে আছে না? হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই তো লক্ষ্মীর দুল! কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? মাণিক! ওরে মাণিক! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!

গীতকণ্ঠে মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক।—

গীত।

নাই। না। নাই।

সুদিনের পাখী উড়ে গেছে দূরে, রেখে গেছে বুকে ছাই।

জনা। মাণিক!

মাণিক।—

পূর্ব-গীতাংশ।

কত যে ডেকেছি, দেয়নি সে সাড়া,
কত যে কেঁদেছি, মুছালো না ধারা,
করেছে আমারে আবার মা-হারা, তবু আমি মরি নাই।

জনা। কি বলছিস মাণিক?

মাণিক।—

পূর্ব-গীতাংশ।

কেন যে সে এলো, কেন গেল চলে,
কোথায় গেল সে কিছুই না বলে,
কতই ভেবেছি নয়নের জলে, ভেবে কূল নাহি পাই।

জনা। চলে গেছে? চলে গেছে মাণিক? আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার চোখের তারা, বুকের বল, আমার ভাঙা ঘরের জ্যোৎস্না নিভে গেছে মাণিক! কি করে গেল, কি বলে গেল?

মাণিক। কিছুই জানি না দাদা! শুধু সে নেই।

জনা। নেই! আকাশ বলছে নেই, বাতাসও বলচে নেই।

মাণিক। দাদা!

জনা। সে রত্ন তো হারাবার নয় ভাই! তুই ভুল দেখিসনি তো? সে হয়তো লুকিয়ে মজা দেখছে, তুই লক্ষ্য করিসনি। যা তো মাণিক, একবার ভেতরে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখে আয়। সে আছে, সে যেতে পারে না।

মাণিক। আমি দেখেছি দাদা! ঘরের কোথাও নেই।

জনা। তবে একবার পুকুরটা দেখে আয় তো, সে হয়তো পড়ে মরে গেছে। দু'বেলা তো পেট ভরে খায়নি; দেহে শক্তি ছিল না, হয় তো মূর্ছা হয়েছিল; সে মূর্ছা আর ভাঙেনি।

মাণিক। পুকুরে ডুবলে তো ভেসে উঠতো!

জনা। বটে—বটে, ওটা আমার মনে ছিল না। তবে একবার ছুটে যা তো ভাই, বাগানটা একবার দেখে আয়। কিছু বলা যায় না— হয় তো সেখানেই আছে।

মাণিক। কদিন সেখানে থাকবে দাদা?

জনা। ওরে, হয় তো মরে পড়ে আছে। একটা পচাগন্ধ টের পাচ্ছিস না? ওরে, সে যায়নি, না খেয়ে মরে গেছে!

মাণিক। ওরা যে বলে পালিয়ে গেছে!

জনা। ওরা যে তাকে চেনে না ভাই, ওরা তো বলবেই। রাজার মেয়ে চাষার ঘরে ক'দিন থাকবে? কিন্তু আমি তো তাকে জানি; সে মরবে, তবু কলঙ্কিনী হবে না।

মাণিক। তোমার হাতে ও কি?

জনা। [দুল বাহির করিয়া] এ্যাঁ—তাই তো!

মাণিক। এ যে বৌদির দুল।

জনা। না—না, তার নয়।

মাণিক। আমি চিনি যে!

জনা। [আর্তস্বরে] ওরে মাণিক, তুই চুপ কর্। তোরা কি সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছিস? একবার মিথ্যে করেও বল—এ তার নয়। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! ওরে, কে আমায় বলে দেবে, লক্ষ্মী আমার মরে গেছে?

মাণিক। হ্যাঁ দাদা, বৌদি বাপের বাড়ি যায়নি তো?

জনা। [সোল্লাসে] তাই হবে, তাই হবে মাণিক! দুঃখ কষ্ট আর সইতে না পেরে—না, তাও নয়! ভগবান, কোনদিকেই কি সান্ত্বনার পথ নেই?

মাণিক। ঘরে চল দাদা!

জনা। ঘরে? না, ঘরে আর যাবো না। যদি সে ফিরে আসে, তবেই যাবো; নইলে এই শেষ। আয় দুজনে গান গাই।

মাণিক। গান?

জনা। হ্যাঁ—হ্যাঁ; বাঁধন কেটেছে, বড় আনন্দের দিন। চাষার ঘরে রাজার মেয়ে—সে বড় জ্বালা! আপদ গেছে, শান্তি হয়েছে। মরে গেলে আরও ভাল হতো।

মাণিক। কি বলছো দাদা? বৌদিকে—

জনা। মাণিক, কাঁদছিস মাণিক?

মাণিক। দাদা—

জনা। আমার সবই সয় ভাই, শুধু তোর চোখের জল সয় না। কাঁদিসনে, চল, আমরা যাই।

মাণিক। কোথায় যাবো দাদা?

জনা। যুদ্ধে।

মাণিক। কার সঙ্গে যুদ্ধ?

জনা। স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে।

মাণিক। তোমার অস্ত্র কই?

জনা। অস্ত্র তোর বৌদি আমায় দিয়ে গেছে। দেখি, সে অস্ত্রে কত ধার। চল্। হ্যাঁ—মাণিক, বাড়ির সব দোরগুলো খুলে রেখে আয়। সে যদি ফিরে আসে, যেন চলে না যায়। [মাণিকের প্রস্থান।] ভগবান, আমায় দু'হাত ভরে তুমি দিয়েছিলে, আমিই রাখতে পারলুম না। আমার লক্ষ্মী অনেক দুঃখ পেয়েছে, যেখানেই সে থাক্, তাকে শান্তি দিও।

[চোখের জল মুছিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

মাতঙ্গের প্রবেশ।

মাতঙ্গ। বাপ্, আর একটু হলেই কাবু করেছিল। আমিও একেবারে সটান্ রাজবাড়ি! এখানে আর আসতে হবে না, সে গুড়ে বালি!

কর্দমের প্রবেশ।

কর্দম। এই, কে তুই? রাজবাড়ি ঢুকলি কি বলে?

মাতঙ্গ। দুগ্‌গা বলে।

কর্দম। বেরিয়ে যা।

মাতঙ্গ। কেন বেরুবো? ইয়ারকি নাকি!

কর্দম। কত লোকের গর্দান যাচ্ছে, খবর রাখিস? না গেলে তোরও গর্দান যাবে।

মাতঙ্গ। বল কি হে! গর্দান যাবে?

কর্দম। একেবারে।

মাতঙ্গ। সতীত্ব যাওয়ার চেয়ে গর্দান যাওয়াই ভাল।

কর্দম। কি বলছিস তুই?

মাতঙ্গ। বলছি আমার কপাল। মশায় গো মশায়, আমি একেবারে গেছি। কোন্ শালা আমার বৌকে ভোগা দিয়ে নিয়েছে, আর আমার বরাতে এসে জুটেছে এক পাহাড়ী মাগী। যত বলি, তোকে আমি চাইনে, ততই সে আমায় আঁকড়ে ধরে।

কর্দম। সে তো ভাল কথা।

মাতঙ্গ। ভাল না কচু। যত বলি, আরে মাগি, পরস্ত্রী মায়ের সমান; ততই বলে, আমায় ফুসলে আনলি কেন? শোন কথা, আমি ওকে ফুসলে এনেছি! বৌয়ের শোকে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার কি এসব ভাল লাগে? তাই পালিয়ে এলুম।

কর্দম। তোমার বৌ বুঝি খুব সুন্দরী ছিল?

মাতঙ্গ। সেটা ঠিক লক্ষ্য করিনি; বৌ—বৌ, এই পর্যন্ত। ওরে বাবা, কে যেন এদিকে আসছে! আমি পালাই—[পলায়নোদ্যত]

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। কে এখানে?

কর্দম। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। এটি কে? নিশ্চয়ই লুণ্ঠনকারী? নিয়ে যাও জল্লাদের কাছে, মাথা নিয়ে এস।

মাতঙ্গ। তাই নিন মহারাজ! আমার বৌকে যখন ভোগা দিয়ে নিয়ে গেল, তখন মাথা যাওয়াই ভাল। ওরে আমার বৌ, আমার সোনার বৌ—

কর্দম। চোপরাও!

সুকণ্ঠ। তোমার নাম কি?

মাতঙ্গ। আমার নাম মাতঙ্গ।

সুকণ্ঠ। পালাচ্ছিলে কেন?

মাতঙ্গ। আপনার ভয়ে মহারাজ! সবাই বলে, মেয়েমানুষ দেখলেই আপনি রাণী করে দেন।

সুকণ্ঠ। রাজ্যের সব নারীই কি পালিয়ে গেছে?

মাতঙ্গ। যারা ভাল, তারা সবাই গেছে। মন্দ যারা, তারাই আপনার জন্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে।

সুকণ্ঠ। কারও দোষ নয়, দোষ যার—তাকে আমি জানি। কিন্তু তুমি তো অশিক্ষিত বর্বর চাষা, তুমি এ ধর্ম কার কাছে শিখলে?

মাতঙ্গ। কার কাছে শিখবো আবার! আমি তো মানুষ।

সুকণ্ঠ। আমিও তো মানুষ।

মাতঙ্গ। [মাথা চুলকাইয়া] আজ্ঞে মহারাজ, আপনাকে আমরা ঠিক মানুষ বলে মনে করি না।

সুকণ্ঠ। তুমি কখনো পরনারীকে স্পর্শ করনি?

মাতঙ্গ। রাম—রাম, পরনারী তো মায়ের মত। পরনারীর ধর্ম যে মানে না, সে মায়ের ধর্ম মানে না।

সুকণ্ঠ। কর্দম! একে নিয়ে যাও; এ প্রাসাদেই থাকবে।

মাতঙ্গ। মহারাজের জয় হোক। [প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। কর্দম!

কর্দম। কেন মহারাজ?

সুকণ্ঠ। [নিম্নস্বরে] বৌরাণী চলে গেছে?

কর্দম। হ্যাঁ মহারাজ।

সুকণ্ঠ। তোকে কিছু বলে গেছে?

কর্দম। বললেন, মহারাজকে দেখিস।

সুকণ্ঠ। সঙ্গে কিছুই নিলে না?

কর্দম। কি আর নেবেন মহারাজ! স্বামীই যার রইলো না, তার আর কি চাইবার আছে?

সুকণ্ঠ। তুই একটা কথা বলে আসতে পারিস? সে যদি একবার মায়ের কাছে ক্ষমা চায়—

কর্দম। আপনি তাকে চেনেন না মহারাজ! তিনি বরং জলে ডুবে মরবেন, তবু ক্ষমা চাইবেন না।

সুকণ্ঠ। তা চাইবে না বটে। চাষার মেয়ে কিনা! আচ্ছা, তুই যা।

কর্দম। মহারাজ! শাস্তি আমারও পাওনা আছে। আমিই তাকে বন্দীশালা খুলে দিয়েছি।

সুকণ্ঠ। চুপ—চুপ, মায়ের চর চারদিকে ঘুরছে। যা—যা—চলে যা।

কর্দম। আশ্চর্য মানুষ!

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। নিঃশব্দে চলে গেল; একটা প্রতিবাদ করলে না, একটা নিশ্বাসও ফেললে না। শাস্তিটা বড় বেশী হয়ে গেল, না? সেও তো একবার ক্ষমা চাইলে না। চাষার মেয়ে কিনা! যাক, আমার আর কি—বরং একটা বাঁধন কাটলো। কিন্তু প্রাসাদটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। [একপাশে বসিয়া পড়িল]

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীল। কোথাও তো মাকে দেখতে পাচ্ছি না। মা! মা!

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। চিৎকার কচ্ছিস কেন?

নীল। বেশ করবো, তুমি কানে তুলো দিয়ে থাক। মা! মা!

মন্দা। আবার!

নীল। যাও—যাও, যতদিন রাণী ছিলে, ততদিন তোমার কথা

শুনেছি। এখন তুমিও যা, আমিও তাই। বরং আমি রাজার ছেলে, তুমি কোথাকার কে?

মন্দা। কি, আমি কোথাকার কে? আমি ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তোকে দূর করে দিতে পারি।

নীল। আমি ইচ্ছে করলে তোমার গর্দান নিতে পারি।

সুকণ্ঠ। হুঁ!

মন্দা। তবে আজই তোকে ঘরছাড়া করবো।

নীল। আজই তোমার মুণ্ডপাত করবো। যাও, জন্মের মত খেয়ে নাওগে যাও।

মন্দা। দেখ নীলকণ্ঠ—

নীল। আমার মা কোথায়?

মন্দা। খুঁজে দেখ।

নীল। খুঁজেছি, কোথাও মা নেই! আমার মন বলছে, তুমিই তাকে সরিয়েছ।

মন্দা। আমি সরিয়েছি? রাজার আদেশে—

নীল। রাজা আবার কে? এদেশে রাজা নেই।

সুকণ্ঠ। যথার্থ।

মন্দা। তোর বাবা তবে কি?

নীল। তোমার হাতের পুতুল।

সুকণ্ঠ। ঠিক বলেছ।

মন্দা। চোপরাও বাচাল!

নীল। আমার মা কই?

মন্দা। তাড়িয়ে দিয়েছি।

নীল। সে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন?

মন্দা। চাষার মেয়ে বলে।

নীল। চাষার মেয়ে তুমি। তোমার বাপ চাষা, তোমার মা চাষা, তুমি তার চেয়েও চাষা।

মন্দা। দূর হ কুলাঙ্গার! [চপেটাঘাত]

সুকণ্ঠ। [উঠিয়া নিকটে আসিল] ওকে আর মারছো কেন মা? ও তো আর চাষার ছেলে নয়, তোমারই বংশধর।

মন্দা। আমার বংশধর এমন নীচ হতে পারে না। এ চাষারই বংশধর।

সুকণ্ঠ। [সগর্জনে] মা!

মন্দা। দূর কর, এই মুহূর্তে এই বিষধর সর্পকে বিদায় কর।

সুকণ্ঠ। কোথায়?

মন্দা। নির্বাসনে।

সুকণ্ঠ। পুত্রকে যে নির্বাসন দিতে পারে, সে একদিন মাকেও নির্বাসন দিতে পারে, সেকথা কি মনে করেছ মা?

মন্দা। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। আজ তোমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। তুমি বোধহয় প্রয়োজন হলে আমাকেও হত্যা করতে পার।

মন্দা। তুমি ওকে দূর করবে কি না?

সুকণ্ঠ। না।

মন্দা। আমার আদেশেও না?

সুকণ্ঠ। তোমার আদেশে স্ত্রীকে ডালি দিয়েছি, পুত্রকে ডালি দিতে পারবো না।

মন্দা। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, এ কুলাঙ্গার।

সুকণ্ঠ। যতই কুলাঙ্গার হোক, আমার ওপরে যাবে না।

মন্দা। স্বকণ্ঠ!

স্বকণ্ঠ। মা! তুমি যদি তোমার এমন গুণধর পুত্রকে ত্যাগ করতে না পার, আমি কেন ত্যাগ করবো আমার নিষ্পাপ শিশুকে?

মন্দা। তাহলে আমাকেই ত্যাগ করতে হবে।

স্বকণ্ঠ। তাতে আমারই অপমান। না মা, তুমি রাজমাতা হয়ে সুস্থ শরীরে প্রাসাদেই বর্তমান থাক। নীলকণ্ঠকে আমি বিসর্জন দিতে পারবো না, তবে বর্জন করতে পারবো। ও চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছে, মায়ের ভাবেই ও বিকশিত হয়ে উঠুক। রাজা না হয়ে ও চাষাই হোক।

নীল। বাবা—

মন্দা। চুপ, কে তোর বাবা? তুই চাষা।

নীল। তোমার বাবা চাষা।

মন্দা। স্বকণ্ঠ!

স্বকণ্ঠ। এই যে জননি—গর্ভধারিণি, তোমার মাতৃভক্ত সন্তান প্রস্তুতই আছে। হে পুত্র নীলকণ্ঠ, তুমি আর আমার কাছে এসো না, আমায় ডেকো না, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না। তুমি চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছ, আর আমি রাজবংশধর। তুমি মায়েরই ছেলে, বাপের কেউ নও।

নীল। কেউ নই?

স্বকণ্ঠ। না। চোখের ওপর দেখছো না, আমার পিতাকে আমি বন্দী করেছি? তুমিও বড় হয়ে আমাকে বন্দী করবে। দেখছো না—আমার মায়ের কথায় আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তুমিও তোমার মায়ের কথায় আগুনে ঝাঁপ দেবে। সংসারে কেউ আপন নয়, আপন শুধু মা।

নীল। কোথায় আমার মা ?

সুকণ্ঠ। [নীলকণ্ঠের বুকে হাত দিয়া] এইখানে। তাকেই ডাক, —আমি তোর কেউ নই।

নীল।—

গীত।

কোথায় লুকুলি মা গো, দে না মা সাড়া।
অকূল এ সংসারে আমি যে দিশেহারা।
বহিছে কল কল উছল ঢলঢল,
যেন সে পরিহাসে হাসিছে খলখল,
আমারে দিতে ঠাঁই, জগতে কেহ নাই, আপন যারা ছিল, ভুলেছে তারা।
এপারে বনরাজি কাজল-মসী-রেখা,
ওপারে শুধু করে ধূসর ছায়ালেখা,
গরজি ফুঁসি জল আমারে করে ছল, ধোয়ায় নদীজলে নয়ন-ধারা॥

[প্রস্থান।

মন্দা। লুণ্ঠনকারীদের কি করেছ ?

সুকণ্ঠ। বন্দী করেছি। যারা বাধা দিয়েছে, তোমার আদেশে তাদের হত্যা করেছি।

মন্দা। বেশ করেছ।

সুকণ্ঠ। বেশ করেছি ? কত লোক নিহত হয়েছে জান ?

মন্দা। জানবার প্রয়োজন নেই। যারা রাজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে সাহস করে, তাদের মরাই উচিত।

সুকণ্ঠ। ঠিক বলেছ। তবু মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে। তুমি কার দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছ মা ? বাঘের না সাপের ?

মন্দা। বাচালতা করো না সুকণ্ঠ !

বল্লভের প্রবেশ।

বল্লভ। বাণি! ও বাণি! বাণি—

মন্দা। কে তুমি?

বল্লভ। আমি—আমি—

মন্দা। কি চাও তুমি?

বল্লভ। চাই না কিছু; তবে এই বাণীর সঙ্গে একবারটি—যদি একবারটি দেখা হয়, এইজন্যেই আসা, বুঝলেন না? আপনি বুঝি বাণীর শাউড়ী হও? হ্যাদে, নমস্কার।

মন্দা। [কর্কশকণ্ঠে] তুমি কে?

বল্লভ। আমি কেউ না—এই পাড়াপড়শী আর কি, হাঃ—হাঃ—

মন্দা। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। মা!

বল্লভ। এটি বুঝি আপনার ছাওয়াল? বেশ-বেশ, চোখে তো ভাল দেখতে পাইনে! মুখখানা ভুলে গেছি। বাণীর সোয়ামী—রাজা সোয়ামী—সেই একটুকু বাণী আজ আমার মা হয়েছে। বাঃ-বাঃ-বাঃ, বেড়ে মুখখানা! [সুকণ্ঠের গায়ে-মুখে হাত বুলাইয়া দিল]

মন্দা। সরে যাও।

সুকণ্ঠ। থাক্ না মা, কেড়ে তো নিচ্ছে না; এ বাণীর দাদু।

বল্লভ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, ভায়া চিনে ফেলেছে। রাজার চোখ কিনা! ফাঁকি দেওয়ার কি জো আছে? ডাক তো ভায়া, বাণীকে একবার ডাক তো, দেখে যাই—[সুরে] আমার রাই মিলেছে গো শ্যামসনে, হ্যাদে আলো করে নিধুবনে রূপের কিরণে—

মন্দা। স্তব্ধ হও উন্মাদ!

বল্লভ। [স্বগত] এ ত্মুর্খী মাগী যেন কি!

মন্দা। রাণীর দেখা পাবে না, চলে যাও।

বল্লভ। দেখা পাবো না?

সুকণ্ঠ। না।

বল্লভ। শুধু একবারটি দূর থেকে দেখবো—ছোঁব না; তবু পাবো না? হ্যাঁদে, এই কানমালা—আর কখনো আসবো না।

মন্দা। কেন এসেছ? জান না, এ রাজবাড়ি?

বল্লভ। জানি। আমি চাষা, আর সে রাণী, তবু কি জান? মনটা বোঝে না। রাণী একটা আমগাছ রুয়ে এসেছিল; আম আর হয় না; ভাবলাম—গাছটা বুঝি বাঁজা। এবারে একটা আম হয়েছে, তারই একফালি ওর তরে এনেছি।

মন্দা। যাও—যাও, দেখা হবে না।

বল্লভ। দেখা না-ই হলো, বুড়িকে গিয়ে মিথ্যে করে বলব'খন। তবে এই আমের ফালিটা যদি ওকে—হ্যাঃ-হ্যাঃ! [মন্দাকিনীর হাতে আমের ফালি দিল]

মন্দা। [আমের ফালি ফেলিয়া দিয়া পায়ে মাড়াইল]

সুকণ্ঠ। [সগর্জনে] মা!

মন্দা। চুপ!

বল্লভ। মাড়িয়ে দিলে! মাড়িয়ে দিলে! আমি একটা দিন হেঁটে এসেছি; তেষ্টায় ছাতি ফেটেছে, তবু জল খাইনি; পা চলতে চায়নি, তবু চলেছি, পাছে আম পচে যায়। আমার রাণীর হাতের রোয়া গাছ—সেই গাছের প্রথম আম। যাচ্ছি—যাচ্ছি, আর আসবো না, বড় গাছে নৌকো আর বাঁধবো না। ভাই, তুমি রাণীকে বলো—

সুকণ্ঠ। রাণী এখানে নেই, তাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

বল্লভ। তাড়িয়ে দিয়েছ? কেন? আমি এসেছিলুম বলে? আর আসবো না, ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি—[নতজানু] আমরা আর কেউ তোমাদের মানে ঘা দেবো না; বাণীকে ফিরিয়ে আন।

মন্দা। না—না, তা হবে না।

বল্লভ। ওরে বাণি, ওরে আমার বাণি! [মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

মন্দা। বেরিয়ে যাও চাষা!

বল্লভ। [উঠিয়া] চাষা—কিন্তু তোমাদেরই মত মানুষ।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। চাষার হাতের আম বোধহয় খুব বিস্বাদ, নয় মা? দেখি—[আমের ফালি কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ]

মন্দা। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। কি আশ্চর্য, এতে তো চাষার গন্ধ নেই।

মন্দা। তুমি যদি এমনি করে আমার অসম্মান কর, তাহলে আমিও একদিন এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবো।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। কবে আসবে সে শুভদিন?

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। এস—এস বন্ধু, এস। তোমার বিরহে সোনার গোকুল অন্ধকার!

সুদর্শন। আমি এসেছি—

সুকণ্ঠ। বেশ করেছ। আসবে বইকি? আমায় মদ খাওয়াতে পার?

সুদর্শন। মদ!

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ। চেন না? সাধুপুরুষ। বল, কি সুসংবাদ নিয়ে এসেছ?

সুদর্শন। তাকে নিয়ে এসেছি মহারাজ!

সুকণ্ঠ। কাকে?

সুদর্শন। জনার্দনের স্ত্রীকে।

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মীকে? সে এসেছে? জনার্দনকে ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছে?

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। চুপ! বল, কেন আমাকে ছলে ভুলিয়ে স্বামীর ঘর থেকে টেনে এনেছ? তুমি রাজা, তুমি রূপবান, ঐশ্বর্যবান; একবার তুমি অপাঙ্গে চাইলে শত শত সুন্দরী তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তবে আমার ওপর তোমার এ নিগ্রহ কেন?

সুদর্শন। তোমারই মঙ্গলের জন্যে। মহারাজ তাঁর ভুল সংশোধন করবেন।

লক্ষ্মী। কে সেধেছে তোমায় ভুল সংশোধন করতে? আমি আমার স্বামীর পর্ণকুটীরে পরম সুখে রাজত্ব করছিলাম। তুমি আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, তবু আমি ভগ্নার মত তোমার সেবা করেছি। তার কি এই প্রতিদান? আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, শুধু পাতার কুটীরে মাথা গুঁজে থাকবো, তাও তোমার সইবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম?

সুদর্শন। বাচালতা রাখ নারি! প্রথম প্রথম ওসব বক্তৃতা সবাই করে, তারপর—

লক্ষ্মী। তারপর স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু লক্ষ্মী সে জাতের মেয়ে নয়। আমি বরং মরবো, তবু স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হবো না।

সুদর্শন। রাজকন্যা তুমি, একটা চাষার ঘর করতে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?

লক্ষ্মী। না—না। ঘৃণা হতো এই পশুর ঘর করলে।

সুদর্শন। খবরদার নারি!

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। বল, কেন আমায় এনেছ? আজ আমি তোমার সব অপরাধের বিচার করবো।

সুদর্শন। বিচার করবে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিচার। শত শত নারীকে তুমি কলঙ্কের পঙ্কে ডুবিয়েছ। তাদের অসহায় নারীত্ব আমার মধ্যে আর্তনাদ করছে। আমাকে যখন এনেছ, আমি বিচার করবো। বল পশু—

সুদর্শন। আবার! [অসি নিষ্কাসনোদ্যোগ]

সুকণ্ঠ। [সগর্জনে] সুদর্শন! ঔদ্ধত্য তোমার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। এ চাষীর স্ত্রী হলেও রাজকন্যা, অভিবাদন কর।

সুদর্শন। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। অভিবাদন কর। [সুদর্শন অভিবাদন করিল] কার আদেশে তুমি একে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে এনেছ? আমি শুধু বলেছিলাম, যদি স্বেচ্ছায় আসে, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তার অর্থ কি এই?

সুদর্শন। আমি এইরূপই বুঝেছিলাম রাজা।

সুকণ্ঠ। এমনি করেই তুমি আমার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছ।

আজ আমার ভয়ে রাজধানী থেকে রমণীরা পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি বলতে পার, কবে—কোথায়—কখন কোন্ নারীকে আমি বিলাসের সঙ্গিনী করতে চেয়েছি? তুমি এনে দিয়েছ, আমি গ্রহণ করেছি, কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়; যে ফণা তুলেছে, তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছি। তবু আমি লম্পট, তবু আমি নারী-সমাজের বিভীষিকা।

সুদর্শন। তাহলে একে ফিরিয়ে দিয়ে আসি?

সুকণ্ঠ। তার অর্থ আমি জানি সুদর্শন! তোমাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। যাও, ভবিষ্যতে আমার বিনা অনুমতিতে যদি কোন নারীকে তার ঘর থেকে টেনে আন, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করবো।

সুদর্শন। তা করবে বৈকি রাজা, তা করবে বৈকি! সংসারের নিয়মই এই। অপরাধ যদি করে থাকি, দুজনে মিলেই করেছি। আমার অপরাধটা তোমার মনে আছে, নিজের অপরাধ অনায়াসে ভুলে বসে আছ? কিন্তু শোন রাজা, নরকে যদি যাই, আমি একা যাবো না, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে বন্ধু! আমি অন্যায় করেছি তোমার জন্যে, কিন্তু তুমি অপরাধ করেছ শুধু নিজেরই জন্যে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। রাজা, তাহলে অনুমতি কর, আমি ফিরে যাই।

সুকণ্ঠ। না। এসেছ যখন, ফিরিয়ে দেবো না।

লক্ষ্মী। দেবে না?

সুকণ্ঠ। না। তোমার পিতা শৈশবেই তোমাকে আমায় দান করেছিলেন; কোথায় ছিল তখন জনার্দন? নিজের ভুলে আমি তোমায় হারিয়েছিলাম। আজ আমি সে ভুল সংশোধন করবো।

লক্ষ্মী। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

সুকণ্ঠ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার পিতা রাজ্যহারা, স্ত্রী

নির্বাসনে, পুত্রও হয়েছে পর। সবাই যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় এমনি করে নির্যাতন করতে পারে, আমিই বা কেন লোকের ইচ্ছার মর্যাদা দেবো ? আমার মুখের আজ যত কলঙ্ক, সবই আমার প্রাপ্য নয় ; প্রজারা যত অভিযোগ আমার ওপর চাপিয়েছে, সবটার জন্যেই আমি দায়ী নই। রাজা হয়েও যদি আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে, প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার আমিও কোন মূল্য দেবো না। এস।

লক্ষ্মী। সুকণ্ঠ !

সুকণ্ঠ। বোন ! এস আমার ঘরে। পত্নীরূপে তোমায় গ্রহণ করিনি, আজ ভগ্নীরূপে সাদরে বরণ করছি। স্পর্শ করবো না, ধুলো লাগতে দেবো না, শুধু দেবীর মত আমার চোখের সম্মুখে সাজিয়ে রাখবো। জগত যাই ভাবুক, তুমি তো জানবে—আমি তোমার ভাই ! আজ আমার কেউ নেই, আমার এ শূন্যতা তুমি এসে পূর্ণ কর বোন !

লক্ষ্মী। চল ভাই ! আমি প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

[নেপথ্যে কামানগর্জন]

ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। আর একটা রাত্রি, তারপর সব শেষ। মরি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু উজানগাঁয়ের চাষীরা আর যে উজানগাঁয়ে ফিরে গেল না, এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই। আমার ওপর বিশ্বাস করে তারা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তারা মরে গেল, তবু আমি এখনো বেঁচে আছি! ওঃ— যম, তুমি কত দূরে!

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। ভূষণ!

ভূষণ। রাত্রি কি এখনো ভোর হয়নি অঙ্কুর? কখন ভোর হবে? কখন তারা আমায় মশানে নিয়ে যাবে?

অঙ্কুর। মরবার এত সাধ?

ভূষণ। তুমি বুঝবে না অঙ্কুর! যারা আমার কথায় মরেছে, তারা শুধু আমার গ্রামবাসী নয়, আমার ভাই। উজানগাঁয়ের মাটিতে কোন্ অনাদিকাল থেকে আমাদের সম্পর্ক শিকড় গজিয়ে উঠেছে। একসঙ্গে রৌদ্রে পুড়েছি, জলে ভিজেছি, ফসল উঠলে একসঙ্গে উৎসব করেছি, অজন্মার দিনে একসঙ্গে উপোস করেছি। তাদের কেউ মারেনি, মেরেছি আমি। আমি না মরে তাদের কাছে অপরাধী হয়ে রয়েছি। বন্ধু,

আমার আর কোন প্রার্থনা নেই। আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান কর। আমার ভাইয়েরা যে পথে গেছে—

অঙ্কুর। তাদের জন্যে দুঃখ কি ভূষণ? একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে দু'দশটা প্রাণ বলি দিতে হয়।

ভূষণ। অঙ্কুর।

অঙ্কুর। হতাশ হয়ো না ভূষণ! আজ হোক, কাল হোক, আমি তোমাদের নিয়ে যুদ্ধজয় করবোই।

ভূষণ। তাই যদি হয়, ফল পাবে তুমি, আমরা নই।

অঙ্কুর। বল কি ভূষণ?

ভূষণ। ঠিকই বলছি অঙ্কুর! তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়। যদি জয়লাভ হয়, তুমি হবে রাজা; আমরা থাকবো যে তিমিরে, সেই তিমিরে। আজ পরাজিত হয়েছি, তোমাকে এরা ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেবে, মরবো শুধু আমরা।

মণিকণ্ঠের প্রবেশ।

মণি। মরবে কেন উন্মাদ? পৃথিবীতে সবারই বাঁচার অধিকার আছে।

ভূষণ। সবারই আছে, আমাদের নেই। আমরা শুধু মরতেই এসেছি। পৃথিবীকে ফলে ফুলে সাজাবো আমরা, কিন্তু তার একটা ফল আমাদের জন্যে নয়।

মণি। তোমরাই যে সেই ফল হাতে ধরে আমাদের মুখে তুলে দিয়েছ।

ভূষণ। আবার যদি চাষীর ঘরে জন্ম হয়, পরের জন্যে আর মধু সঞ্চয় করবো না, নিজেরা না খেয়ে ধনীর দুলালদের আহার্য আর জোগাবো

না ; নিজেরা দশ হাত পুরে খাবো, আর দু'চোখ ভরে দেখবো, ক্ষুধার জ্বালায় তারা কেমন আমাদের মত ছটফট করে !

মণি। কবে আসবে সেদিন, কত দূরে ? ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ থাকবে না, ক্ষুধার জ্বালায় কেউ জ্বলবে না, একজনকে স্পর্শ করলে আর একজনের জাত যাবে না ; রাজা হবে রক্ষক, প্রজা হবে মালিক ; মানুষ হবে দেবতা, তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলিত হবে এক জন্মভূমির মধ্যে ?

ভূষণ। আপনিই কি আমাদের দয়ালু রাজা মণিকণ্ঠ ?

মণি। আমি আর রাজা নই ভাই, আমি তোদেরই মত মানুষ। আয়, আমার কাছে আয়, আমায় আলিঙ্গন কর্।

অঙ্কুর। মহারাজ !

মণি। তুমি ঠিক বলেছিলে অঙ্কুর ! উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হওয়া সাজে না। রাজা হবে সেই, সহস্র সহস্র প্রজার শুভাশুভের ভার যে মাথায় তুলে নিতে পারে। আমি তা পারিনি, তাই রাজ্যব্যাপী এই হাহাকার।

অঙ্কুর। কিন্তু আপনি তো প্রজাদের জন্যে অনেক কেঁদেছেন।

মণি। কাঁদা যখন উচিত ছিল, তখন তো কাঁদিনি ; তা যদি হতো, এই কুলাঙ্গার পুত্রকে শৈশবেই হত্যা—

অঙ্কুর। মহারাজ—

মণি। দিন গেছে অঙ্কুর ! আর হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলি, রাজ্যটা প্রজাদের হাতে তুলে দিই, তারা নিজেদের হাতে একটা রাজাহীন রাজত্ব গড়ে তুলুক। কিন্তু সময় নেই—শক্তিও নেই।

ভূষণ। রাত্রি কি এখনো ভোর হয়নি অঙ্কুর ? কখন তারা আমায় বলি দেবে ? আর যে পারি না এ জীবনের বোঝা বইতে।

মণি। তুমিও কি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ?

ভূষণ। ওই আসছে জল্লাদ। এস—এস,—

কর্ণপূরের প্রবেশ।

কর্ণ। মহারাজ!

মণি। কি কর্ণপুর, অসময়ে জেগে উঠলে যে?

কর্ণ। একটা অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ! রাজ্যময় চাষীরা সব একজোট হয়ে ধনীদের বর্জন করেছে, এককণা শস্যও তারা ধনীর কাছে বিক্রি করছে না। অনশনে অর্ধাশনে ধনীর দুলালেরা কঙ্কালসার হয়ে গেছে, রাজার প্রাসাদ পথের ধূলোয় মিশে গেছে।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

সেদিন তো দূরে নয়।
আগমনী তার কাছে শোনা যায়, নাহি ভয়। নাহি ভয়।

ভূষণ। সত্য!

চারণ।—

পূর্ব-গীতাংশ।

ধূলো ঝেড়ে তারা উঠিয়াছে আজ,
পাল্টাছে তারা সবে নব সাজ,
উল্টেছে কাঁপিয়া রাজা মহারাজ, আসিছে মহাপ্রলয়।

মণি। ওরে, তোরা শঙ্খ বাজা!

চারণ।—

পূর্ব-গীতাংশ।

অসি ছেড়ে তারা ধরিয়াছে রাখী,
মিলেছে সবাই, কেহ নাই বাকি,
আকাশ বাতাস উঠিয়াছে ডাকি, এ পথে আসিবে জয়॥

কর্ণ। তুমি আবার কে?

চারণ। উজানগাঁয়ের চাষী।

ভূষণ। চারণ! তুমিও বন্দী? কি অপরাধ করেছ তুমি?

চারণ। দেশকে ভালবেসেছি। এ কি কম অপরাধ? খুন করেও রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু দেশকে ভালবাসার কি ক্ষমা আছে?

ভূষণ। এদিন থাকবে না চারণ, আমি জনার্দনের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। উজানগাঁ জাগবে—আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তার নবজীবন আমি দেখে যেতে পারলুম না। তবু পরলোক থেকেই দেখে সুখী হবো—

নীল। [নেপথ্যে] দোর খোল, খোল দোর। [সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল] আমার হুকুম। খুলবে না? খুলবে না?

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও আর্তনাদ]

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীল। দাদু!

সকলে। কে?

নীল। কুমার নীলকণ্ঠ। বেরিয়ে এস!

মণি। নীলকণ্ঠ!

নীল। বেরিয়ে এস।

অঙ্কুর। তোমার পিতা কি আমাদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন?

নীল। না, আমি নিজেই এসেছি।

কর্ণ। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

নীল। এ বিদ্যে তো তাঁর কাছেই শেখা। তিনি যদি তাঁর পিতাকে না মানেন, আমিই বা তাঁকে মানবো কেন?

মণি। ওরে, এসেছে, আজ বিচারক এসেছে, ন্যায়দণ্ড এসে আজ স্বেচ্ছাচারের টুঁটি চেপে ধরেছে। নাচ কর্ণপুর, নাচ; ওরে অঙ্কুর, তোরা শাঁখ বাজা, মণিকণ্ঠ তার ভুল সংশোধন করতে আবার এসে জন্মেছে। ওরে নবীন, ওরে নবযুগের অগ্রদূত! তোর ভেতর দিয়ে আমি একটা নতুন জগত দেখতে পাচ্ছি; সে জগতে অন্যায় কেউ মাথা পেতে নেয় না, পিঠে চাবুক খেয়ে পায়ে ধরে কাঁদে না।

কর্ণ। কিন্তু—

নীল। খবরদার! যে কিন্তু বলবে, তাকেই আমি গুলী করবো। বেরিয়ে যাও।

কর্ণ। কোথায় যাবো?

নীল। চুলোয়।

কর্ণ। স্থানটা বিশেষ স্বাস্থ্যকর নয়।

মণি। তুই রাজা হবি দাদু? তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখি—

নীল। রাজা কাউকে হতে হবে না দাদু! আকালের দেশ মাথা তুলে উঠেছে; এককণা শস্যও কেউ আমাদের দিচ্ছে না।

ভূষণ। দিন এসেছে, দিন এসেছে।

মণি। বলি, তাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে না তো?

নীল। সেদিন গেছে দাদু! একজনকে মারতে গেলে দশজন রুখে দাঁড়ায়।

মণি। ঠিক হয়েছে! ধনী বলে এদের বড় অহঙ্কার। মানুষকে এরা মানুষ বলে মনে করে না। চাষার মেয়ে বলে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত—হ্যাঁ দাদু, তোর মা—

নীল। মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মণি ও কর্ণ। তাড়িয়ে দিয়েছে!

নীল। কেন মার কথা তুললে?

মণি। কাঁদিসনে দাদু! যেখানেই থাক সে, আমি তাকে খুঁজে আনবো। এস মন্ত্রি!

কর্ণ। না মহারাজ! এই বালককে বিপন্ন করে—

মণি। মন্ত্রি! পিতাকে হত্যা করা যায়, কিন্তু পুত্রের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও দেওয়া যায় না।

[কর্ণপূর সহ প্রস্থান।

চারণ। আমি বুঝেছি। পিতা তোমার রাজবংশধর, মা তোমার চাষার মেয়ে, তুমি হবে এই দুই মিলনের যোগসূত্র।

[প্রস্থান।

নীল। তুমি যাবে না?

ভূষণ। না, আমি মরবো।

নীল। অতবড় ধুমসো মানুষটা মরতে চাও, লজ্জা করে না? মরতে চায় মেয়েরা, পুরুষ কেন মরতে চাইবে?

ভূষণ। বাঃ-বাঃ, তোমার কথাগুলো তো বেশ। তুমি ঠিক বলেছ। যারা কাপুরুষ, তারাই মরতে চায়; আমি কেন মরবো? আমি বাঁচবো, আমার জাতির জন্যেও আমায় বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু আমি এখন কি. করবো?

নীল। একটা কাজের মত কাজ করে যাও। সেনাপতি তোমাদের

এক চাষী-বৌকে ধরে এনেছে। এ বাড়িতে সে আছে। তাকে নিয়ে যাও।

অঙ্কুর। কে? কাকে ধরে এনেছে?

নীল। তার নাম লক্ষ্মী।

ভূষণ। লক্ষ্মী! জনার্দনের স্ত্রী! তাকে এরা ধরে এনেছে! এত অত্যাচার! কোথায় সে? কোথায়? কোন্‌দিকে? এস তো অঙ্কুর! লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—

[প্রস্থান।

অঙ্কুর। চল—চল, শীঘ্র চল।

[প্রস্থান।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। কে এখানে?

নীল। আমি নীলকণ্ঠ।

সুদর্শন। তুমি এখানে কেন?

নীল। আমার সখ হয়েছে।

সুদর্শন। বন্দীরা কোথায়?

নীল। পগার পার।

সুদর্শন। নীলকণ্ঠ—

নীল। নীলকণ্ঠ তোমার বাপের ঠাকুর। চাকর, চাকরের মত কথা কও।

সুদর্শন। এদের মুক্তি দিয়েছে কে?

নীল। আমি। যাও, তোমার রাজাকে গিয়ে বল।

সুদর্শন। শুধু বলবো না, তোমায় বন্দী করে নিয়ে যাবো! [অগ্রসর]

নীল। খবরদার! [আগ্নেয়াস্ত্র তুলিয়া ধরিল]

সুদর্শন। জান বালক, এ বিদ্রোহের পরিণাম?

নীল। জানি। আমার হয়তো গর্দান যাবে। কিন্তু তোমার তাতে লাভ নেই। তুমি আমাদের সর্বনাশ করেছ! মরবার আগে তোমাকে যদি না মারতে পারি, আমি ক্ষত্রিয়ের ছেলেই নই!

[আগ্নেয়াস্ত্র তুলিয়া ধরিয়া প্রস্থান।

সুদর্শন। তবে আর তোমার নিস্তার নেই বালক!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

ও চাষি ভাই, শোন্।
মরিসনে আর পরের তরে, [ও তুই] নিজের তরে ফসল বোন।
ওদের হাতে মারা চলবে না ভাই, মারতে হবে ভাতে,
ঘরের ফসল ঘরে রেখে ছাই ঢেলে দে পাতে;
ওদের আকুল হাহাকারে,
নামবে স্বর্গ তোদের দ্বারে,
মরবে ওরা দলে দলে ঘরে বসে তোরা গোন॥

[প্রস্থান।

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। সার্থক অভিযান, হাজার হাজার চাষী আজ এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই, হুঙ্কার নেই—তবু এরই ভয়ে রাজার অটল সিংহাসন টলে উঠেছে। তারা ভয় দেখিয়েছে, এরা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। সুদিনের আগমনী আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ওরে আমার চাষী ভাই-বোন, অনেক দুঃখ সয়েছিস তোরা, আরও দুদিন হয়তো সইতে হবে; তবু আমি ঠিক জানি—এ অভিযান নিষ্ফল হবে না।

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। ভুল, তুমি ভুল বুঝেছ জনার্দন! এ পথে জয় কথনো আসবে না।

জনা। আসবে—আসবে, জয়লক্ষ্মীর পদশব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অঙ্কুর। তুমি ভ্রান্ত। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ, কেউ কথনো শুনেছে?

জনা। জগতের কোন আবিষ্কারের কথাই আগে কেউ শোনেনি।

অঙ্কুর। কেন বৃথা হাজার হাজার নির্বোধ চাষীকে এমনি করে ক্ষেপিয়ে তুলেছ? এদের হাতের লাঠি পর্যন্ত তুমি ফেলে দিয়েছ। আজ যদি সবাইকে ধরে শ্মশানে বলি দেয়, কি করবে তুমি?

জনা। শবদাহ করবো।

অঙ্কুর। খুব শুভাকাঙ্ক্ষী তো তুমি!

জনা। আমি ওদের ভাই, ওদের শুভ আমি বুঝবো না, বুঝবে তুমি?

অঙ্কুর। হ্যাঁ, আমি—আমি রাজবংশধর, রাজনীতি আমিই জানি।

জনা। তোমাদের এই রাজনীতির দায়ে দু-হাজার নিরপরাধ চাষী প্রাণ দিয়েছে।

অঙ্কুর। না হয় আরও পাঁচ হাজার দেবে।

জনা। চাষীর প্রাণটা বড় সস্তা, না?

অঙ্কুর। একটা জাতিকে তুলতে হলে—

জনা। হাজার হাজার প্রাণ বলি দিতে হয়, কেমন? ওসব বড় বড় কথা আমরাও জানি। কিন্তু বিনা রক্তপাতে যদি জয় হয়, সেকি আরও ভাল নয়?

অঙ্কুর। তা কখনো হয় না। শোন জনার্দন, দেশের সব চাষীরা আজ একজোট হয়েছে। এদের আমার হাতে তুলে দাও। আমি এদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আর একবার—

জনা। দুর্গা বলে ঝুলে পড়বে—অর্থাৎ রাজ্যটা তোমার চাই। কিন্তু আমাদের তাতে লাভ? এক রাজার হাত থেকে আমরা আর এক রাজার হাতে গিয়ে পড়বো। সুকণ্ঠ আমাদের লোহার শেকলে বেঁধেছে, তুমি না হয় সোনার শেকলে বাঁধবে।

অঙ্কুর। জনার্দন! আমায় বিশ্বাস কর। সত্যই আমি রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, চাই শুধু দেশেব শান্তি। শোন জনার্দন—

জনা। কি আর শুনবো? আমার ঘরখানা হয়তো তুমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে, কিন্তু আমার ভাই-বন্ধুদের চোখের জল তো ঘুচবে না, তাদের খড়ের চালের হাজার ফুটো তো বুজবে না।

অঙ্কুর। তুমি নির্বোধ।

জনা। তাই ভাল। আমি সবাইকে নিয়ে নরকেই থাকবো, তবু একা স্বর্গে যাবো না।

ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। আবার বল, আবার বল ভাই—"সবাইকে নিয়ে নরকেই থাকবো, তবু স্বর্গে যাবো না।"

অঙ্কুর। ভেবে দেখ জনার্দন—

ভূষণ। আর ভাবতে হবে না অঙ্কুর! চাষীরা আজ নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। আর এদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাবো না।

অঙ্কুর। এই তোমাদের শেষ কথা?

ভূষণ। হ্যাঁ।

অঙ্কুর। কিন্তু এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে।

ভূষণ। হোক, তবু বড় গাছে আর নৌকো বাঁধবো না।

অঙ্কুর। জনার্দন। তোমারও এই কথা?

জনা। হ্যাঁ। আমি সাপকে বিশ্বাস করবো, তবু রাজবংশকে নয়।

অঙ্কুর। উত্তম, এর পরে সহস্র অনুরোধ করলেও আমার সাহায্য আর পাবে না।

[প্রস্থান।

ভূষণ। তুমি ঠিক বলেছিলে জনার্দন, রাজশক্তির সঙ্গে দুর্বলের যুদ্ধের প্রথম সোপান একতা।

জনা। এ আমার কথা না ভূষণ, আমাকে এ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছে লক্ষ্মী। দিকে দিকে চাষীদের এই জাগরণে সবচেয়ে যে সুখী হতো, সে হয়তো আর জীবিত নেই।

ভূষণ। জীবিত আছে জনার্দন!

জনা। কোথায়? কার কাছে? কত দূরে?

ভূষণ। রাজপ্রাসাদে।

জনা। তবে যা ভেবেছি, তাই? সুকণ্ঠই তাকে ভুলিয়ে এনেছে?

ভূষণ। আর তার কথা তুলো না ভাই! সে আর তোমার নয়।

জনা। ভূষণ!

ভূষণ। কারাগার থেকে পালিয়ে এসে আমি প্রথম তার কাছেই গিয়েছিলাম। পায়ে ধরে সেধেছি, সে এলো না।

জনা। তাই সে আমার নয়? তুমি ভুল বুঝেছ ভূষণ! সূর্য পশ্চিমে উঠবে, তবু লক্ষ্মী অবিশ্বাসিনী হবে না। তাকে শুধু আমি জানি, আর কেউ জানে না।

ভূষণ। কিন্তু—

জনা। থাক্‌ ভূষণ, এখানে তর্ক চলে না, আমি তাকে অন্তর দিয়েই চিনেছি। সে আসবে, আমার কাছেই ফিরে আসবে।

ভূষণ। এলেও সুকণ্ঠ তার ললাটে কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে দেবে।

জনা। সে দোষ তার নয়—আমার, আমিই তাকে রক্ষা করতে পারিনি। কলঙ্ক যদি নিয়ে আসে, আমি তা চোখের জলে ধুয়ে নেবো।

ভূষণ। জনার্দন, তুমি মানুষ নও; তুমি দেবতা।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। তোমরা কেউ বলতে পার, উজানগাঁয়ের চাষীরা কেমন আছে? তাদের দুঃখের দিন কি ভোর হয়নি? চাষার মেয়েরা কি ক্ষত্রিয়ের হাতে এখনো তেমনি লাঞ্ছনা সহ্য করছে?

ভূষণ। হ্যাঁ। তবে সুদিন আসছে। কিন্তু তুমি কে?

বাণী। আমি? আমি কেউ নই। আমি পথের মেয়ে। কত যে চলি, তবু পথ আমায় ছাড়ে না। বসতে গেলেই টানে, ঘুম পেলে ঘুমুতে দেয় না, ক্ষিধে পেলেও রেহাই দেয় না।

জনা। ওরে ভূষণ, নতজানু হ, অভিবাদন কর, এ আমাদের রাণী। [অভিবাদন]

ভূষণ। রাণী!

বাণী। জনার্দন, তুমি!

জনা। রাজরাণীরও এই দশা! হতভাগ্য রাজা কি কাউকে আপনার করতে পারবে না?

বাণী। আঃ, এমন স্থান কি কোথাও নেই, যেখানে মানুষের চিহ্ন নেই? [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভূষণ। দাঁড়াও, যেতে পাবে না।

বাণী। পাবো না?

ভূষণ। না। তোমার স্বামী আমাদের ঘরের বৌকে চুরি করে নিয়েছে, তার মুখে হয়তো কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছে।

বাণী। কে? কে সে?

ভূষণ। এই জনার্দনের স্ত্রী।

বাণী। জনার্দন, তোমার ওপরও এই অত্যাচার? [জনার্দন ম্লান হাসি হাসিল]

ভূষণ। উপকারের বিনিময়ে সে যদি এমনি অত্যাচার করতে পারে, আমরাই বা এত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবো না কেন? ভগবানই তোমায় এনে দিয়েছে। সে যেমন আমাদের বৌয়ের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়েছে, আমরাও তেমনি তোমার মাথায় কলঙ্কের পশরা তুলে দেবো। নাও জনার্দন, প্রতিশোধ নাও। [বাণীকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া জনার্দনের দিকে ঠেলিয়া দিল]

বাণী। [আর্তকণ্ঠে] জনার্দন! জনার্দন—

জনা। ভয় কি দিদি? আমি ভাই।

ভূষণ। তুমি মানুষ, না কি?

বাণী। না, দেবতা।

গীতকণ্ঠে মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক।—

গীত।

যে পাখী উড়ে গেল, এল না ফিরে,
আঁধারে ফেলে গেল সোনার খাঁচাটিরে।
প্রভাতে রবিকর কত যে খোঁজে তায়,
আনে সে ফুলরেণু উজাড়ি দিকে পায়,
নাই সে, নাই নাই, [illegible] হলো ছাই
রবির আলো কাঁদে খাঁচাটি ঘিরে।
সুপ্রাতে এলো না সে [illegible] আপনা গৃহবাসে,
এত যে ভাসে বুক নয়ন-নীরে॥

জনা। কাঁদিসনে মাণিক। এই দেখ, রাস্তায় একটা বোন কুড়িয়ে পেয়েছি। প্রণাম কর্। এও তোকে তেমনি করে আদর করবে।

মাণিক। [বাণীকে প্রণাম করিয়া] তুমি আমার দিদি?

বাণী। হ্যাঁ ভাই! আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে চল।

ভূষণ। চাষা! এরই নাম চাষা! মানুষ এর মাথায় দেয় থুৎকার, কিন্তু দেবতারা করে পুষ্পবৃষ্টি!

[প্রস্থান।

জনা। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! এ সুখের দৃশ্য তুমি একবার দেখবে না? দেখবে এস, আমার পাতার ঘরে রাণী এসেছে, আমার বোন—বাণী।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সুকণ্ঠের কক্ষ।

সুকণ্ঠের প্রবেশ।

সুকণ্ঠ। কে ডাকলে? বাণী—বাণী? তাই তো, আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি নাকি! বাণী নেই, বাণী মরেছে। আর কেউ জ্বালাতন করতে আসবে না। মরুক, চাষার মেয়ের কথা আমি কেন চিন্তা করবো?

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। এই যে মা-জননি, আদেশ কর, কার মাথা নিতে হবে?

মন্দা। রহস্য রাখ নির্বোধ! দিবানিশি বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকলেই কি রাজকার্য চলবে? রাজ্যে কি হচ্ছে খবর রাখ? চাষীরা একজোট হয়ে কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে, জান কিছু?

সুকণ্ঠ। জানি।

মন্দা। জেনে কি প্রতিকার করেছ?

সুকণ্ঠ। কিছুই না।

মন্দা। প্রাসাদে ক'দিনের খাদ্য আছে?

সুকণ্ঠ। এক পক্ষের।

মন্দা। তারপর?

সুকণ্ঠ। অনাহার।

মন্দা। সইতে পারবে?

সুকণ্ঠ। চেষ্টা করে দেখি। ওরা ছোটজাত হয়ে এত অনাহার

সহ্য করেছে, আর আমরা বড়জাত হয়ে পারবো না? ওদের চেয়ে আমরা ছোট হবো কেন?

মন্দা। এ শুধু উন্মাদের প্রলাপ।

সুকণ্ঠ। তুমি কি করতে বল মা?

মন্দা। এও আমাকে বলতে হবে? তুমি কি অন্ধ, না অজ্ঞান? তারা ধনীর কাছে শস্য বিক্রি করছে না, এ দেখেও তুমি চুপ করে আছ?

সুকণ্ঠ। কি করবো বল? তাদের শস্য তারা যদি না বিক্রি করে, আমি তার কি করবো?

মন্দা। বুঝিয়ে বল।

সুকণ্ঠ। শোনে না।

মন্দা। রক্তচক্ষু দেখাও।

সুকণ্ঠ। গ্রাহ্য করে না।

মন্দা। তাহলে লুণ্ঠন কর।

সুকণ্ঠ। লুণ্ঠনের শাস্তি—প্রাণদণ্ড না? এরই মধ্যে ভুলে গেলে! এখনও তো অনাহার আরম্ভ হয়নি, ক্ষুধার জ্বালা তো এখনো বোঝনি! মা! যে অপরাধে প্রজাদের মাথা নিয়েছি, রাজা হয়ে আমি সে অপরাধ করতে পারবো না।

মন্দা। প্রাসাদের এতগুলো লোক অনাহারে মরবে!

সুকণ্ঠ। মরুক, তবু এ আমি পারবো না।

মন্দা। তুমি না পার, আমি সৈন্য পাঠাচ্ছি।

সুকণ্ঠ। শাস্তিটা তাহলে তোমাকে নিতে হবে।

মন্দা। সাধ্য থাকে, দিও আমাকে দণ্ড। তবু অনাহারে এতগুলো প্রাণীর মৃত্যু আমি দেখবো না।

সপ্তম দৃশ্য।]

সুকণ্ঠ। মা, তোমার কি দয়া!

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। মহারাজ! নীলকণ্ঠ জোর করে সব বন্দীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। রক্ষী বাধা দিয়েছিল, তাই তাকে গুলী করে পঙ্গু করে রেখেছে।

মন্দা। কি, সব বন্দীদের তাড়িয়ে দিয়েছে—একটা দুগ্ধপোষ্য বালক? কোথায় সে?

সুদর্শন। প্রাসাদময় ছুটে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই বন্দী করতে পারলাম না।

মন্দা। বন্দী কি? কুকুরের মত গুলী করে মার। [সুদর্শন প্রস্থানোদ্যত হইল]

সুকণ্ঠ। দাঁড়াও।

সুদর্শন। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মীর কক্ষে এইমাত্র কে প্রবেশ করেছিল?

সুদর্শন। আপনি কি বলছেন মহারাজ?

সুকণ্ঠ। আমার পেছনে দুটো চোখ আছে, জান না? দ্বিতীয়বার এ অপরাধ করলে আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো। যাও, দূর হও। [সুদর্শন প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দা। দাঁড়াও সুদর্শন! উজানগাঁয়ের সমস্ত সঞ্চিত শস্য লুটে আনতে সৈন্য পাঠিয়ে দাও।

সুকণ্ঠ। শোন, আজই সব সৈন্যদের বেতন দিয়ে অবসর দাও। আমার কোন সৈন্যের প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন। সৈন্য না থাকলে রাজ্যরক্ষা করবে কে!

সুকণ্ঠ। শত্রু যেখানে নিরস্ত্র, সেখানে রাজ্যরক্ষার জন্যে সৈন্যের প্রয়োজন নেই।

মন্দা। তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ। তোমাকে বন্দী করে আমাকেই রাজ্য চালাতে হবে।

সুকণ্ঠ। যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ আমার আদেশই বেদবাক্য।

সুদর্শন। আমি মানবো না আর আদেশ, শুনবো না আর বেদবাক্য।

[তরবারি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

মন্দা। সুকণ্ঠ, আমি কি এইজন্যেই তোমায় গর্ভে ধরেছিলাম? মা হয়ে আজ তোমার হাতে আমার এই অপমান, পদে পদে এই লাঞ্ছনা?

সুকণ্ঠ। তুমি যে আর একজনের মাকে এর চেয়েও লাঞ্ছনা দিয়েছ মা! চাষার মেয়ে বলে যখন তার মুখে অতঃপর থুৎকার দিয়েছ, যখন তারই ঘর থেকে তাকে বেত্রাহত কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছ, তখন তো মনে করনি যে—তারও ছেলে আছে। মায়ের কোন জাত নেই মা! একটা মাকে যে নির্যাতন করেছে, ছেলের কাছে সে মায়ের মর্যাদা কেমন করে পাবে মা? তোমার প্রশ্রয়ে অসংখ্য অন্যায় আমি করেছি, বাধা পেয়েছি এইখানে। আজ আমার আদর্শের সমাধি, আমার মাতৃঋণ পরিশোধ।

মন্দা। তাহলে রাজত্বও আর তোমায় করতে হবে না।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। রাজত্বের স্বপ্ন আরও আছে? মানুষ আর সে মানুষ নেই। নতুন আদর্শের বন্যা বাতাসের বেগে ছুটে আসছে। রাজায়-প্রজায় ধনী-দরিদ্রে কোন বৈষম্য আর থাকবে না।

কর্দমের প্রবেশ ।

কর্দম। মহারাজ !—

সুকণ্ঠ। কি কর্দম ?

কর্দম। বৌরাণী বেঁচে আছেন।

সুকণ্ঠ। আছে ! বেঁচে আছে রাণী ? কোথায় ?

কর্দম। [নতমস্তকে] জনার্দনের ঘরে।

সুকণ্ঠ। মাথা হেঁট করলে যে ? ও—বুঝেছি। কিন্তু—না, এই তো স্বাভাবিক। ওঃ—এত জ্বালা এ কল্পনায় !

কর্দম। মহারাজ, এইবার বোধহয় বুঝতে পারছেন, আপনার কলঙ্ক তাঁরও বুকে এমনি বাজতো ?

সুকণ্ঠ। তুই ঠিক জানিস ?

কর্দম। জানি। তাই তিনি আপনাকে তিরস্কার করেন, আর আপনি তাকে প্রহার করলেন।

সুকণ্ঠ। হুঁ ; আচ্ছা, তুই জানিস সে আমায় ভালবাসতো ?

কর্দম। সে ভালবাসার কি তুলনা আছে ?

সুকণ্ঠ। তবে সে জনার্দনকে—

কর্দম। সে দোষ তাঁর নয়, আপনার।

সুকণ্ঠ। তবু আমি একবার জনার্দনকে দেখবো। তুই একবার সুদর্শনকে ডেকে দে তো।

কর্দম। মহারাজ, দোহাই আপনার, বৌরাণীকে কোন শাস্তি দেবেন না। বৌরাণী বড় রোগা হয়ে গেছেন, দেখলে চেনা যায় না।

সুকণ্ঠ। কেন ? কেন ? খেতে পাচ্ছে না, না ? তাতে আমার কি ? সে চাষার মেয়ে—

কর্দম। তবু আপনি তাঁকে ভালবাসেন।

সুকণ্ঠ। ভালবাসি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এমন অসম্ভব কথা তোকে কে বললে কর্দম?

কর্দম। আপনার চোখ। [সুকণ্ঠ অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিল] আমি যা জানতে এসেছিলাম, জেনেছি। মহারাজ, আমি বৌরাণীকে আনতে চললুম।

সুকণ্ঠ। [রুদ্ধকণ্ঠে] কর্দম!

কর্দম। আমি কারও কথা শুনবো না, রাজাই হোক আর রাজার মা-ই হোক।

[প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!

মাতঙ্গের প্রবেশ।

মাতঙ্গ। মহারাজ, বৌ এসেছে।

সুকণ্ঠ। এঁ্যা! কই, কোথায়?

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, আমার ঘরে।

সুকণ্ঠ। ও—তোমার স্ত্রী? তারপর—কোথায় ছিল?

মাতঙ্গ। সেকথা তো জিজ্ঞেস করিনি। তার ধর্ম তার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে।

সুকণ্ঠ। যদি সে কলঙ্কিনী হয়?

মাতঙ্গ। সে তো তার দোষ নয়, আমার দোষ।

সুকণ্ঠ। তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, না মাতঙ্গ?

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, সেটা ঠিক জানি না। তবে ধর্মসাক্ষী করে বে' করেছি—কেমন যেন গায়ে গায়ে জড়িয়ে গেছে।

সুকণ্ঠ। ধর্মসাক্ষী করে সবাই তো বিবাহ করে, কিন্তু তোমার মত ভাল তো বাসে না!

মাতঙ্গ। সে শালারা মানুষ নাকি?

সুকণ্ঠ। তুমি আর কখনো কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসনি?

মাতঙ্গ। শোন কথা! পরের বৌ মায়ের মত না?

সুকণ্ঠ। ঠিক বলেছ ভাই! তোমরাই মানুষ—আমরা মানুষ-নামের কলঙ্ক।

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, আপনাকে শালারা যত খারাপ বলে, তত খারাপ তো আপনি নন। আচ্ছা, আমি তাহলে আসি। পেন্নাম হই।

সুকণ্ঠ। যাবে? আচ্ছা যাও বন্ধু, যাও। জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছিলাম, তারা অনেক নিয়েছে, দেয়নি কিছু। যে শিক্ষা তোমার কাছে পেয়েছি, কোন বন্ধু—কোন গুরুও আমায় তা দিতে পারেনি।

মাতঙ্গ। ওসব বড় বড কথা আপনি কি বলছেন?

সুকণ্ঠ। যাও বন্ধু, যাও। অর্থ দিয়ে তোমায় অপমানিত করবো না। চিরদিন এমনি দরিদ্র আর এমনি পবিত্র হয়েই তুমি থেকো ভাই! সংসারের দুর্গম পথে বন্ধুর যদি কখনো প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করো, আমি যাবো তোমার ঘরে।

মাতঙ্গ। যাবে? বেশ—বেশ, তবে তোমার নেমন্তন্ন রইলো দাদা! আমার বৌ যা সুক্ত আর পুঁইশাকের তরকারী রাঁধে—তোফা, খেয়েছ কি মরেছ—হ্যাঁ! আচ্ছা, আসি তাহলে। [প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। ওরে ভদ্রলোকের দল, ভেঙে ফেল তোদের কুশিক্ষার পাঠশালা। মানুষের শিক্ষা যদি নিতে হয়, নেমে আয় এইখানে—এই অভদ্র, অসভ্য, চির নাবালক চাষাদের মাঝখানে। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কক্ষ।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কতদিন তাঁকে দেখিনি। না জানি তিনি কেমন আছেন। মাণিক হয় তো কত কাঁদছে। কবে আবার আমি উজানগাঁয়ে ফিরে যাবো?

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। কি চাও তুমি?

সুদর্শন। আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মী। সুবর্ণপুরের সৌভাগ্য। এবার বোধহয় প্রজারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। তা আমার কাছে কেন?

সুদর্শন। আমি তোমায় নিয়ে এসেছিলাম, চল—আমিই তোমায় রেখে আসছি।

লক্ষ্মী। কোন প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন। প্রয়োজন নেই? তুমি যাবে না?

লক্ষ্মী। যাবো, কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়।

সুদর্শন। রাজার সঙ্গে যাবে?

লক্ষ্মী। কোন আপত্তি নেই।

সুদর্শন। বুঝতে পেরেছি।

লক্ষ্মী। তোমার বুদ্ধি খুব প্রখর।

সুদর্শন। একটা লম্পট—তার সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই, আর আমি—

লক্ষ্মী। তুমি তার চেয়েও লম্পট। তাকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তোমাকে তোমাব নিজের মেয়েও বিশ্বাস করবে না। তাকে লম্পট সাজিয়েছ তুমি। সুবর্ণপুর রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করেছে ছুটো শয়তান। একটা তুমি—

সুদর্শন। লক্ষ্মি! আমার মুখের দিকে চাও। আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলেছি। আজ আর আমি প্রতারক নই।

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যাও।

সুদর্শন। আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। একটা লম্পটের বিলাসের সঙ্গিনী হবার জন্যে তোমাকে আমি কিছুতেই রেখে যাবো না।

লক্ষ্মী। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না সাধুপুরুষ। আমার স্বামী আছেন—

সুদর্শন। সে স্বামী আর তোমার নেই। সে এখন বাণীকে নিয়ে বিভোর হয়ে আছে।

লক্ষ্মী। বাণী!

সুদর্শন। হ্যাঁ। সুকণ্ঠের নির্বাসিতা স্ত্রী তার কাছেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার কলঙ্কে উজানগাঁ ছেয়ে গেছে। তুমি ফিরে গেলে আর তোমাকে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। তবু আমার কর্তব্য আমি করবো।

লক্ষ্মী। তোমার কর্তব্য যদি আমাকে নিয়ে যাওয়া, আমার কর্তব্য তোমার সঙ্গে না যাওয়া।

সুদর্শন। সত্যই আমি এত অবিশ্বাসী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, এত অবিশ্বাসী। আমি সুকণ্ঠের হাত ধরে নিশীথ রাত্রে নির্জনে ভ্রমণ করতে পারি, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকেও তোমার পাশে বসতে পারি না।

সুদর্শন। সুকণ্ঠ আজ বড় বন্ধু হয়েছে, না? তোমার স্বামী তার স্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করেছে, আর সে তোমাকে ভগ্নি বলে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করবে—নয়? আমার কাছে সে কি আদেশপত্র পাঠিয়েছে জান? [লক্ষ্মীর হাতে পত্র দিল] পড়।

লক্ষ্মী। "যেভাবে পার, নিয়ে আসবে, আমি তাকে গ্রহণ করবো, তাকে আমার চাই।" কাকে? কার কথা লিখেছে?

সুদর্শন। তোমার কথা; আজ রাত্রেই তার কক্ষে তোমায় পৌঁছে দিতে হবে।

লক্ষ্মী। চল, নিয়ে চল।

সুদর্শন। আমি আর তার ভৃত্য নই।

লক্ষ্মী। ভগবান! ভগবান! রক্তের সম্বন্ধটাই কি সব? মানুষের গড়া সম্পর্কটা কি কিছুই নয়? হা-রে অভাগা রাজা, এমন মধুর সম্বন্ধ তুমি এমনি করেই বিষময় করে তুলতে চাও? বুঝেছি, সংসারে একজন ছাড়া আর কেউ আপনার হতে পারে না।

সুদর্শন। সেও আর তোমার আপনার নয়।

লক্ষ্মী। যদি তাই হয়, আমি একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেই মরবো।

সুদর্শন। তবে এস আমার সঙ্গে।

লক্ষ্মী। না—না, কারও সঙ্গে নয়। সংসারে সবাই অবিশ্বাসী। আমি আপন ভাইকেও এত ভালবাসিনি, যত ভাল বেসেছিলাম এই অভাগা রাজাকে। আজ সে আমারই মাথায় ছোবল মারতে চায়?

স্বামী—যাকে এক মুহূর্তও ভুলে থাকতে পারিনি, সেও আজ আমায় ভুলে—ওঃ, বাবা, তোমার অভিশাপ এতদিনে সফল হলো? না—না, আমি যাই।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। তুমি নাকি জনার্দনের স্ত্রী; সেই জনার্দন, যে আমাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার শত্রু লেলিয়ে দিয়েছে?

লক্ষ্মী। শুধু সেই কথাটাই মনে করে রেখেছ? একদিন যে সে তোমার পুত্রকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিল, সেকথা বুঝি মনে নেই?

মন্দা। সেজন্যে যা পুরস্কার চাইতো, আমরা দিতাম। তাই বলে হাজার হাজার চাষীদের এমন করে ক্ষেপিয়ে তুলবে?

লক্ষ্মী। আত্মরক্ষার নাম তো বিরোধিতা নয়। তাদের শস্য তারা বিক্রি করবে না, তোমার তাতে কি?

মন্দা। এর নাম রাজদ্রোহ।

লক্ষ্মী। রাজার মেয়ে আমি, রাজদ্রোহ কাকে বলে আমি জানি। আত্মরক্ষার নাম বিদ্রোহ নয়, দেশকে ভালবাসার নামও রাজদ্রোহ নয়।

মন্দা। কিন্তু এ আমি হতে দেবো না। আমরা থাকবো অনাহারে, তোমরা দু'হাত পুরে খাবে, এ হতে পারে না।

লক্ষ্মী। কেন পারে না? আমরা যখন অনাহারে ছিলাম, তখন তো তোমরা দু'হাত পুরে খেয়েছ। তোমাদের ঘরে এত চাল থাকতেও আমাদের একমুঠো দাওনি। আজ তোমরা মর, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো।

মন্দা। সবাই বলছে, বিদ্রোহের এই মন্ত্র তুমিই ছড়িয়ে এসেছ। ইচ্ছা করলে তুমিই বিদ্রোহ বন্ধ করতে পার।

লক্ষ্মী। হয় তো পারি, কিন্তু কেন করবো?

মন্দা। কারণ তুমি নারী।

লক্ষ্মী। তুমিও তো নারী। অনাহারে এতগুলো মানুষের মৃত্যু তুমি যদি সইতে পার, হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষকে যদি কুকুর-ছাগলের মত বলি দিতে পার, আমি কেন পারবো না? তুমি রাণী বলেই তোমাকে সব সাজে, আর আমি চাষার বৌ বলে—

মন্দা। দেখ, এ বিদ্রোহ আমি একদিনেই দমন করতে পারি, কিন্তু বাদী হচ্ছে আমারই ছেলে। শোন লক্ষ্মি—[হাত ধরিল]

লক্ষ্মী। মহারাণি! আমায় ছুঁয়ে ফেললে? আমি যে চাষার বৌ।

সুদর্শন। তা হলেও তুমি রাজকন্যা।

লক্ষ্মী। ও—অপরাধটা তাহলে চাষার মেয়ের, চাষার বৌয়ের কোন অপরাধ নেই? শোন রাণি, এ বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারি এক সর্তে।

মন্দা। কি সর্ত?

লক্ষ্মী। সিংহাসন প্রজাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

মন্দা। বল কি!

লক্ষ্মী। ভেবে নাও, অনাহার চাও, না জনশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে চাও? এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

মন্দা। লক্ষ্মি, একবার অনুরোধ করেছি বলে মনে করো না যে, আমরা একেবারেই শক্তিহীন। তোমার স্বামীকে ধরে এনে তোমার চোখের ওপর বলি দেবো।

লক্ষ্মী। চোখের ওপর কেন, বুকের ওপর রেখে বলি দাও, তবু এ আগুন নির্বাপিত হবে না।

মন্দা। সুদর্শন! তুমি নিজে গিয়ে জনার্দনকে ধরে নিয়ে এস।

সুদর্শন। চেষ্টা করেছিলাম মহারাণি! দু'হাজার চাষী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো, কাছে যেতে পারলাম না। আর এখন তো যাবোই না।

মন্দা। ওর পত্র নিয়ে যাও। লক্ষ্মি! জনার্দনকে তুমি—

লক্ষ্মী। আসতে লিখবো? কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই তাঁর কাছে যাবো।

মন্দা। লিখবে না?

লক্ষ্মী। না।

মন্দা। বলপ্রয়োগে বাধ্য করবো।

লক্ষ্মী। তাই কর, আমি চললুম। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মন্দা। সুদর্শন—[ধরিতে ইঙ্গিত]

সুদর্শন। আমি তাই চাই। [লক্ষ্মীকে ধরিল। এমন সময় নীলকণ্ঠ-নিক্ষিপ্ত গুলী আসিয়া সুদর্শনের পায়ে বিদ্ধ হইল] উঃ—

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

[সুদর্শন লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিয়া নীলকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইল, ইত্যবসরে লক্ষ্মীর প্রস্থান।]

মন্দা। ধর—ধর সুদর্শন!

[সুদর্শন লক্ষ্মীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, যুগপৎ নীলকণ্ঠ ও কর্দমের গুলী তাহাকে ধরাশায়ী করিল]

সুদর্শন। উঃ!

কর্দমের প্রবেশ।

কর্দম। মর্—মর্, এবার দেশের লোকগুলো বাঁচবে।

সুদর্শন। [উঠিয়া] মরবার আগে তোকে আমি—[স্খলিত হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল, তৎক্ষণাৎ কর্দমের আরও একটি গুলী ছুটিল] উঃ—জীবনের শেষ, আকাঙ্ক্ষার সমাধি। ভগবান! শাস্তি দিয়েছ—দাও, কিন্তু আমার সাথীটিকেও তুমি ক্ষমা করো না।

[প্রস্থান।

মন্দা। ওরে, প্রাসাদে কি কেউ নেই, যে এই শিশু-শয়তানকে চূর্ণ করে? রক্ষি! রক্ষি! কে আছ এখানে? হত্যা কর, আশাতীত পুরস্কার দেবো।

নীল। আমার মাকে তুমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছ, তার ঘরে তাকে ঠাঁই দাওনি। আজ তার শোধ নিতে এসেছি। [আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল]

মন্দা। নীলকণ্ঠ!

নীল। আমাকে নয়, ভগবানকে ডাক।

মন্দা। ভগবানকে ডাকবো? [সহসা নীলকণ্ঠের হাত ধরিয়া আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইতে গেল, গুলী নীলকণ্ঠের বক্ষভেদ করিল]

নীল। উঃ—

মন্দা। একি! নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

নীল। মা—মা—মা! [মৃত্যু]

মন্দা। নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ! নীরব—নীরব! এঁ্যা—একি হলো; মরে গেল?

মণিকণ্ঠের প্রবেশ।

মণি। কে মরেছে? কে মরেছে?

মন্দা। নী—নীলকণ্ঠ।

মণি। নীলকণ্ঠ মরেছে! সত্যই তো নীরব। নিশ্বাস পড়ছে না। নীলকণ্ঠ! দাদু—

মন্দা। এপারে আর সাড়া দেবে না।

মণি। এঁ্যা, মরে গেছে! কে মারলে?

মন্দা। আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, কে মারলে? সত্যই কি আমি মেরে ফেললাম?

মণি। তুমি! এঁ্যা, তুমি রহস্য কচ্ছ। নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ! ওঠ দাদু, ওঠ। এ যে সত্যি নড়ছে না, নিশ্বাস পড়ছে না। তবে কি সত্যই মেরে ফেলেছে? কেন, কি অপরাধ করেছিল এ দুধের শিশু?

মন্দা। তাই তো—

মণি। কি করলে তুমি রাজমাতা? এই একটা মাত্র বংশধর, তাকেও তুমি সইতে পারলে না? আমার ওপর নির্যাতন করেছ, পুত্রকে নিজের হাতে পশু তৈরী করেছ, তবু একটা সান্ত্বনা ছিল—এই শিশুর মধ্যে রাজবংশের লুপ্ত গৌরব আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। তাও তুমি হতে দিলে না? এই নির্মল কুসুম এমনি করে নখাঘাতে ছিন্ন করলে?

মন্দা। হ্যাঁ গা, তবে কি সত্যই আমি হত্যা করেছি?

মণি। জগতে স্বামিহত্যার দৃষ্টান্ত আছে, পুত্রহত্যার কথাও শুনেছি, কিন্তু পৌত্রহত্যা করলে একমাত্র তুমি। আমার হাতে আজ যদি শাসনভার থাকতো, আমি তোমার জীবন্ত দেহ ক্ষুধিত বাঘের মুখে তুলে দিতাম।

মন্দা। তাই দাও, তাই দাও। নীলকণ্ঠ! দাদু!

মণি। যাচ্ছি রাজার কাছে। দেখি রাজার বিচার। ওঠ দাদু, ওঠ; চল যাই বিচারসভায়, দেখি তোমার পিতা জীবিত না মৃত। [মৃতদেহ তুলিয়া লইল] ওরে আকালের দেশ! শক্তির অহঙ্কারে

আমি তোমার শাসনের ভার নিয়েছিলাম; সে ভার আমি বহন করতে পারিনি। আমারই পাপে তোমার অসংখ্য ক্ষুধিত সন্তান অকালে প্রাণ দিয়েছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার নীলকণ্ঠকে চিতায় তুলে দিচ্ছি; তুমি শীতল হও।

[কর্দম সহ প্রস্থান।

মন্দা। দাঁড়াও রাজা, দাঁড়াও; আমি তোমার সঙ্গে যাবো। ও কে? রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে চাইছে? মানুষ না রাক্ষস? কে তুমি? কি চাও? উঃ, ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় পর্ব।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কোন্‌দিকে পথ? কোন্ পথে উজানগাঁ? ওরে আকাশের পাখি, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্। আমি তাঁর সুখের পথে ব্যাঘাত হবো না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করবো—এ কি সত্য?

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। অসময়ে কাক ডাকছে কেন? কোথায় যেন কি মহাপ্রলয় হয়ে গেছে। বুকটা যেন কেঁপে উঠছে! আবার! আবার! ওরে অমঙ্গলের অগ্রদূত, আর ডাকিসনে। কিন্তু কোথায় এলাম? কোন্‌দিকে সুবর্ণপুর?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ গা, তুমি উজানগাঁয়ের পথটা আমায় বলে দিতে পার?

বাণী। উজানগাঁয়ের পথ? হ্যাঁ—তা—না, কোন্ পথে এসেছি, কিছুই তো মনে নেই! কে যেন আমায় "মা মা" বলে ডাকলে, আমি পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছি, পথঘাট তো মনে নেই। কোন্‌দিকে যাচ্ছি, তাও জানি না। তুমি জান সুবর্ণপুরের পথ?

লক্ষ্মী। আমি তো সুবর্ণপুর থেকেই আসছি, কিন্তু কোন্ পথে এলাম, তা তো লক্ষ্য করিনি।

বাণী। তোমাকেও কি কেউ "মা মা" বলে ডেকেছিল?

লক্ষ্মী। না, ও সম্বোধন করতে আমার কেউ নেই। তুমি উজানগাঁ থেকে আসছো? বলতে পার, তারা সব কেমন আছে? খুব সুখে আছে, না? আমার কথা ভুলেও কেউ বলে না?

বাণী। কাদের কথা বলছো?

লক্ষ্মী। যারা আমার ছিল, আজ আর নেই। আমি তাদের প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, তবু তারা আমায় ভুলে গেছে! হ্যাঁ গা, তুমি কাউকে ভালবেসেছ?

বাণী। বেসেছি, আমার স্বামীকে। ভেবেছিলাম ঘৃণাই করবো, কবে যে ভালবেসেছি, তা আমি জানি না ভাই! আজ মনে হচ্ছে, শুধু একটিবার তাঁকে দেখতে পেলে দশবার আমি মরতে পারি।

লক্ষ্মী। আমারও তাই মনে হচ্ছে। যতই কলঙ্ক থাক তাঁর গায়ে, আমি তাঁকে ঘৃণা করার কথা মনেও করতে পারি না।

বাণী। তুমি ঠিক বলেছ। আমার মনে হচ্ছে, আমার যে দুঃখ, সে আমারই অদৃষ্টের দোষ।

লক্ষ্মী। সত্যি ভাই! সবই নিজের কর্মফল।

বাণী। কি আশ্চর্য, আমাদের দুজনের অদৃষ্টই কি এক? তুমি কি চাষার মেয়ে?

লক্ষ্মী। না, আমি রাজার মেয়ে, চাষার বৌ।

বাণী। আমি চাষার মেয়ে, রাজার বৌ।

লক্ষ্মী। [বিস্ময়ে] তুমি কে?

বাণী। [বিস্ময়ে] তুমি কে?

লক্ষ্মী। তুমি কি বাণী?

বাণী। তুমি কি লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। কই, তোমার মুখে তো কলঙ্কের ছাপ নেই!

বাণী। তোমারও তো নেই। [উভয়ে উভয়ের হাত ধরিল; চারি চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল] ভাই! তুমি ভুল বুঝেছ। চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবু তোমার স্বামীর মধ্যে কলঙ্ক নেই। তিনি শুধু আমার ভাই নন, আমার গুরু।

লক্ষ্মী। বাণি!

বাণী। তুমি জান না, তুমি তাঁর কে; তাঁর মনের কতখানি জুড়ে তুমি বসে আছ। তোমার চিন্তায় তাঁর চোখে ঘুম নেই। আমার মত মন্দভাগিনী তুমি নও লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। বাণি, তোমার স্বামীর মুখে যত কলঙ্ক, সবই তার প্রাপ্য নয়। তুমি দেখতে পাওনি, কতবড় একটা মানুষ তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তুমি ফিরে যাও বাণি! গিয়ে দেখবে, সুকণ্ঠ আর সে সুকণ্ঠ নেই, তার সমস্ত আবিলতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বাণী। কিন্তু—

কর্দমের প্রবেশ।

কর্দম। বৌরাণি! বৌরাণি!

বাণী। কে? কর্দম এসেছিস?

কর্দম। খুব ঘোড়দৌড় করিয়ে নিলে। চল।

বাণী। কোথায়?

কর্দম। যমের বাড়ি। একেবারে—

বাণী। তুমি কি আমায় নিতে এসেছ কর্দম?

কর্দম। তবে কি সখ করে ঘোড়দৌড় কচ্ছি? চল—চল, তোমায় নিয়ে রাজার কাছে পৌছে দিয়ে তবে আমার ছুটি। একেবারে—

বাণী। কিন্তু—

কর্দম। আর কিন্তু নেই, সব কিন্তুর শেষ করে দিয়েছে তোমার ছেলে। একেবারে—

বাণী। কি বলছো তুমি?

কর্দম। দেখ বৌরাণি, রাজাকে তুমি দোষ দিও না। তাঁর কোন দোষ নেই। সব দোষ ওই সুদর্শন ব্যাটার। দিয়েছে ব্যাটাকে এক গুলীতে শেষ করে। একেবারে—

লক্ষ্মী। মরে গেছে?

কর্দম। মরতে কি চায়? গুলীর ওপর গুলী চাপান দিলাম, তবে না ম'ল! চল।

বাণী। রাজা কি আমায় গ্রহণ করবেন?

কর্দম। হাত ধুয়ে বসে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আহা-হা, সে পত্রখানা যদি সঙ্গে আনতাম—সুদর্শনকে লিখেছিল। একেবারে তোমাকে—

লক্ষ্মী। পত্র? এই পত্রের কথা বলছো? [পত্র প্রদান]

কর্দম। এই যে, একেবারে ছিঁড়ে গেছে। আচ্ছা, যা আছে পড়। [বাণীকে দিল]

বাণী। "যেভাবে পার নিয়ে আসবে, আমি তাকে গ্রহণ করবো, তাকে আমার চাই।"

লক্ষ্মী। কাকে চাই? বাণীকে? ভগবান! মানুষ মানুষকে এত হীন করতে পারে? যাও বাণি, যাও; আমার ভাইকে আমার অভিবাদন জানিও।

বাণী। জনার্দনকে আমি বলে আসিনি, তাকে বলো, আমাকে যেন ক্ষমা করে।

কর্দম। খবরদার, জনার্দনের কথা তুলো না বলছি! আমি ওকে খুন করবো। একেবারে—

বাণী। কর্দম! জনার্দন আমার ভাই!

কর্দম। তোমার ভাই! বল কি বৌরাণি? আমি যে তাকে ছলে ভুলিয়ে রাজবাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে তার একেবারে—দূর শালা!

লক্ষ্মী। তিনি সুবর্ণপুর গেছেন?

কর্দম। ইনি আবার কিনি?

বাণী। জনার্দনের স্ত্রী;

কর্দম। এ্যাঁ—তুমি! তুমিই সেই?

লক্ষ্মী। কে?

কর্দম। যে হাজার হাজার চাষীকে আজ নতুন প্রাণ দিয়েছে? আরে—তুমিই সেই! তোমার নাম যে আজ লোকের মুখে মুখে। উজানগাঁয়ে গিয়ে দেখলাম—লোকে ছবি আঁকিয়ে তোমার পূজো কচ্ছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি। একেবারে—[প্রণাম]

বাণী। কর্দম—

কর্দম। পায়ের ধুলো নাও বৌরাণি, পায়ের ধুলো নাও। আমাদের মহারাজকে উনি মানুষ করেছেন। ছিল পশু, হয়েছে দেবতা। একেবারে—

বাণী। দিদি!

লক্ষ্মী। দিদি! [পরস্পরকে আলিঙ্গন]

বল্লভ। [নেপথ্যে] ও বাণি! বাণি!

বাণী। কে ডাকছে? কার কণ্ঠস্বর?

বল্লভ। [নেপথ্যে] ও বাণি!

বল্লভের প্রবেশ।

বাণী। দাদু! [বল্লভের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

বল্লভ। এ্যাঁ—তুই আছিস? সত্যি তোকে ফিরে পেলাম দিদি? কতদিন ধরে রাস্তায় ঘাটে তোকে খুঁজেছি, কেউ তোর কথা বলতে পারেনি, কেন ভাই এমনি করে ঘুরে মরছিস? তুই তো জানিস, সবাই তোকে তাড়িয়ে দিলেও আমার ঘর খোলা আছে!

বাণী। জানি।

বল্লভ। তবে আয়। কাজ নেই তোর রাজভোগে। আমার শালি ধানের চাল, আমার কাজল দীঘির মাছ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। আয় দিদি, আয়। কতদিন পরে তোকে দেখলাম। তোর রোয়া গাছে ফল ধরেছে, তোর সাজানো বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। আয় দিদি, আয়।

বাণী। না দাদু, আমি রাজবাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

বল্লভ। না—না, যাসনে দিদি, যাসনে। তাদের অনাদরের রাজভোগ তুই মুখে তুলিসনে।

কর্দম। অনাদর আর নেই কর্তা! রাজা নিজেই আবার আদর করে ডেকেছেন।

বল্লভ। ডেকেছে? ও—আচ্ছা, তবে যা।

বাণী। তুমিও চল দাদু!

বল্লভ। ওরে না, তোর ঘরে আমি যাবো না।

বাণী। কেন দাদু?

বল্লভ। তুই তো সব বুঝিস দিদি! আমি যাবো না। তুই সুখে থাক্, তুই নাতী-নাতনী নিয়ে ঘর কর্। দাদুকে আর ডাকিসনে।

বাণী। তবে এই শেষ দেখা দাদু?

বল্লভ। শেষ—হ্যাঁ, শেষ। আর আছিই বা ক'দিন? চোখের জল ফেলিসনে। তোর দাদী এক কৌটা সিঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছে, তুই নে—তার মত তুই পাকা চুলে সিঁদুর পর, এই আমাদের আশীর্বাদ। [কৌটা দিল]

লক্ষ্মী। [কৌটা খুলিয়া বাণীর ললাটে সিঁদুর পরাইয়া দিল] তুমি অমোঘ বর পেয়েছ বাণি, আর ভয় নেই।

কর্দম। চল বৌরাণি! একেবারে।

বাণী। চল। দাদু, আসি দাদু! [প্রণাম]

বল্লভ। আচ্ছা, এসো। [বল্লভ ও লক্ষ্মী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ; বল্লভ নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল] ভগবান! যত দুঃখ দেবে, আমাদের দাও, বাণীকে আমার সুখী কর।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। তবে আর উজানগাঁয়ে যাবো না, সুবর্ণপুরেই ফিরে যাই।

দূতের প্রবেশ।

দূত। আপনিই কি আমাদের রাজকন্যা?

লক্ষ্মী। কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

দূত। নন্দীপুর থেকে।

লক্ষ্মী। কেন?

দূত। আপনাকে নিয়ে যেতে মহারাজ মন্ত্রিমশাইকে পাঠিয়েছেন।

লক্ষ্মী। একটা চাষার বৌকে নিয়ে যেতে স্বয়ং মহামান্য মন্ত্রী এসেছেন? কোথায় তিনি?

দূত। আপনার কুটীরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

লক্ষ্মী। নন্দীপুরের মন্ত্রী আমার কুটীরে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, জাতিভ্রষ্ট হবে যে! চাষার ঘরে মন্ত্রী! কেন বল তো?

দূত। রাজ্যময় চাষীরা বিদ্রোহ করেছে। কেউ আর আমাদের শস্য বিক্রি কচ্ছে না। রাজপ্রাসাদে এককণা খাদ্য নেই, স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত উপবাসী।

লক্ষ্মী। তাই আমার এত আদর! কিন্তু আমি বিদ্রোহের কি করবো?

দূত। বিদ্রোহীরা সবাই লক্ষ্মী-জনার্দনের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

লক্ষ্মী। তাহলেও আমি যাবো না।

দূত। না গেলে আপনার পিতামাতা অনাহারে মরবেন।

লক্ষ্মী। সিংহাসনটা প্রজাদের হাতে তুলে দিলেই তাঁদের প্রাণ রক্ষা হবে।

দূত। তবু একবার যেতে হবে।

লক্ষ্মী। তা হয় না দূত! আমাকে যদি নিয়ে যেতে হয়, তোমাদের রাজাকে আমার স্বামীর ঘরে মাথা হেঁট করে প্রবেশ করতে হবে।

দূত। রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। রাজকুমারী মরেছে, আমি চাষার বৌ।

[প্রস্থান।

দূত। এইজন্যেই তোমার পায়ে হাজার হাজার লোক মাথা নত করেছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

সমস্ত প্রাসাদ জুড়িয়া একটা করুণ সুর উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে সুকণ্ঠের প্রবেশ। সুকণ্ঠ যেন আজ তাঁর অতীতের প্রেতাত্মা।

সুকণ্ঠ। কারও দোষ নেই—আমার নিজের দোষ। সুদর্শন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে, আমি এখনো বেঁচে রইলাম কেন? এতবড় প্রাসাদে একটা রক্ষীও রাখিনি, তবু তো কেউ আসছে না। যারা আমার হাতে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তারা কি কেউ প্রতিশোধ নিতে আসবে না? সবাই কি আমায় অভাগা বলে ক্ষমা করবে?

মণিকণ্ঠের প্রবেশ।

মণি। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। কে? বাবা! আমায় দণ্ড দিতে এসেছ?

মণি। না।

সুকণ্ঠ। কেন? তোমরা কি সবাই আমায় অভাগা বলে ক্ষমা করবে?

মণি। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। বাবা! পুত্রশোকে এত জ্বালা! যাদের ছেলে-মেয়ে অনাহারে মরেছে, তাদের বুকেও কি এমনি আগুন জ্বলেছিল?

মণি। এর চেয়ে বেশী। তোমার ছেলে আততায়ীর হাতে

মরেছে, এক মুহূর্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আর তারা না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে। তাদের অসহায় পিতামাতা দিনের পর দিন সন্তানের ক্ষুধিত কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ শুনেছে।

সুকণ্ঠ। ওঃ, এর চেয়ে জ্বালা! সে যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। একটা নয়, দুটো নয়, শত শত মরেছে। বাবা, সেই-সব পুত্রহীন পিতামাতাদের আমার কাছে নিয়ে আসতে পার? আজ আমি একবার তাদের মুখ দেখে মিলিয়ে নেবো।

মণি। কি বলবো তোমায় পুত্র! তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে না, বড় আনন্দ হচ্ছে। এই শাস্তিরই তোমার প্রয়োজন ছিল। নীলকণ্ঠ নিজের প্রাণ দিয়ে সুবর্ণপুরকে বাঁচিয়ে গেছে।

সুকণ্ঠ। বাবা—

মণি। তবু আমি বিচার চাই রাজা! যে রাক্ষসী একটা নিষ্পাপ শিশুকে এমনি করে হত্যা করেছে, আমি চোখের ওপর তার চরম শাস্তি দেখ চাই।

সুকণ্ঠ। শাস্তি! কার শাস্তি? কে বুঝবে শাস্তির মর্ম? বাবা, একটা দৃশ্য দেখবে? ওই দেখ। চিনতে পার ও কে? ওর চোখদুটো কি দেখছে জান? নরক! ওই আসছে বাবা, দোহাই তোমার! কাছে যদি অস্ত্র থাকে, লুকিয়ে ফেল। যা বলতে হয় আমাকে বল, ওকে কিছু বলো না।

মণি। তোমার পুত্রকে যে হত্যা করেছে, তার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে না?

সুকণ্ঠ। না—না, তুমি বুঝতে পারছ না, ওঁর দুঃখ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। আমরা তবু খাড়া দাঁড়িয়ে আছি, ওঁর সে শক্তিও নেই।

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দা। সুকণ্ঠ! নরক দেখছিস? দেখবি আর? একটা গুলী করতে পারবি? পারবি না? নীলকণ্ঠ পারতো। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কে ঘুম পাড়ালে?

সুকণ্ঠ। আমি।

মন্দা। তবে নাকি আমি ঘুম পাড়িয়েছি?

সুকণ্ঠ। মিছে কথা মা!

মন্দা। তবে নরকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে কেন?

সুকণ্ঠ। আর আসবে না মা! তুমি আমার কাছে এস, আমার ভয়ে কেউ তোমার কাছে আসবে না।

মন্দা। ওই দেখ—ওই দেখ সুকণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। মা! মা! [মন্দাকিনীকে জড়াইয়া ধরিল]

মণি। [তরবারি বাহির করিয়া] ছেড়ে দাও সুকণ্ঠ! তুমি নিজে না পার, আমি অপরাধীর শাস্তি দেবো।

সুকণ্ঠ। বাবা! এ যে আমার মা।

মণি। কে তোর মা? এ বেঁচে থাকলে আবার তোর মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খাবে।

সুকণ্ঠ। সে শক্তি ওঁর নেই বাবা!

মণি। ছাড় সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। না।

মণি। তাহলে আমি দুজনকেই হত্যা করবো।

সুকণ্ঠ। তাই কর।

বাণী। [নেপথ্যে] নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। ওই আসছে, বাণী আসছে। মাকে অভিশাপ দেবে। মা! মা! কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখবো মা?

মন্দা। আবার কি নরক হাঁ করে আসছে?

সুকণ্ঠ। না—না, তুমি যাও।

বাণী। [নেপথ্যে] নীলকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। বাবা, দোহাই তোমার, মাকে নিয়ে চলে যাও—অনেক দূরে দৃষ্টির অন্তরালে, আর যেন দেখা না হয়! নীলকণ্ঠের মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, দায়ী আমি। জ্বলতে হয় আমি একাই জ্বলবো, তোমাদের জীবন সুখের হোক। যাও—যাও—আঃ!

ঝড়ের বেগে বাণীর প্রবেশ।

বাণী। নীলকণ্ঠ কই? আমার নীলকণ্ঠ কই?

সুকণ্ঠ। দেখবে এস। [বাণীকে কাছে টানিয়া লইয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া] ওইখানে, ওই যে একটা তারা দেখছো না? ওই তোমার নীলকণ্ঠ।

মণি। বাণি!

বাণী। বাবা! কে এমন নিষ্ঠুর, যে আমার নীলকণ্ঠকে হত্যা করলে?

মণি। ওই রাক্ষসী।

বাণী। তুমি? মা! আমিই না হয় চাষার মেয়ে। কিন্তু আমার নীলকণ্ঠ তো তোমারই বংশধর! তাকে তুমি হত্যা করতে পারলে?

মন্দা। চুপ—চুপ, চিৎকার করিসনে; নীলকণ্ঠ ঘুমুচ্ছে।

বাণী। রাজা!

সুকণ্ঠ। পাগল হয়ে গেছে বাণী! যতই অপরাধিনী হোন—মনে কর, এ আমাদের মা। মনে কর, সেই অসীম শক্তিময়ী রাণী আজ

শিশুর মত অসহায়। ভগবান যাকে এমন শাস্তি দিয়েছেন, তুমি আর তাকে দগ্ধ করো না।

বাণী। রাজা!

মণি। প্রতিশোধ নে মা, প্রতিশোধ নে। তোর ছেলেকে যেমন গলা টিপে মেরেছে, তুই ওকে তেমনি গলা টিপে মার!

সুকণ্ঠ। তার আগে মনে কর, এমনি কত মাতাপিতাকে আমিও পুত্রহীন করেছি। নীলকণ্ঠ প্রাণ দিয়ে তাদের দুঃখ আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তুমি তোমার পুত্রকে হারিয়ে স্বামীকে ফিরে পেয়েছ, হাজার হাজার সন্তানকে বলির মুখ থেকে বাঁচিয়েছ।

মণি। কারও কথা শুনিসনে মা! নে, অস্ত্র নে, রাক্ষসীর শিরশ্ছেদ কর। [বাণীর হাতে অস্ত্র দিল]

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!

মণি। চুপ! কর হত্যা।

সুকণ্ঠ। তার আগে আর একটা কথা ভাব। তোমার ছেলের নাম তুমিই রেখেছিলে নীলকণ্ঠ। মহেশ্বর জগতকে অমৃত দিয়ে নিজের কণ্ঠে বিষ ঢেলেছেন—তাই তিনি নীলকণ্ঠ। তোমার ছেলে একা প্রাণ দিয়ে গোটা সুবর্ণপুরকে বাঁচিয়েছে, তার নাম সার্থক করেছে। [বাণীর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল]

মন্দা। নরক—নরক, ওই নরক আসছে। ওরে, কে আমায় আশ্রয় দেবে?

বাণী। আমি আশ্রয় দেবো। এস মা।

[মন্দাকিনীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মণি। সুকণ্ঠ! এইবার ইচ্ছা হচ্ছে তোমায় পুত্র বলে আলিঙ্গন করতে। এতদিনে তুমি যথার্থই রাজা হয়েছ। আর আমার আক্ষেপ

নেই। নীলকণ্ঠ মরেনি, তোমার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। আমি আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে সহস্র প্রজার মধ্যে তুমি তারই রূপ দেখতে পাবে।

স্বকণ্ঠ। [মণিকণ্ঠকে প্রণাম করিল]

মণি। বিদায় বৎস! আমি চললাম।

স্বকণ্ঠ। কোথায়?

মণি। যেখানে নীলকণ্ঠ গেছে, সেই পথের সাধনায়।

[প্রস্থান।

স্বকণ্ঠ। সব গেল, সব গেল, সবাই কি আমায় ক্ষমা করলে? কেউ নেই প্রতিশোধ নিতে?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। আমি আছি।

ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। আমিও আছি।

স্বকণ্ঠ। নেবে? প্রতিশোধ নেবে?

অঙ্কুর। নিতেই এসেছি। একদিন তুমি আমায় কশাঘাত করেছিলে, আজ তা সুদসমেত আদায় করবো।

ভূষণ। আমাদের সর্বস্বান্ত করেছ তুমি। তাতেও তোমায় ক্ষমা করতে পারতুম; কিন্তু আমাদের ঘরের বৌকে টেনে এনে বিলাসের সঙ্গিনী করতে চেয়েছ, এ অপরাধের দণ্ড তোমায় নিতেই হবে।

স্বকণ্ঠ। ওরে, এসেছে—প্রতিশোধ নিতে এসেছে। এস, একটা রক্ষী নেই, একটা সৈনিক নেই, সব সরিয়ে দিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করে রেখেছি। হান অস্ত্র একসঙ্গে।

অঙ্কুর ও ভূষণ। [যুগপৎ ছুরিকা উত্তোলন করিল]

মাণিক আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

ভূষণ। সরে যা মাণিক!

মাণিক। না।

ভূষণ। তবে তুইসুদ্ধ মর। [আবার উভয়ের ছুরিকা উত্তোলন]

লক্ষ্মী আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী। ছিঃ—ছিঃ ভূষণ, এতবড় যুদ্ধটা তুমি এমনি করে নিষ্ফল করতে চাও? তোমার লজ্জা হচ্ছে না? এই তোমার ব্রত? এই তোমার সঙ্কল্প? ফেলে দাও অস্ত্র। [ভূষন অস্ত্র ফেলিয়া দিল] অঙ্কুর! তুমি না রাজবংশধর, নিজের জ্ঞাতিকে তুমি পরের সাহায্যে হত্যা করতে চাও? কলিতে কি আর একটা বিভীষণ জন্মেছে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কাটাকাটি করতে হয়, নিজেরা ঘরে বসে কর; অপরের সঙ্গে যখন বিরোধ—কৌরব-পাণ্ডবের মত তোমরা হবে একশত পাঁচ ভাই। ফেলে দাও অস্ত্র।

জনার্দনের প্রবেশ।

জনা। ভাবছো কি অঙ্কুর? নীলকণ্ঠ মরেছে, তোমার জাতি মরেছে, আজ আর অস্ত্র ধরা সাজে না।

অঙ্কুর। নীলকণ্ঠ নেই? [হাতের ছুরি পড়িয়া গেল] থাক, মড়ার ওপর তবে আর কি প্রতিশোধ নেবো?

সুকণ্ঠ। মরতে দিলে না, এখানেও ক্ষমা? ওরে চাষী ভাই-বোন, কত ঋণে আর আমায় জড়াবি তোরা? এত ঋণের ভার আমি যে আর বইতে পারছি না। আজ আমি প্রতিদান দেবো। তোমাদের সঙ্গে

যুদ্ধে আজ আমি সর্বহারা, উপবাসী, আমার সোনার বিহঙ্গ উড়ে গেছে। আজ আমি বুঝতে পারছি, রাজবংশধর হলেই রাজসিংহাসনের অধিকারী হয় না। ভয়ে নয়, বাধ্য হয়ে নয়, স্বর্ণপুরের প্রজাগণ, আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে এই রাজমুকুট তোমাদের হাতেই তুলে দিচ্ছি। আজ থেকে স্বর্ণপুর রাজার সম্পত্তি নয়, প্রজার। [জনার্দনের হাতে মুকুট তুলিয়া দিল]

জনা। ভাইসব, আজ আমাদের যুদ্ধের অবসান, আজ আমরা বিজয়ী। স্বর্ণপুরে আর আমরা প্রবাসী নই, আমরাই দেশের মালিক— আমরাই দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা।

মাণিক। বৌদি, এইবার আমাকে কোলে নাও।

লক্ষ্মী। [মাণিককে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিল]

দূতের প্রবেশ।

দূত। অভিবাদন রাজকুমারি, নন্দীপুররাজ আপনার কুটীরে।

লক্ষ্মী। [জনার্দনের হাত ধরিয়া ইঙ্গিত] জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ এসেছে, চল।

জনা। বিদায় রাজপ্রতিনিধি !

সকলে। বন্দে মাতরম্।

[প্রস্থান।